কিন্তু

কৃষ্ণদাস বিরচিত

প্রাপ্তিস্থান

ডি, এম, লাইব্রেরী

৪২, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রকাশক—শ্রীমনোরঞ্জন চক্রবর্ত্তী।
জেনারেল পাব্‌লিশার্স লিমিটেড।
১২৬ বিবেকানন্দ রোড।
কলিকাতা।

বৈশাখ ১৩৫০

মূল্য এক টাকা

B2664

প্রিণ্টার—শ্রীপ্রমথনাথ মান্না,
শ্রীকৃষ্ণ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস,
২৭ বি গ্রে ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

পরিচয়

"কিন্তু" নাটক মৎপ্রণীত "হোটেল" নাটকের প্রায় দুইবৎসর পরবর্ত্তী ঘটনা অবলম্বনে লিখিত।

পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা

পরেশ পূর্ব্ববর্ত্তী নাটকে হোটেলের ম্যানেজার ছিল। তাহার স্বভাব ছিল অতিশয় অলস এবং নির্জীব। তাহার স্ত্রী চপলা বহুদিন পূর্ব্বে তাহাদের একমাত্র নবজাত কন্যা পারুলকে লইয়া মহেন্দ্র নামক জনৈক প্রেমিকের সঙ্গে গৃহত্যাগ করে এবং তাহার সঙ্গে স্বামী-স্ত্রী ভাবে বসবাস করে। পরেশ এতদিন ধরিয়া বহু অর্থব্যয় করিয়া একটি গোয়েন্দা রাখিয়া তাহার স্ত্রীকে খুঁজিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করিতেছিল কিন্তু কৃতকার্য্য না হইয়া ক্রোধে নিস্ফল আস্ফালন করিতেছিল। পারুল মহেন্দ্রকেই পিতা বলিয়া জানিত। মহেন্দ্রের ঔরসে চপলার একটি কন্যা জন্মে, তাহার নাম যূথিকা। পশ্চিমে ব্যবসা করিয়া মহেন্দ্র অনেক অর্থ উপার্জ্জন করে। একদিন চপলা এবং চপলার দুই কন্যাকে সঙ্গে লইয়া মহেন্দ্র কলিকাতায় আসিয়া পরেশের হোটেলেই উপস্থিত হয়। চপলা অসুস্থ থাকায় পরেশের সঙ্গে তাহার চাক্ষুষ দেখা হয় না। মহেন্দ্রের সঙ্গে পরেশের পরিচয় না থাকায় পরেশ সাধারণভাবেই মহেন্দ্র এবং মেয়ে দুইটির সঙ্গে মেলামেশা করে এবং অজ্ঞাত কারণে পারুলের প্রতি বাৎসল্য ভাবে অতিশয় আকৃষ্ট হয়। এদিকে বিজয় নামে এক যুবক ডাক্তার এবং নবীন নামে জনৈক নিঃস্ব সাহিত্যিক যথাক্রমে পারুল এবং যূথিকার প্রতি প্রণয়াসক্ত হয়। হোটেলে পরাশর নামে জনৈক দার্শনিক

প্রফেসর থাকিত। দুই একদিনের মধ্যেই সে মহেন্দ্র ইত্যাদির প্রকৃত পরিচয় জানিতে পারে এবং পরেশের সঙ্গে চপলার দেখা হইলে যে দুর্ঘটনা ঘটিবার সম্ভাবনা আছে তাহাকে প্রতিরোধ করিবার চেষ্টা করে। বিজয় এবং নবীন তাহার কাছে সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়াও বিবাহ করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়। ঘটনা-চক্রে পরেশের সঙ্গে চপলার দেখা হয়, এবং সে জানিতে পারে যে পারুল তাহারই কন্যা। কিন্তু পরাশরের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া কন্যার ভবিষ্যৎ মঙ্গল কামনায় পরেশ প্রতিশোধ লইতে এবং সন্তানের কাছে আত্মপ্রকাশ করিতে নিরস্ত হয়। বিজয় এবং নবীনের সঙ্গে যথাক্রমে পারুল এবং যূথিকার বিবাহ হইয়া যায় কিন্তু পারুল এবং যূথিকার কাছে পরেশ এবং চপলার প্রকৃত পরিচয় অপ্রকাশ থাকে।

কৃষ্ণদাস

চরিত্র

পরেশ	বয়স প্রায় সাতচল্লিশ। তাহার স্বভাবের আমূল পরিবর্ত্তন হইয়াছে। আলস্যের চিহ্নমাত্র নাই। সঙ্গে সঙ্গে অবস্থারও পরিবর্ত্তন হইয়াছে। সে এখন একটা বড় হোটেলের মালিক।
পরাশর	কলেজের প্রফেসর। অবিবাহিত। বয়স পঞ্চাশের বেশী। হোটেলে থাকে।
চপলা	বহুপূর্ব্বে পরেশের বিবাহিতা স্ত্রী ছিল। এখন মহেন্দ্রের উপপত্নী।
মহেন্দ্র	জনৈক ধনী ব্যবসায়ী। চপলার উপপতি।
পারুল	পরেশ এবং চপলার কন্যা। সে মহেন্দ্রকেই পিতা বলিয়া জানে। দুই বৎসর পূর্ব্বে বিজয়ের সঙ্গে বিবাহ হইয়াছে।
যূথিকা	মহেন্দ্র এবং চপলার কন্যা। দুই বৎসর পূর্ব্বে নবীন নামক নিঃস্ব সাহিত্যিকের সহিত বিবাহ হইয়াছে।
বিজয়	যুবক ডাক্তার। পারুলের স্বামী। সকল বৃত্তান্ত জানিয়া শুনিয়াও পারুলকে বিবাহ করিয়াছে। পারুল তাহার পিতামাতার প্রকৃত পরিচয় জানিলে মর্ম্মাহত হইবে এই আশঙ্কায় তাহার কাছে সকল কথা গোপন রাখিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।
নবীন	নিঃস্ব সাহিত্যিক। যূথিকার স্বামী।
তিমির	মৃতদার মধ্য বয়স্ক ভদ্রলোক। হোটেলে থাকে।
যোগেন	আফিসের কেরাণী। হোটেলে থাকে।
নরেন	হোটেলের কেরাণী। যুবক।
ঝড়ু	হোটেলের চাকর।
অবিনাশ	জনৈক গোয়েন্দা।
অপূর্ব্ব	জনৈক ধনী যুবক। যূথিকার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী।

পূজারি, বৈরাগী, রতীন, অনিল, রাজাবাহাদুর ইত্যাদি।

দৃশ্যসূচী

প্রথম অঙ্ক

কলিকাতার একটি বৃহৎ এবং আধুনিক হোটেলের সুসজ্জিত আফিস ঘর। সময় প্রাতঃকাল।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

মাদ্রাজে অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন পল্লীতে একটি বড় রকমের বাড়ীর সম্মুখস্থ বাগান। কয়েক-দিন পর সন্ধ্যার প্রাক্কালে।

দ্বিতীয় দৃশ্য

উক্ত বাড়ীতে একটি পড়িবার ঘরের প্রান্ত। কয়েক মিনিট পরে।

তৃতীয় অঙ্ক

মাদ্রাজে উক্ত বাড়ীর সুসজ্জিত বসিবার ঘর। পরদিন বৈকালে।

যবনিকা

প্রথম অঙ্ক

স্থান—একটি বৃহৎ এবং আধুনিক হোটেলের সুসজ্জিত অফিস ঘর। একপ্রান্তে বড় সেক্রেটারিয়ট্ টেবিলের উপরে অনেক স্থূলকায় ডাইরেক্টরী, টেলিফোন ডাইরেক্টরী, রেলের টাইমটেবল ইত্যাদি এবং আধুনিক ঘণ্টা আছে। এই টেবিলে পরেশ বসে। দেওয়ালে কলিকাতার বিশেষ দ্রষ্টব্য স্থানগুলির চিত্র। অপর প্রান্তে ছোট একটি টেবিলে হিসাবের খাতা ইত্যাদি। এখানে কেরাণী বসে। একটি টাইপ যন্ত্রও আছে। পশ্চাতের দেওয়ালের গায়ে একটি কারুকার্য্য খচিত টেবিলে টেলিফোন। পার্শ্বেই একটি নীচু চেয়ার যাহাতে বসিয়া টেলিফোনে কথাবার্ত্তা বলা যায়। ঘরে প্রবেশের একটি মাত্র দরজা—তাহাতে রঙীন্ পর্দা ঝুলান আছে। মালিকের টেবিলের পশ্চাতে একটি জানালা, এখন বন্ধ। ঘরের এদিকে ওদিকে কয়েকখানি মূল্যবান চেয়ার।

সময়—প্রাতঃকাল।

হাসিমুখে পরেশের প্রবেশ। তাহার প্রতি পদক্ষেপে কর্ম্মোৎসাহ সুপ্রকাশ, মনে হয় গাহিতে পারিলে কাজ করিতে করিতেই সে চীৎকার করিয়া গান করিত। পোষাক পরিপাটি। গায়ে ঢিলেহাতার গিলে করা শাদা পাঞ্জাবি। পায়ে য়্যালবার্ট চটি, হাতে ঘড়ি। কেশ সুবিন্যস্ত। সুচারুরূপে পাকানো একজোড়া গোঁফ আছে। পরেশ ঘরে ঢুকিয়া চতুর্দ্দিকে একবার ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিল সব আসবাব পত্র স্বস্থানে আছে কিনা। সে নিজের হাতে দুই একখানি চেয়ার ইত্যাদি পরিপাটি ভাবে সাজাইল এবং পরে জানালা খুলিল। জানালার বাহিরেই একটি পুষ্পশোভিত মাধবী-লতা রৌদ্রকিরণে ঝলমল করিতেছে। পরেশ কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া এই দৃশ্য উপভোগ করিয়া নিজের টেবিলের কাছে আসিয়া দেখিল টেবিলের উপরে একস্থানে ঈষৎ ধুলা রহিয়া গিয়াছে। ভৃত্য ঠিকমত পরিস্কার করে নাই। বিরক্ত হইয়া সে ঘণ্টা বাজাইল। চাপরাশ ইত্যাদি পরিহিত ভৃত্য ঝড়ুর প্রবেশ। তাহার পোষাক পরিচ্ছদও বেশ পরিপাটি। তাহার কাঁধে পরিষ্কার ঝাড়ন।

ঝড়ু। (কায়দামত সেলাম করিয়া) হুজুর।

পরেশ। টেবিলে ময়লা রয়েছে কেন ?

যেন বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না এইরূপ ভাবে
ঝড়ু টেবিলের দিকে তীক্ষ্ণ ভাবে তাকাইল।

হাঁ ক'রে দেখছিস কি ? তোকে কতবার বলেছি টেবিল চেয়ারে যেন এতটুকু ধূলো না থাকে, তবু তোর খেয়াল হয় না ? তোকে সাবধান করে দিচ্ছি আর একবার এ রকম হ'লে তোর ছুটি হয়ে যাবে।

ঝড়ু। (ঢোক গিলিয়া) হুজুর।

পরেশ। আজ কে ঝাড়পোছ করেছে ?

ঝড়ু। হুজুর, নতুন ছোকরাটা ভারি বদমাইশ। সেদিন কাণ ম'লে দিয়েছি তবু শিখ্‌চে না কাজ।

পরেশ। শেখাতে না পারলে নিজের হাতে কাজ করবি। মোট কথা কাজ আমার চাই। ছোক্‌রা না পারলে তুই নিজে করবি, তুই না পারলে অগত্যা আমাকেই নিজের হাতে করতে হবে।

ঝড়ু। হুজুর।

পরেশ। যা, আর বকিস্‌ নি। টেবিলটা ভাল করে ঝেড়ে দে।

ঝড়ু। দিচ্ছি হুজুর।

যাইতে উদ্যত।

পরেশ। কোথায় যাচ্ছিস্‌ ?

ঝড়ু। ছোকরাকে ডাকতে।

পরেশ। আঃ

ঝড়ুর কাঁধ হইতে ঝাড়ন লইয়া নিজেই টেবিল পুছিল
এবং ঝড়ুকে ঝাড়ন ফিরাইয়া দিল।

এইটুকু কাজের জন্য আবার ছোকরাকে ডাক্‌ছিস্‌ ?

ঝড়ু মাথা চুলকাইতে লাগিল। পরেশ চেয়ারে উপবেশন করিয়া তড়াক করিয়া দুই পা টেবিলের উপর উঠাইয়া দিল।

এত অলস যদি থেকে যাস্ তাহ'লে কোনদিন জীবনে উন্নতি করতে পারবি না।

ঝড়ু। হুজুর।

পরেশ। তার মানে আমার কথাগুলো তোর বিশ্বাস হচ্চে না?

ঝড়ু। (সভয়ে) খুব বিশ্বাস হচ্ছে হুজুর।

পরেশ। (সন্দেহের সহিত তাকাইয়া) তুই ভাবছিস আমি এখনও সেই ম্যানেজারই রয়ে গিয়েছি, না?

ঝড়ু। আজ্ঞে না হুজুর। আপনি এখন এত বড় একটা হোটেলের মালিক।

পরেশ। মালিক হলাম কি করে? একবার ভেবে দেখেছিস মালিক কি করে হয়েছি? নিজের চেষ্টায় মালিক হয়েছি। দুবছর আগে ছিলাম ছোট্ট একটা হোটেলের ম্যানেজার, এখন হয়েছি বড় একটা হোটেলের মালিক।

টেলিফোন বাজিল। ঝড়ু টেলিফোন ধরিতে ছুটিল। কিন্তু পরেশ তড়াক্ করিয়া পা নামাইয়া ছুটিল।

তুই দাঁড়া, আমি ধরছি। (টেলিফোন ধরিয়া) হ্যালো…কে? … আজ্ঞে হ্যাঁ, এটাই পারুল হোটেল, আমি তার মালিক, পরেশবাবু… আজ্ঞে হ্যাঁ, আছে, খুব বড় ঘর, সঙ্গে বিলাতী ফ্যাসানের বাথরুম রয়েছে, পাশেই বসবার ঘর। ভাড়া রোজ পঁচিশ টাকা। …কে? …(চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া) রাজা বাহাদুর থাকবেন? …আমার সৌভাগ্য, আমার সৌভাগ্য। হ্যাঁ আমি সব ঠিক করে রাখছি। নমস্কার।

টেলিফোন রাখিয়া কেরাণীর টেবিলের দিকে তাকাইয়া

নরেন বাবু কোথায়?

ঝড়ু। আমি তো দেখিনি বাবু।

পরেশ। (হাতের ঘড়ি দেখিয়া) সাড়ে সাতটা বেজে গেল, এখনও তার দেখা নেই ! যত সব দায়িত্বজ্ঞান শূন্য লোক নিয়ে পড়েছি।

ভয়ে ভয়ে নরেনের প্রবেশ।

এই যে নবাবের নাতজামাই, এত দেরী হ'ল কেন ?

নরেন। এ-এ-এ আজ্ঞে, পেটে ব্যথা হয়েছিল।

পরেশ। পেটে ব্যথা হয়েছিল ! (ব্যঙ্গ করিয়া) তোমার মাথা হয়েছিল। যত সব দায়িত্বজ্ঞান শূন্য লোক এসে জুটেছে এখানে। পেটে ব্যথা করবার আর সময় পেলে না ?

নরেন। আজ্ঞে, সত্যি সত্যি ব্যথা হয়েছিল।

পরেশ। (নরম হইয়া) হুঁ। (ঝড়ুকে) এক গেলাস জল নিয়ে আয় তো।

ঝড়ুর প্রস্থান এবং এক গেলাস জল লইয়া পুনঃ প্রবেশ। ইত্যবসরে পরেশ দেরাজ হইতে এক শিশি শাদা পাউডার বাহির করিল এবং গেলাসে কিছুটা ঢালিয়া দিয়া গেলাস ধরিয়া নরেনের কাছে আসিল।

খেয়ে নাও। পেট ব্যথা এক্ষুণি সেরে যাবে।

নরেন। ব্যথা আর নেই স্যর।

পরেশ। তবু খেয়ে নাও। এটা খেলে আর কখনও পেটে ব্যথা হবে না।

নরেন। (ইতস্ততঃ করিয়া) ওটা খেতেই হবে ?

পরেশ। হ্যাঁ, এটা একটা লিভার টনিক। তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও।

নরেন। (গেলাস হাতে লইয়া মুখ কাচুমাচু করিয়া) বাইরে নিয়ে খেলে হয় না স্যর ?

ঝড়ু অলক্ষ্যে হাসিল

পরেশ। না হবে না। বড্ড তার্কিক হয়েছ তুমি। আমার সামনে খেতে হবে।

নরেন। (কাঁদ কাঁদ ভাবে) সবটা খেতে হবে ?

পরেশ। হ্যাঁ, সবটাই খেতে হবে।

নরেন সবটা খাইয়া মুখ বিকৃত করিল

নরেন। ওঃ বাবা ! এ যে কুইনিন্।

পরেশ। (হাসিয়া) যাও, মুখ ধুয়ে এস। আর যেন পেটে ব্যথা না হয়।

নরেনের প্রস্থান

(ঝড়ুকে) তোকে কি বলছিলাম ? হ্যাঁ, দু'বছরে কি করে হোটেলের মালিক হ'লাম ? যেদিন পারুলের বিয়ে হয়ে গেল, সেদিন থেকে আমি নতুন মানুষ হয়ে গেছি। (ঝড়ু হাঁ করিয়া তাকাইল। পরেশ চিন্তা করিতে লাগিল।) হাঁ করে তাকিয়ে আছিস কেন ? পারুল, আমাদের পারুল, সেই যে, ম-ম-মহেন্দ্রবাবুর মেয়ে যার সঙ্গে বিজয়ের বিয়ে হ'ল, তার কথা তোর মনে নেই ?

ঝড়ু। আছে হুজুর। রোজ শুনছি, ভুলব কেমন করে ?

পরেশ। রোজ শুনছিস ?

ঝড়ু। আজ্ঞে হ্যাঁ।

পরেশ। কাল শুনেছিস ?

ঝড়ু। আজ্ঞে হ্যাঁ।

পরেশ। পরশু ?

ঝড়ু। আজ্ঞে হ্যাঁ। আজ দুবছর থেকে রোজই আপনি একবার দুবার বলছেন, আমিও রোজই একবার দুবার শুনছি।

পরেশ। (গর্ব্বের সহিত হাসিয়া) রোজই শুনছিস্ ! খুব ভাল মেয়ে, নারে ?

ঝড়ু। (কাঁদ কাঁদ ভাবে) আজ্ঞে হ্যাঁ, আবার এখানে আসবে না হুজুর?

পরেশ। (চিন্তা করিয়া মর্ম্মবেদনার সহিত) আসবে। নিশ্চয় আসবে। মাষ্টারমশাই বলেছেন—সে আসবে। (চিন্তিত হইল)

এক পা দুই পা করিয়া ঝড়ুর প্রস্থান। নরেন নিরীহ মেষের মত ঘরে প্রবেশ করিয়া স্বস্থানে বসিল। পরেশ তাহাকে দেখিয়া পুনরায় কর্ম্মব্যস্ত হইল।

নরেন, বড় একজন জমিদার আসছেন বাইশ নম্বর সুইট্‌এ। তুমি এক্ষুনি নিজে দেখে এস আসবাব পত্র ঠিকমত সাজানো আছে কিনা এবং পরিষ্কার করা হয়েছে কিনা। যাও।

(নরেনের প্রস্থান। পরেশ সভয়ে এদিক ওদিক চাহিয়া নিজের টেবিলের দেরাজ হইতে পারুলের একটি ফটোগ্রাফ বাহির করিয়া অপলক দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিল।)

মা! আর কতদিন? আর কতদিন?

(তাহার চোখে জল। ঝড়ুর প্রবেশ। শব্দ শুনিয়া পরেশ চমকাইল।)

কে?……ওঃ তুই।

ঝড়ু। মাষ্টার মশাইর ঘর ঠিক করব? ওর তো আজকেই ফিরে আসবার কথা।

পরেশ। তাই তো। উনি তো আজকেই আসবেন। এই একমাস উনি যে পারুলদের বাড়ীতে ছিলেন। নরেন! নরেন! ঝড়ু, নরেনবাবুকে শীগ্‌গির ডাক।

(ঝড়ুর প্রস্থান। পরেশ ফটোগ্রাফ দেরাজে রাখিল। ঝড়ু এবং নরেনের প্রবেশ।)

নরেন, মাষ্টার মশাই ক'টার গাড়ীতে আসবেন লিখেছিলেন?

নরেন। উনি, মাদ্রাজ ছেড়েছেন কয়েকদিন আগে। রাস্তায় কয়েক জায়গায় থেমে আজকে আটটার গাড়ীতে ফিরবেন।

পরেশ। আটটা! (হাতঘড়ি দেখিয়া) ঝড়ু, হোটেলের গাড়ী ষ্টেশনে পাঠিয়ে দে। ড্রাইভারকে বলে দিয়ে আয় যেন এক্ষুনি ষ্টেশনে যায়।

(ঝড়ু যখন দরজার কাছে গিয়াছে তখন—)

ড্রাইভারকে বল্‌বি যেন ভুল না হয়। যত সব দায়িত্বজ্ঞান-শূন্য লোক নিয়ে পড়েছি।

(ঝড়ুর প্রস্থান। নরেন কাজে মন দিল। পরেশ স্বস্থানে আসিয়া চুপি চুপি দেরাজ খুলিয়া আড় চোখে তন্মধ্যে তাকাইয়া পুলকিত ভাবে পারুলের ছবি দেখিতে লাগিল।)

নরেন। স্যর!

(পরেশ চমকাইয়া এক ধাক্কায় দেরাজ বন্ধ করিল।)

পরেশ। বার বার বিরক্ত করছ কেন? কি হয়েছে?

নরেন। স্যর, হিসাবের বইটা একবার দেখলে হ'ত না? ইন্‌কাম্‌-ট্যাক্স দিতে হবে সামনের মাসে।

পরেশ। (হাসিয়া) ইন্‌কাম ট্যাক্স! কত টাকা লাভ হ'ল এবার নরেন?

নরেন। প্রায় বিশ হাজার টাকা।

পরেশ। (আনন্দের সহিত হাসিয়া) হো-হো-হো-হো। তার মানে পাঁচ বছরে এক লাখ টাকা। নরেন, আমি বালিগঞ্জে এক বিঘা জমি কিনে তার উপর মস্ত বড় একটা বাড়ি তৈরি করব। সামনে থাকবে সুন্দর একটি ফুলের বাগান। (আবেগের সহিত) সেই বাগানের একধারে একটা বকুলগাছের চারা আমি নিজের হাতে পুত্‌ব—। দেখতে দেখতে বকুলগাছ মস্ত বড় হবে। তখন তার ডালাতে আমি নিজের হাতে

দোলনা বানিয়ে দেবো। বকুল গাছের ছায়াতে সেই দোলনাতে বসে আমার নাতিনাত্‌নীরা সব দুলবে আর তাই দেখে দেখে আমার অবশিষ্ট দিনগুলি ফুরিয়ে যাবে। (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া) তাদের কথা ভেবে আমার গায়ে হাজার হাতীর জোর এসেছে, নরেন, তাই আমি আজ এত বড় একটা হোটেলের মালিক।

নরেন। (বিস্ময়ে চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া) আপনার নাতি নাত্‌নী!

পরেশ। (নিজের কথার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া, কথাটা হাসিয়া উড়াইবার চেষ্টা করিয়া) হেঁ-হেঁ-হেঁ, আমার নয়, আমার নয়। ওটা ভুল বলেছি নরেন। কি জান? আমার ঐ রকম ইচ্ছে হয়, মানে, যদি আমার মেয়ে আজ আমার কাছে থাকৃত তাহলে নাতি নাত্‌নী ত' হ'ত।

নরেন। আপনার মেয়ে তো কবে মরে গিয়েছে শুনেছি।

পরেশ। আঃ, হা, হা, হা। মরবে কেন? মরবে কেন? (ইতস্ততঃ করিয়া) মা আমার দীর্ঘজীবী হো'ক। যাক্ তোমার ওসব কথা শুনে দরকার নাই। তুমি তোমার নিজের কাজ কর। দেখি, তোমার হিসাবের খাতা দেখি। নিয়ে এস এখানে।

নরেন। (হিসাবের খাতাপত্র গুছাইতে গুছাইতে) স্যর, আপনার মেয়ের নাম কি পারুল?

পরেশ। (চমকাইয়া সন্দেহের সহিত তাকাইল।) কোন্ পারুল?

নরেন। যার নামে এই হোটেল করেছেন।

পরেশ। (চটিয়া) কার নামে হোটেল করেছি তার খোঁজে তোমার দরকার নেই নরেন। মাসকাবারে মাইনে পাচ্ছ, মুখ বুজে কাজ করে যাও।

নরেন। আমাদের পুরাণো হোটেলে পারুল বলে একটি মেয়ে ছিল কিনা তাই ভাবছিলাম।

পরেশ। (যেন পারুলের নামও শুনে নাই এইরূপ ভাণ করিয়া) পুরাণো হোটেলে পারুল !

নরেন। হ্যাঁ, সেই যে মহেন্দ্রবাবুর মেয়ে, যার সঙ্গে বিজয় বাবুর বিয়ে হ'ল। আপনি বিয়েতে আমাদের সকলকে কত মিষ্টি খাওয়ালেন।

পরেশ। ওঃ মনে পড়েছে। পারুল! হাঁ, সেই মেয়েটির নামও তো পারুলই ছিল বটে। আমি তোমাদের মিষ্টি খাইয়েছিলুম, না? হুঁ মনে পড়েছে এবার। খুব ভাল মেয়ে ছিল, না?

নরেন। (হিসাবের খাতা লইয়া পরেশের টেবিলে আসিয়া) হাঁ, মন্দ নয়, কিন্তু······

পরেশ। (চটিয়া) মন্দ নয়! এত ভাল মেয়েকে তুমি বলছ মন্দ নয়!

নরেন। হ্যাঁ, মানে বুদ্ধিশুদ্ধি একটু কম, নইলে এত লোক থাকতে বিজয় বাবুকে বিয়ে করে? চাল নেই চুলো নেই, অমন ডাক্তারকে ডাকবে কে?

পরেশ। (অপরিমিত ক্রোধে দাঁত চাপিয়া) নরেন, আমার ইচ্ছে করছে তোমার কাণ দুটোকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করি।

নরেন। (ভয়ে পিছু হটিয়া) কেন?

পরেশ। (চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া) ফের তর্ক করছ?

নরেন। (ভয়ে চীৎকার করিয়া) ঝড়ু! ঝড়ু! বাবুর মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে। ঝড়ু! ঝড়ু!

বেগে ঝড়ুর প্রবেশ

ঝড়ু। (পরেশের কাছে আসিয়া দুই হাত দিয়া তাহাকে বাধা দিয়া) হুজুর!

পরেশ। এই লক্ষ্মীছাড়াটা বলছে পারুলের বুদ্ধিশুদ্ধি নেই।

নরেন। আমি আপনার মেয়ে পারুলের কথা বলিনি স্তর। আমি বলেছি ম-ম-মহেন্দ্রবাবুর মেয়ে পারুলের কথা।

পরেশ। (চীৎকার করিয়া) চুপ কর বেয়াদব, পারুল মহেন্দ্রের মেয়ে নয়।

ঝড়ু। (বাধা দিয়া) হুজুর!

পরেশ নির্ব্বাক্ আস্ফালন করিতে লাগিল। ঝড়ু নরেনকে বলিল—

আপনি বাবু নাছোড় বান্দা। বলতে পারেন না ঘাট হয়েছে? যান আপনি এখন বাইরে যান।

নরেনকে ঠেলিয়া বাহিরে লইয়া গেল

পরেশ। আমার চীৎকার করে বলতে ইচ্ছে করছে পারুল মহেন্দ্রের মেয়ে নয়, সে আর কারুর মেয়ে নয়, সে আমারই মেয়ে। ওরা তাকে চুরি করে নিয়েছে, আমার বুক থেকে তাকে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছে। যেই হাত দুটো দিয়ে ওদের হৃদয়কে ছিঁড়ে ফেলা উচিত ছিল সেই হাত দুটো দিয়ে আমি নিজের হৃদয়কে নিষ্পেষিত করেছি। আমি দুর্ব্বল তাই সন্তানের কাছে তার জননীর ব্যভিচারের মূর্ত্তি আমি খুলে ধরতে পারিনি। পরাশর! তোমার সংস্কার দিয়ে আমার হৃদয়কে তুমি শৃঙ্খলিত করেছ। তুমি এবার তাকে মুক্ত করে দাও, মুক্ত করে দাও। আমি অবিচার করেছি। ওরে হৃদয়! আমি তোর উপরে অবিচার করেছি। তুই ছুটে যা, শৃঙ্খল ভেঙ্গে উল্কার মত তুই ছুটে যা তোর সন্তানের বুকে।

পরেশ দুঃখে অভিভূত হইয়া কাঁদিতে লাগিল

কেন শুনবি নিষেধ? ওদের হৃদয় কি শুনেছিল? ধর্ম্মের নিষেধ, নীতির নিষেধ, সত্যের নিষেধ কি ওরা শুনেছিল? ওদের হৃদয় সমস্ত নিষেধগুলোকে ধূলিসাৎ করেছিল। তুইও তাদের ধূলিসাৎ করে আত্ম প্রতিষ্ঠা কর। সমস্ত সংস্কারগুলোকে চূর্ণ করে তুই আকাশে ছড়িয়ে দে, তারা ধুলো হয়ে যাক্। ভগবান্! ধুলো হ'য়ে যাক্ তোমার বিশ্বসংসার, আমার হৃদয়কে তুমি মুক্তি দাও, আমার সন্তানকে তুমি ফিরিয়ে দাও।

পরেশ পুনরায় দুঃখে অভিভূত হইল। গোয়েন্দা অবিনাশের প্রবেশ।
তাহার চোখ তীব্র এবং চঞ্চল। লম্বা ছিপছিপে চেহারা।
গায়ে কাল রংয়ের চুড়িদার পাঞ্জাবি হাঁটু পর্য্যন্ত লম্বা।
মুখের চেহারা অস্থি চর্ম্মসার কঙ্কালের মত, দেখিলে
ভয় হয়। হাসিলে দুইপাটি দাঁত সম্পূর্ণ দেখা
যায়। পরেশের মনোযোগ আকর্ষণ করিবার
জন্য সে কাশিল। তাহার মুখে ক্রুর হাসি।

পরেশ। (চমকাইয়া) কে?

অবিনাশ। (নিঃশব্দে হাসিয়া) আমায় চিনতে পারছেন না?

পরেশ। (সভয়ে) তুমি? অবিনাশ গোয়েন্দা!

অবিনাশ। আজ্ঞে হাঁ। আমি অবিনাশ গোয়েন্দা।

পরেশ। তুমি এখানে কেন?

অবিনাশ। এত বড় একটা হোটেল করেছেন, তাই দেখতে এলাম।

পরেশ। তুমি চলে যাও। তোমাকে আমার আর দরকার নেই।

অবিনাশ। কিন্তু আমার পারিশ্রমিক?

পরেশ। (চটিয়া) তোমাকে অনেক পারিশ্রমিক আমি দিয়েছি। দশ বছর ধরে আমার মাইনের সব টাকা তোমাকে দিয়েছিলাম আমার স্ত্রীকে খুঁজে বের করতে কিন্তু ফল কিছু হয় নি।

অবিনাশ। ফল কি আর একদিনে পাওয়া যায় পরেশবাবু? সবুর করতে হয়। আমাকেও সবুর করতে হ'য়েছিল। কিন্তু আজ আমি সফল হয়েছি।

পরেশ। (চমকাইয়া) তার মানে?

অবিনাশ। তার মানে আমি আপনার স্ত্রী এবং মেয়েকে খুঁজে পেয়েছি।

পরেশ। (ইতস্ততঃ করিয়া) তাদের খোঁজে আমার আর কোন প্রয়োজন নেই।

অবিনাশ। (তীব্রভাবে) কিন্তু আমার প্রয়োজন আছে।

পরেশ। (সভয়ে) তোমার প্রয়োজন ?

অবিনাশ। হ্যাঁ আমার প্রয়োজন। আমার পারিশ্রমিক আমি চাই।

পরেশ। তোমার পারিশ্রমিক ?

কিঞ্চিৎ ছটফট্ করিয়া মনস্থির করিল। টেবিলের দেরাজ খুলিয়া কিছু টাকা বাহির করিয়া

আচ্ছা, এই নাও দুশ' টাকা।

টেবিলের উপর টাকা রাখিল।

অবিনাশ। (ক্রূরভাবে হাসিয়া) হেঁ-হেঁ হেঁ-হেঁ। দুশ' টাকা! (তীব্রভাবে) দুহাজার দিলেও নয় পরেশ বাবু। আরও অনেক বেশী ঊর্দ্ধে উঠতে হবে। হেঁ-হেঁ-হেঁ-হেঁ।

পরেশ। তার মানে তুমি আমাকে ভয় দেখাচ্ছ ?

অবিনাশ। হ্যাঁ, আমি ভয়ই দেখাচ্ছি।

পরেশ। (চীৎকার করিয়া) তোমাকে আমি পুলিশে দেব।

অবিনাশ। হেঁ-হেঁ-হেঁ-হেঁ। পুলিশে তো দেবেন কিন্তু তারপর ?

পরেশ পুনরায় ভীত হইল

আপনার মেয়ের কি উপায় হবে সেই কথা ভেবেছেন ?

পরেশ চমকাইয়া নিজের হাত কামড়াইল এবং সভয়ে অবিনাশের দিকে চাহিয়া রহিল

হেঁ-হেঁ-হেঁ-হেঁ। (তীব্রভাবে) শুনুন পরেশ বাবু, আপনার স্ত্রী যার সঙ্গে বেরিয়ে গিয়েছিল তার নাম মহেন্দ্রবাবু। সে এখন মাদ্রাজে থাকে। ব্যবসা ক'রে কয়েক লাখ টাকার মালিক সে হয়েছে। আপনার স্ত্রী তার সঙ্গে এখনও বসবাস করে। সকলে জানে যে সে মহেন্দ্রবাবুরই স্ত্রী। তাদের একটি মেয়েও হয়েছে। আপনার মেয়ে

এবং মহেন্দ্রবাবুর মেয়ে এদের দুজনেরই দুটি ভদ্রসন্তানের সঙ্গে বিয়েও হয়েছে। (ঠাট্টা করিয়া) বলা বাহুল্য যে জামাই দুটি জানেন না—তাদের শ্বাশুরি কোন্ চিজ।

পরেশ। তোমার মৎলবটা কি?

অবিনাশ। হা-হা-হা-হা। আপনি বড্ড সরল প্রকৃতির লোক। আমার উদ্দেশ্য মহৎ, হেঁ-হেঁ-হেঁ-হেঁ, উপযুক্ত পারিশ্রমিক পেলে তাদের শ্বশুর শ্বাশুরির প্রকৃত পরিচয়টা আমার পেটের মধ্যেই থেকে যাবে নতুবা (দুই হাত ছড়াইয়া ব্যঙ্গ করিয়া) সব ফাঁক। হা-হা-হা-হা।

পরেশ। (কপালের ঘাম মুছিয়া) তার মানে তুমি সব কথা বলে দেবে?

অবিনাশ। আজ্ঞে হ্যাঁ।

পরেশ। (সব কথা প্রকাশ হইলে পারুলকে ফিরিয়া পাইবে এই আশায় পুলকিত হইয়া) সত্যি বলছ, তুমি সব কথা বলে দেবে?

অবিনাশ। (চিন্তিত হইয়া) হাঁ, টাকা না পেলে ব'লে দেব।

পরেশ। (খপ্ করিয়া টেবিল হইতে টাকা উঠাইল। চেষ্টা করিয়াও অবিনাশ টাকা ধরিতে পারিল না।) হা-হা-হা-হা। তুমি ব'লে দাও। (টাকা দেরাজে বন্ধ করিয়া) পৃথিবীর সকল লোক ডেকে তুমি তাদের ব'লে দাও, অবিনাশ গোয়েন্দা, কিন্তু টাকা তুমি পাবে না।

অবিনাশ। আপনি তাহ'লে চান যে আমি সব কথা বলে দি?

পরেশ। হ্যাঁ, আমি তাই চাই, আমি তাই চাই শয়তান! তুমি সব কথা বলে দাও। আমার মেয়ে জানে না যে আমি তার বাপ, তুমি তাকে ব'লে দাও। সে চলে আসুক আমার বুকে। বুকের কাছে পেয়েও আমি তাকে বলতে পারি নি অবিনাশ। সন্তানের কাছে তার মার ব্যভিচারের কথা বলতে আমার জিহ্বা আড়ষ্ট হ'য়ে গিয়েছিল। (উল্লাসের সহিত) কিন্তু আজ আমি তোমাকে পেয়েছি। তুমি শয়তান,

তোমার কোনও সংস্কার নেই। তোমার ধর্ম্ম নেই, নীতি নেই, বিবেক নেই, তুমি মুক্ত। তুমি ঝড়ের মত আগুণ লাগিয়ে দাও। তুমি বলে দাও সকলকে এই একযুগ ধ'রে কি অত্যাচার আমি সহ্য করেছি, কি মর্ম্মবেদনায় আমার বুকের হাড়গুলো সব ভেঙ্গে গিয়েছে। এতদিন আমি সহ্য করেছি। আমার হৃদয় ছুটে চলে যেতে চেয়েছে আমার সন্তানের কাছে। যত বাধা, যত বিঘ্ন আছে তাদের সকলকে চূর্ণ বিচূর্ণ করতে চেয়েছে সে। আমি তাকে মৃত্যুর মত নিষ্ঠুর হ'য়ে বন্ধ করেছি কারাগারে। কিন্তু আর নয়। (উল্লাসের সহিত) আজ আমি তোমাকে পেয়েছি—হা-হা-হা-হা। তুমি শয়তান, তোমার সংস্কার নেই, দয়া নেই, মায়া নেই, মমতা নেই। তুমি আগুণ লাগিয়ে দাও। চতুর্দ্দিকে তুমি অগ্নিবৃষ্টি কর। ছাই হয়ে যাক্ সমাজ আর সংস্কার, ধ্বংস হ'য়ে যাক্ সব মান আর অহঙ্কার। যাকে হৃদয় দিয়ে সৃষ্টি করেছি সে আমার হৃদয়ে ফিরে আসুক, ফিরে আসুক।

পরেশ টেবিলে মাথা রাখিয়া কাঁদিতে লাগিল। অবিনাশ কিছুই বুঝিতে না পারিয়া ইতস্ততঃ করিয়া বাহিরে গেল। গান করিতে করিতে জনৈক ভিখারী বৈরাগীর প্রবেশ।

—গান—

ও নিঠুর, ভেঙ্গোনা, ভেঙ্গোনা, ভেঙ্গোনা।
হৃদয় আমার টুটলো বুঝি হায়।
ও নিঠুর, নিঠুর হে,
ব্যথা দিওনা, দিওনা, দিও না।
হৃদয় আমার সইতে নাহি চায়।

সব দিয়েছি, নিঠুর হে,
দিয়েছি মোর হৃদয় রতন।
মন করেছি
এবার আমি যাব বৃন্দাবন।
ও নিঠুর, নিঠুর হে,
ভিক্ষাঝুলি ল'য়ে এবার যাব বৃন্দাবন।
নাম শোনাব সকল দেশে গাঁয়
বলব সবায় তোমার মতন
এমন দয়াল নাই।
ও নিঠুর, নিঠুর হে,
এমন দয়াল নাই।
আমায় এখন মারলে পরে
নাম নিতে কেউ রইবে না, রইবে না, রইবে না।
ও নিঠুর, ভেঙ্গোনা, ভেঙ্গোনা, ভেঙ্গোনা॥

পরেশের অবস্থা দেখিয়া বৈরাগী ইতস্তত: করিয়া দরজার কাছে গেল এবং গলা উঁচু করিয়া দেখিল কোন ভৃত্য আছে কি না। কাহাকেও না দেখিয়া ভৃত্যের খোঁজে বাহিরে গেল। এমন সময় টেলিফোনের শব্দ। দুই তিনবার শব্দ হওয়ার পর পরেশ মুখ তুলিয়া চাহিল, কিন্তু যেন কিছুরই প্রয়োজনীয়তা নাই এইরূপ ভাব দেখাইয়া পুনরায় টেবিলে মাথা রাখিল। এক সঙ্গে বৈরাগী, ঝড়ু এবং নরেনের প্রবেশ। সকলেই উদ্বিগ্ন। নরেন একবার পরেশের কাছে আসিয়া ডাকিতে ইচ্ছা করিল, কিন্তু না ডাকিয়াই টেলিফোন ধরিতে গেল।

নরেন। (আস্তে) হ্যালো···আজ্ঞে হাঁ, এটাই পারুল হোটেল।···আজ্ঞে না, আফিস খোলাই আছে, আমরা অন্যত্র একটু ব্যস্ত ছিলাম তাই ধরতে দেরী হয়েছে।

সে ঝড়ুকে ইসারা করিল পরেশকে ডাকিতে।

···আজ্ঞে, আমি এখানকার কেরাণী···এ-এ-এ-আচ্ছা ডেকে দিচ্চি।

ঝড়ুকে পুনরায় ইঙ্গিত করিল। ঝড়ু পরেশকে ডাকিতে সাহস করিল না।

···এ-এ-এ মশায়ের কি প্রয়োজন ?···আজ্ঞে হ্যা, পরেশবাবু আস্ছেন··· আজ্ঞে, হ্যাঁ, খবর দিয়েছি, ওঁর একটু দেরী হবে···আঃ, বলেছি তো খবর দিয়েছি···হাঁ (বিরক্ত হইয়া) এ-এ-এ উনি একটা বিশেষ প্রয়োজনে বাথরুমে গিয়েছেন।···(চটিয়া) হাঁ মশাই, বাথরুমে গিয়েছেন। কি বিপদেই পড়েছি।···হাঁ, হাঁ, দেরী যে হবে তাতো বুঝতেই পাচ্ছেন। কত আর খুলে বলব মশাই ?···বলেছি তো আমি তার কেরাণী, কি চাই বলুন না·· ওঃ এই কথা। (একহাতে কপালের ঘাম মুছিয়া) ঘর চাই ? সেই কথা বললেই তো হ'ত।···আচ্ছা দাঁড়ান।

টেলিফোনের মুখ হাত দিয়া ঢাকিয়া

স্যর ! স্যর !

পরেশ। (মুখ তুলিয়া) বলে দাও ঘর খালি নেই।

পরেশ আবার টেবিলে মুখ ঢাকিল। ঝড়ু নরেনকে হাত নাড়িয়া নিষেধ করিল যেন "ঘর খালি নাই" বলে না।

নরেন। হ্যালো, হ্যালো···(ভয়ে ভয়ে পরেশের দিকে তাকাইয়া) হাঁ, ঘ-ঘর খালি আছে। আপনি আসুন।

পরেশ রক্তচক্ষু করিয়া নরেনের দিকে তাকাইল। নরেন টেলিফোন রাখিয়া পরেশের দিকে ভয়ে ভয়ে তাকাইল।

পরেশ। আমি বল্লাম'ঘর খালি নেই, তবু তুমি আসতে বল্লে ?

নরেন। (কাঁদ কাঁদ ভাবে) ঘর তো রয়েছে স্যর।

পরেশ। (চীৎকার করিয়া) আমি বলেছি নেই। আমার হোটেল আমি তুলে দেব। কালই আমি হোটেল বন্ধ করে দেব।

নরেন। (কাঁদ কাঁদ ভাবে) এত খেটে খুটে হোটেলটা করলেন, এখন রাগ ক'রে সব নষ্ট করবেন ?

পরেশ। হ্যাঁ, আমি নষ্ট করব। আমার জিনিষ আমি নষ্ট করব। তোমার তাতে কি ?

নরেন। (অভিমানের সহিত) বেশ! এই দুর্দ্দিনে আমরা তা হ'লে না খেয়েই মরি।

পরেশ বিচলিত হইয়া ঝড়ু এবং বৈরাগীর দিকে তাকাইল।

বৈরাগী। (হাসিয়া) দুটো ভিক্ষে দাও বাবা। একটু বেশী ক'রে দিও আজ। কাপড় চোপড় মোটেই নেই।

পূজারি ব্রাহ্মণের প্রবেশ। তাহার হাতে গঙ্গাজলের কমণ্ডলু এবং তুলসীপাতা। ঝড়ু তাহার কাণে কাণে কি বলিল। পূজারি উৎকণ্ঠিত হইল।

পূজারি। তুমি হোটেল তুলে দেবে বাবা ?

পরেশ উত্তর না করিয়া মুখ ফিরাইল।

তোমাকে কি বলব বাবা, সবই অদৃষ্ট। তোমার অনুগ্রহে ছেলে মেয়ে-গুলো দুটো খেতে পাচ্ছিল, কিন্তু ভগবানের ইচ্ছে নয়। যাক্ ভেবে লাভ নেই। তুমি আমি তো নিমিত্ত মাত্র। পতিত পাবনী মাগো আমাদের উদ্ধার কর, উদ্ধার কর।

সে চতুর্দ্দিকে গঙ্গাজল ছিটাইতে লাগিল। পরেশের মাথায় গঙ্গাজল ছিটাইয়া

আমি বুঝতে পারছি বাবা, তুমিও দুঃখী। ভগবান তোমাকে শান্তি

দিন। দুর্গে, দুর্গতিহারিণী মাগো, সকল চিন্তা থেকে আমাদের উদ্ধার কর, উদ্ধার কর। প্রস্থান

পরেশ দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়িল। পুনরায় টেলিফোনের শব্দ। নরেন ইতস্ততঃ করিয়া টেলিফোনের দিকে চলিল।

পরেশ। দাঁড়াও, আমিই কথা বলছি। (টেলিফোন ধরিয়া) হ্যালো,··· হাঁ, এটাই পারুল হোটেল।···আমি তার মালিক পরেশ বাবু।······হাঁ, ভাল ঘর খালি আছে।···হাঁ, পাবেন, আমাদের নিজেদের গাড়ী আছে, যেখানে খুশি যেতে পারবেন। আচ্ছা আসুন।

বাবাজি!

বৈরাগী। (কাছে আসিয়া হাসিয়া) বাবা!

পরেশ। দশ টাকায় হবে তো?

বৈরাগী। (হাসিয়া) খুব হবে বাবা। শুধু তো একখানা ধূতি আর একখানা চাদর কিনব। কিছু কমই দাও না বাবা।

পরেশ। না, না এই দশটাকাই নিন। দুই একখানা বেশী না হয় কিনবেন।

বৈরাগী। (হাসিয়া) আমি বৈরাগী বাবা। আমাকে লোভ করতে নেই। আচ্ছা দাও। কত লোক রয়েছে কাপড় কিনতে পায় না, তাদের দিয়ে দেব। (টাকা লইয়া ইতস্ততঃ করিয়া) বাবা, মানুষের মন স্বভাবতঃই চঞ্চল। তাকে লাগাম টেনে রাখতে হয়, নইলে গন্তব্য স্থানে পৌঁছানো যায় না, ছুটাছুটিই সার হয়।

পরেশ অবাক্ হইয়া তাহার দিকে চাহিল।
বৈরাগী ঈষৎ হাসিল।

কথাটাকে ভেবে দেখো বাবা। (প্রস্থান)

পরেশ। আর সবাই হাওয়ায় উড়ে চলবে শুধু আমি চলব লাগাম টেনে। (দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া) নরেন, তোমার হিসাব নিয়ে এস।

নরেন হিসাবের বই লইয়া আসিল,
পরেশ দেখিতে লাগিল।

বাইশ নম্বর স্যুইট ঠিক আছে তো ?

নরেন। আজ্ঞে হাঁ।

পরেশ। খাট টেবিল সব ঠিক আছে ?

নরেন। আজ্ঞে হাঁ। মিস্তিরিকে বলে দিয়েছি জলের কলটল সব ঠিক আছে কিনা—দেখতে।

পরেশ। (হঠাৎ মুখ তুলিয়া) নরেন তুমি বিয়ে করেছ ?

নরেন। (চমকাইয়া) আ—আজ্ঞে না তো।

পরেশ। যদি বিয়ে কর তো আমাকে খবর দিও। আমি তোমার মাইনে বাড়িয়ে দেব।

নরেন। (খুসি হইয়া) আমি বাবাকে লিখি তা হ'লে ?

পরেশ। লিখতে পার কিন্তু বিয়ে না করাই ভাল।

নরেন। (বিষণ্ণ হইয়া) আ—আজ্ঞে হ্যাঁ স্যর।

পরেশ। কিন্তু যদি বিয়ে কর তা হ'লে তোমার স্ত্রীকে তুমি ভালবেস না।

নরেন। আজ্ঞে না স্যর।

পরেশ। (আবেগের সহিত) তুমি ভালবাসলেই তোমাকে সে ঠকাবে কিন্তু তুমি তাকে ঠকাতে পারবে না কারণ তুমি ভালবাস।

নরেন। আজ্ঞে হ্যাঁ স্যর।

পরেশ। তারপর যেদিন সে পালিয়ে চ'লে যাবে সেদিন তুমি কিছুই করতে পারবে না।

নরেন। পালিয়ে যাবে ! আপনি বলছেন কি ?

পরেশ। (আবেগের সহিত) হাঁ, তারা পালিয়ে চলে যায়, নরেন, তারা পালিয়েই চলে যায়। কিন্তু তুমি কিছুই করতে পারবে না কারণ তুমি ভালবাস। তোমার মেয়েকে সে চুরি করে নিয়ে গেলেও তুমি তাকে ফিরিয়ে আনতে পারবে না কারণ তুমি ভালবাস।

নরেন। (বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে) আজ্ঞে হাঁ স্যর।

কোলাহল করিতে করিতে তিমিরের প্রবেশ।
পশ্চাতে বিমর্ষ ভাবে যোগেন।

তিমির। হিপ, হিপ, হুররে ! হিপ, হিপ, হুররে ! থ্রি চীয়ার্স ফর পরেশবাবু। হিপ, হিপ, হুররে !

পরেশ। (বিরক্তির সহিত) চ্যাচাচ্ছ কেন ? ব্যাপার কি ?

তিমির। চ্যাঁচাব না ! তোমার যে বউকে খুঁজে পাওয়া গিয়েছে দাদা। হিপ, হিপ, হুররে !

তীব্রভাবে তাকাইয়া পরেশ উঠিয়া দাঁড়াইল

যোগেন। চ্যাঁচাচ্ছেন কেন মশাই ? এটা কি ঢাক পিটিয়ে বলবার মত কথা ?

তিমির। তুমি বলছ কি হে ছোকরা ? গোয়াল থেকে গরু পালিয়ে গেল। কয়েকটি বাচ্চা নিয়ে সে আমার ফিরেও আসছে, আমি ফূর্ত্তি করব না ? হেঁ-হেঁ-হেঁ-হেঁ।

নরেন। (রাগের সহিত) তিমির বাবু। মাৎলামোরও একটা সীমা আছে।

তিমির। (হঠাৎ গম্ভীর হইয়া) কে বললে সীমা আছে ? তুমি যতই মদের মধ্যে ডুববে ততই নতুন নতুন জিনিষ দেখতে পাবে। হেঁ-হেঁ-হেঁ-হেঁ।

পরেশ। (ক্রোধে তাহার বাক্‌রোধ হইবার উপক্রম হইল। কাছে আসিয়া) তিমির বাবু, তুমি কোথায় শুনলে ?

তিমির। (সভয়ে) তুমি চট্‌ছ কেন দাদা ? যে বলেছে সে তো বাইরেই রয়েছে।

পরেশ। কি বলেছে সে ?

যোগেন। সে বিশেষ কিছু বলে নি পরেশ বাবু। আপনি অস্থির হবেন না।

তিমির। আলবৎ বলেছে সে। বলেছে যে তোমার স্ত্রী এখন লক্ষ্ণৌতে নামকরা একজন বাইজি হয়েছে। (নৃত্যের ভঙ্গী করিল।) হেঁ-হেঁ, একবার গিয়ে দেখে এস।

পরেশ। (অবাক্ হইয়া) লক্ষ্ণৌতে বাইজি ! (সভয়ে) আমার মেয়ের সম্বন্ধে কি বলেছে সে ?

তিমির। বলেছে, সেও – সেও—সেও……

পরেশ। (দুই হাত তুলিয়া মারিবার জন্য উদ্যত) তিমিরবাবু। তোমার জিভ টেনে ছিঁড়ে ফেলব আমি।

তিমির। (প্রাণভয়ে) আমার কোনও দোষ নেই। আমার কোনও দোষ নেই। আমি সেই লোকটার কাছে শুনেছি, নইলে আমি কি করে জানব যে তোমার মেয়েও বাইজি হয়েছে।

পরেশ। আঃ (তিমিরের গলা টিপিয়া ধরিল।) তোমাকে আজ খুন করে ফেলব।

তিমির। পরেশ বাবু ! যোগেন ! নরেন ! আমাকে বাঁচাও।

পরেশ। তোমাকে কেউ বাঁচাতে পারবে না আজ। যেই জিভ দিয়ে আমার মেয়ের নিন্দা তুমি করেছ সেই জিভ আমি উপড়ে ফেলে দেব।

ঝড়ু। (হাত টানিয়া) হুজুর ! খুন হ'য়ে যাবে যে।

যোগেন এবং নরেনও তাহার হাত ছাড়াইবার চেষ্টা করিতে লাগিল।
এমন সময় অবিনাশের প্রবেশ। সে বিকটভাবে হাসিয়া উঠিল।

অবিনাশ। হা-হা-হা-হা-হা।

পরেশ চমকিত হইয়া তাহার দিকে চাহিল। ভয়ে তার মুখ শুকাইয়া গেল এবং হাত শিথিল হইল। তিমির মুক্ত হইয়া গলায় হাত বুলাইতে লাগিল।

পরেশ। তুমি?

অবিনাশ। হ্যাঁ, আমি।

পরেশ। তুমি বলেছ আমার মেয়েও একটা বাইজি হয়েছে?

অবিনাশ। তা তো হ'তেই পারে। যেমন মা তেমন তো হবে। হেঁ-হেঁ-হেঁ-হেঁ।

পরেশ। উঃ ভগবান্। এ অসহ্য, অসহ্য।

অবিনাশ। (তীক্ষ্ণভাবে) আরও অনেক সইতে হবে আপনাকে। আমার পারিশ্রমিক না পেলে আমি ঢাক পিটিয়ে রাস্তায় রাস্তায় বলে বেড়াব এখনো আসল কথা বলিনি পরেশ বাবু। টাকা না পেলে আপনার মেয়েকে আমি রাস্তায় টেনে নিয়ে আসব।

পরেশ। (চীৎকার করিয়া) আঃ, আর নয়, আর নয়। তোমাকে আমি আর একটি অক্ষরও বলতে দেব না, শয়তান, তোমাকে খুন ক'রে তোমার মুখ আমি বন্ধ করব, তোমার মুখ আমি বন্ধ করব।

পরেশ কাঁপিতে কাঁপিতে হাত বাড়াইয়া অবিনাশের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। অবিনাশ ভীত হইয়া পশ্চাৎ হটিতে লাগিল। অন্যান্য সকলে স্তম্ভিত। এমন সময়, পরাশরের প্রবেশ। সে সোজা ষ্টেশন হইতেআসিয়াছে। পরিধানে ধুতি পাঞ্জাবি, কিন্তু একটি লম্বা ওভারকোট গায়ে আছে। মাথায় উলের টুপি। 'কোথায় হে পরেশ'?

বলিয়া সে হাসিমুখে প্রবেশ করিল। পরেশ
কর্ণপাত করিল না। ঘরে ঢুকিয়াই
পরাশর অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিল এবং
ছুটিয়া যাইয়া পরেশের
হাত ধরিল।

পরাশর। পরেশ! পরেশ!

পরেশ। আমাকে বাধা দিও না তোমরা। আমি অনেক নিষেধ শুনেছি। কিন্তু আর না, আমাকে ছেড়ে দাও।

পরাশর। (অবিনাশ এবং পরেশের মাঝে দাঁড়াইয়া দুই হাত বাড়াইয়া দৃঢ়ভাবে) পরেশ!

পরেশ। (পরাশরের মুখের দিকে তাকাইল। পরাশরের মুখে মৃদু হাসি। রুদ্ধকণ্ঠে পরেশ তাহাকে অভিযোগ জানাইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িল।) তুমি আবার এসেছ আমাকে বাধা দিতে? আমি একবার তোমার কথা শুনে আমার বুকে পাথর চাপা দিয়েছি। তিলে তিলে তুমি আমাকে শ্বাসরোধ ক'রে মেরেছ। আজ এই শয়তান আমার মেয়েকে পথে টেনে আনতে চাইছে। তুমি আর বাধা দিও না। আমি ওকে নিজের হাতে শ্বাসরোধ ক'রে মেরে আমার সন্তানকে আজ মুক্তি দেব, মুক্তি দেব।

পরেশ পরাশরের বাহুসংলগ্ন হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল। পরাশর
তাহাকে সান্ত্বনা দিতে লাগিল। পরাশরের ইঙ্গিতে তিমির,
যোগেন এবং নরেনের প্রস্থান।

পরাশর। তুমি কিছু ভেবো না। আমি সব ব্যবস্থা করছি।

পরাশর ঝড়ুকে ধরিতে ইঙ্গিত করিল। ঝড়ু পরেশকে ধরিয়া বাহিরে
লইয়া গেল। পরাশর ঘুরিয়া অবিনাশের দিকে তীব্রভাবে তাকাইল

কে তুমি?

অবিনাশ। আ-আ-আমি অবিনাশ গোয়েন্দা।

কপালের ঘাম মুছিল।

পরাশর। গোয়েন্দা! ওঃ বুঝেছি। কিন্তু তোমাকে যেন চেনা চেনা মনে হচ্চে।

অবিনাশ। আজ্ঞে হাঁ, আপনাকেও চেনা চেনা মনে হচ্চে। কিছুদিন আগে আমাকে মাদ্রাজে দেখে থাকবেন।

পরাশর। হ্যাঁ, ঠিক হয়েছে। তুমি বুঝি এতদিনে মহেন্দ্রবাবুকে খুঁজে বের করেছ।

অবিনাশ। আজ্ঞে, হাঁ। আপনাকে মহেন্দ্রবাবুর বাড়িতেই দেখেছিলাম। পরেশবাবুর কাছে আমার পারিশ্রমিক চেয়েছিলাম, তাতেই যত গোলমাল।

পরাশর। (হাসিয়া) ওঃ বুঝেছি, বুঝেছি। পারিশ্রমিকটা তোমার মনের মত হয়নি ব'লে তুমি সকলকে ব'লে দেবে ব'লে ভয় দেখিয়েছ, না?

অবিনাশ। আজ্ঞে, ঠিক তা নয়, মানে—মানে···

পরাশর। (ব্যঙ্গ করিয়া) মানেটা খুব সহজ। তুমি ভেবেছ—পরেশ এখন এতবড় একটা হোটেলের মালিক, হাজার হাজার টাকা সে কামাচ্ছে, সুতরাং তোমারও হাজার হাজার টাকা চাই, নতুবা তুমি সব ফাঁক ক'রে দেবে, কেমন?

অবিনাশ। আজ্ঞে, ঠিক তা নয়, মানে ··

পরাশর। আর বলতে হবে না তোমাকে, আমি সব বুঝতে পেরেছি। তোমার বেশ বুদ্ধি আছে দেখতে পাচ্চি। তুমি ক'রে খেতে পারবে। হুঁ আগে বুঝি'—এই হোটেলেই বলতে সুরু করেছ?

অবিনাশ। আমি একটা মিছে কথা বলে ভয় দেখিয়েছি মাত্র।

পরাশর। মিছে কথা?

অবিনাশ। আজ্ঞে হাঁ। পরেশ বাবুর কাছে টাকা চাওয়াতে উনি বল্লেন যে সব কথা প্রকাশ হ'য়ে পড়লে উনি খুসী হবেন।

পরাশর। (অবাক্ হইয়া) খুসী হবেন!

অবিনাশ। আজ্ঞে হাঁ উনি এমন ভাব দেখালেন যেন উনি সত্যি সত্যি খুসী হবেন। বললেন—সব কথা প্রকাশ হ'লে উনি ওর মেয়েকে ফিরিয়ে পাবেন। তাই এমনভাব দেখালেন যে প্রথমটায় আমি প্রায় বিশ্বাসই করে ফেলেছিলাম। কিন্তু আমি অবিনাশ গোয়েন্দা, লোকের পেটের ভেতর থেকে কথা টেনে বের করা আমার পেশা, আমাকে ঠকানো অত সহজ নয়।

পরাশর। তাই তুমি একটি মিছে কথা বল্‌লে বাঃ। কি মিছে কথাটি বললে শুনি?

অবিনাশ। আমি দেখতে চাইলাম ওর মনের ভাবটা কি? তাই হোটেলেরই দুজন ভদ্রলোককে ডেকে বল্লাম যে পরেশ বাবুর স্ত্রীকে আমি খুঁজে পেয়েছি। কিন্তু আসল কথাটা গোপন করে—বল্লাম যে সে এখন লক্ষ্ণৌতে খুব নাম করা বাইজি হয়েছে।

পরাশর। লক্ষ্ণৌতে বাইজি হয়েছে! বাঃ, বাঃ। তারপর?

অবিনাশ। আর বল্লাম—বল্লাম—বল্লাম যে তার মেয়েও একটা বাইজিই হয়েছে।

পরাশর। (তাহার মুখ কালো হইয়া গেল।) তুমি এই কথা বল্‌লে সেই দুজন লোককে?

অবিনাশ। (ভীত হইয়া) হাঁ, আমি বলেছি।

পরাশর। তোমাকে খুন করাই উচিত ছিল দেখতে পাচ্ছি।

অবিনাশ। (উত্তেজিত ভাবে) কেন বলব না আমি? আমার ন্যায্য পাওনা না পেলে নিশ্চয়ই বলব আমি।

পরাশর। তোমাব ন্যাযা পাওনা? আমি দেখ্‌তে পাচ্ছি তোমার ন্যায্য পাওনা তুমি শীগগিরই পাবে।

অবিনাশ। (বুঝিতে না পারিয়া সভয়ে) আপনি কি বলছেন?

পরাশর। (দুর্ব্বোধ্য ভাবে হাসিয়া) ভয় পাচ্ছ বুঝি?

অবিনাশ। আপনি কি করবেন?

পরাশর হঠাৎ টেলিফোন ধরিল।

পরাশর। হ্যালো, হ্যালো।—পুলিশ ষ্টেশন, তাড়াতাড়ি।

অবিনাশ। (ভীত হইয়া) আপনি আমাকে পুলিশে দেবেন?

পরাশর কথা না বলিয়া শুধু হাসিল।

পরাশর বাবু! (কাছে আসিয়া) পরাশর বাবু! আমার কথা শুনুন। কথা শুনুন।

পরাশর। (টেলিফোন রাখিয়া) মনে হচ্চে তুমি পথে এসেছ। কি বলবার আছে বল।

অবিনাশ। (কপালের ঘাম মুছিয়া) আপনি সত্যি সত্যি আমাকে পুলিশে দিতে চান?

পরাশর। (টেলিফোনের দিকে হাত বাড়াইয়া) তোমার বুঝি সন্দেহ হচ্ছে?

অবিনাশ। না-না-না-না।

পরাশর। এখানে তোমার কিছু সুবিধে হবে না। আর একটি কথা কাউকে বলেছ কি দশটি বছরের জন্য তোমাকে শ্রীঘর যেতে হবে।

অবিনাশ। বেশ, 'আমি যাচ্ছি। কিন্তু মহেন্দ্রবাবুর কাছ থেকে আমি এর ডবল আদায় করব।

পরাশর। (প্রথমে চমকাইল কিন্তু মুহূর্ত্তের মধ্যেই আত্মসংবরণ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল।) তোমার সেই গুড়েও বালি দিয়ে এসেছি।

অবিনাশ বুঝিতে না পারিয়া হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল।

তুমি বুঝতে পারছ না, হেঁ-হেঁ-হেঁ-হেঁ।

অবিনাশ। আপনি সেখানে কি করেছেন ?

পরাশর। (কঠোর ভাবে) অবিনাশ, তুমি আমার সঙ্গে পাল্লা দিতে এস না।

অবিনাশ। (অবাক্ হইয়া) আপনার সঙ্গে পাল্লা !

পরাশর। হ্যাঁ, আমি যা গড়ে তুলছি, তুমি তা ভাঙ্‌চো। দুই বৎসরের চেষ্টায় যা আমার হাতের মধ্যে এসে পড়েছে তুমি তাকে নষ্ট করতে চাইছ।

অবিনাশ। আপনার হাতে এসে পড়েছে ? আপনিও কি আমারই মতন—

তাহার সন্দেহ হইল যে পরাশরও বুঝি তাহারই মতন টাকা লইবার চেষ্টায় আছে।

পরাশর। (অবিনাশের ইঙ্গিত বুঝিতে পারিয়া উৎসাহের সহিত) তুমি ঠিক ধরেছ। অবিনাশ, আমিও তোমারই মতন ব্যবসা করছি।

অবিনাশ। (বিশ্বাস করিতে না পারিয়া) আপনি !

পরাশর। হ্যাঁ, আমি। তোমাকে সাবধান করে দিচ্চি—তুমি মাদ্রাজে যাবে কি আমার সঙ্গে লড়াই হবে।

অবিনাশ। আপনি ! কলেজের প্রফেসর ! আপনিও আমারই মতন !

পরাশর। হেঁ-হেঁ-হেঁ-হেঁ। কেন, মাষ্টার হলেই বুঝি পয়সা কামাতে নেই ? তোমাকে অঙ্ক শেখাতে পারি আর চুরি বিদ্যা শেখাতে পারিনা ?

অবিনাশ। আমার বিশ্বাস হচ্চে না।

পরাশর। কিন্তু তুমি মিছে কথা ব'লে আমাকে পরীক্ষা করতে এস না

অবিনাশ গোয়েন্দা। আমি পরেশ নই যে দশজন সাক্ষী রেখে তোমাকে গলা টিপে মারব। (ভয় দেখাইয়া) আমি মারব গোপনে। আমার কলেজ থেকে এমন বিষ এনে আমি তোমার উপর প্রয়োগ করব যে তুমি টেরও পাবে না কখন কি ভাবে তোমাকে বিষ দিয়েছি। তুমি হয় তো দেখবে তোমার হাত ধরে আদর করছি কিন্তু আমার আঙ্গুলে এমন বিষ লাগানো থাকবে যে তোমার চামড়া ভেদ করে তোমার রক্তের সঙ্গে সে মিশে যাবে। তুমি টেরও পাবে না অবিনাশ। তুমি টের পাবে আধঘণ্টা পর, যখন তোমার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসবে, যখন তুমি মরবে। বুঝেছ ?

পরাশর প্রাণপণে মুখ বিকৃত করিয়া ভয় দেখাইতে লাগিল। অবিনাশ অতিশয় ভীত হইল। তাহার চক্ষু কোটর ছাড়িয়া বাহির হইবার উপক্রম করিল। পরাশর হাত বাড়াইয়া তাহার দিকে অগ্রসর হইল।

তুমি বুঝেছ ?

যখন পরাশর কাছে আসিল, তখন অবিনাশ আর সহ্য করিতে না পারিয়া প্রাণভয়ে বিকট চীৎকার করিল। পরাশরকে আরও অগ্রসর হইতে দেখিয়া পুনরায় চীৎকার করিয়া প্রস্থান করিল। পরাশর কপালের ঘাম মুছিয়া হাসিল।

পরাশর। (স্বগতঃ) পরাশর! এটা তোমার বই নিয়ে খেলা নয় এটা জ্যান্তমানুষ নিয়ে খেলা। (মৃদুহাসিয়া) মাষ্টারি এবার বুঝি ছাড়তে হ'ল। লোকটা ভয় পেয়েছে, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত টাকার লোভে সে যাবে সেখানে। (জোরে ডাকিয়া) ঝড়ু! ঝড়ু! নরেন!

ঝড়ু এবং নরেনের প্রবেশ।

ঝড়ু। বাবু!

নরেন। মাষ্টার মশাই!

পরাশর। একটা টেলিগ্রাফ্ ফরম দাও তো শিগ্‌গির।

নরেন টেলিগ্রাফ্ ফরম দিল। টেবিলে বসিয়া পরাশর লিখিল।

ঝড়ু! (টাকাদিয়া) এক্ষুনি এই টেলিগ্রামটা পাঠিয়ে দে, জরুরি তার করবি। আমি লিখে দিয়েছি।

টেলিগ্রাফ ফরম লইয়া ঝড়ুর প্রস্থান।

নরেন, তুমি আমার জন্য কাল মাদ্রাজ মেইলে একটা বেঞ্চি রিজার্ভ করবে। আমাকে কালই আবার যেতে হবে। শুধু আজকের দিনটা এখানে বিশ্রাম করব।

নরেন। এই তো এলেন। কালই আবার যাবেন?

পরাশর। হ্যাঁ, আমাকে যেতেই হবে।

নরেন। হঠাৎ, এমন কি হ'ল যে কালই আবার যেতে হবে?

পরাশর। নরেন, তুমি বুঝবে না ওসব কথা। তুমি তো বাঘের খেলা দেখেছ নরেন! আমি যে খেলা খেলছি তা বাঘের খেলার চাইতেও ভয়ানক। মানুষের প্রাণ নিয়ে আমি খেলছি। প্রাণপণে একদিক বাঁচাতে গিয়ে দেখি আর একদিক ধ্বসে পড়ছে, তাসের ঘরের মত ধ্বসে পড়ে যাচ্চে আমার ঘর। আমাকে কালই যেতে হবে। তুমি ভুলো না যেন। বরং তুমি এখনি গিয়ে টিকিটটা নিয়ে এস।

পকেট হইতে মনিব্যাগ বাহির করিয়া টাকা দিয়া

এই নাও টাকা। যাও, চট করে টিকিটটা নিয়ে এস।

(নরেনকে ঠেলিয়া বাহিরে পাঠাইল।)

আশা করি লোকটা আজই রওনা হবে না। নাঃ সে ভয় পেয়েছে নিশ্চয়। আমার মনে হয় সে অন্ততঃ দুচার দিন দেরী করবে।

৩

সন্তর্পণে পরেশের প্রবেশ। সে দরজায় ফিরিয়া দেখিল কেহ নিকটে নাই।
আস্তে, আস্তে সে পরাশরের কাছে আসিল।

পরেশ। মাষ্টার মশাই !

পরাশর। (পরেশকে দেখিয়া হাসিয়া) এই যে ভায়া।

পরেশ। (দরজার দিকে পুনরায় তাকাইয়া) আমার পারুল ভাল আছে তো ?

পরাশর। খুব ভাল আছে। ওঃ আমি ভুলেই গিয়েছিলাম। তোমার জন্য সে সুন্দর একটা উপহার পাঠিয়েছে।

পরেশ। (পরম আনন্দের সহিত) উপহার ! আমার জন্য উপহার ! কই দেখি।

পরাশর। দাঁড়াও, আমার বাক্সে বন্ধ রয়েছে। আমি নিয়ে আসছি।

(প্রস্থান।)

(পরেশ তাড়াতাড়ি টেবিলের দেরাজ খুলিয়া পারুলের ছবি দেখিতে লাগিল।
পরাশরের পুনঃ প্রবেশ। পরেশ তাড়াতাড়ি ছবি দেরাজে বন্ধ করিল।
পরাশরের হাতে একটি ছোট রূপার নটরাজ মূর্ত্তি।)

পরাশর। এই নাও পারুলের উপহার। ভারি সুন্দর মূর্ত্তি। পছন্দ হচ্ছে তো ?

পরেশ। (দুই হাতে মূর্ত্তি ধরিয়া পরাশরের দিকে কৃতজ্ঞতার সহিত তাকাইল।) পছন্দ ! পারুলের প্রথম উপহার ! ওঃ হো-হো-হো-হো।

(মূর্ত্তি বুকে রাখিয়া হাসিতে হাসিতেই পরেশ কাঁদিতে লাগিল।
পরাশরের মুখে মৃদু হাসি)

আমার মার প্রথম উপহার।

পরাশর। মূর্ত্তিটাকে তোমার টেবিলের উপরে রেখে একটু সুস্থির হ'য়ে ব'স। কেউ আবার এসে পড়তে পারে।

পরেশ। (অভিমানের সহিত) আসুক না। সকলে এসে দেখুক আমার পারুল আমাকে কি সুন্দর উপহার পাঠিয়েছে। আমি আর কতদিন লুকিয়ে লুকিয়ে থাকব? আর কতদিন আমার সন্তানকে আমি চোরের মত লুকিয়ে লুকিয়ে দেখব? তুমি বলেছিলে এইবার একটা ব্যবস্থা ক'রে আসবে। কি ক'রে এলে বল।

পরাশর। (বিমর্ষ ভাবে) এখনও সময় হয়নি পরেশ। আরও কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে।

পরেশ। কেন অপেক্ষা করব? চতুর্দ্দিকে সকলে ষড়যন্ত্র করছে আমার সন্তানের বিরুদ্ধে। আজ একটা গোয়েন্দা আমার মেয়ের নামে কালি দিয়ে গেল, কাল দেবে রাস্তার লোক। তুমি তাকে আমার কাছে আসতে দাও। আমি তাকে রক্ষা করব। তাকে তুমি আমার কাছে এনে দাও।

পরাশর। (চিন্তিত ভাবে পায়চারি করিয়া) শোন। এই গোয়েন্দাটা লোক সুবিধের নয়। আমার মনে হয় সে মাদ্রাজে গিয়ে এমন একটা গোল বাধাবে যে পারুলের কাছে সব কথা প্রকাশ হ'য়ে পড়বে। কিন্তু আমি তা চাই না। পরেশ, তুমি যে দুঃখ পাচ্ছ আমি তা আমার নিজের বুকেই বুঝতে পারছি। কিন্তু আমি চেয়েছিলাম আরও কিছুদিন অপেক্ষা করতে। এমনভাবে পারুলের মন গড়ে তুলতে চেয়েছিলাম যেন আপনা হ'তেই সে তোমাকে তার পিতা বলে চিনতে পারে। কিন্তু এই গোয়েন্দাটা সব মাটি করতে বসেছে।

পরেশ। আমি তো ওকে খুনই করতে গিয়েছিলাম। তুমি আমাকে বাধা দিলে কেন?

পরাশর। (হাসিয়া) বাধা দিলাম এই জন্যে যে পারুলকে একটা জ্যান্ত মানুষের কাছে আনতে চেয়েছি, একটা ফাঁসির মরার কাছে নয়।

পরেশ। ফাঁসি গিয়েও আমি সুখে মরতে পারতাম মাষ্টার মশাই যদি একটিবার তাকে বুকের কাছে পেতাম।

পরাশর। যাক্, এখন ওসব কথা ভেবে লাভ নেই। আমি আর সামান্য কয়েকমাস সবুর করতে চেয়েছিলাম। (মৃদু হাসিয়া) তার একটা বিশেষ কারণও আছে পরেশ।

পরেশ। 'কি কারণ?

পরাশর। (মৃদু হাসিয়া) তুমি যে দাদামশাই হ'তে চল্লে।

পরেশ। য়্যাঁ? ও-হো-হো-হো-হো। (দরজার কাছে ছুটিয়া যাইয়া) ঝড়ু! নরেন!

পরাশর। (বাধা দিয়া) আঃ, কি করছ? তুমি নিজেই যে সব পণ্ড ক'রে দেবে।

পরেশ। মাষ্টার মশাই! আজ আমি আনন্দ করব। আমার নাতি হবে, আমার পারুলের ছেলে হবে। হো-হো-হো-হো। মাষ্টার মশাই! এবার আমার বিশ হাজার টাকা লাভ হয়েছে। পাঁচ বছরে এক লাখ টাকা হবে। আমি মস্ত বড় একটা বাড়ি তৈরি করব। তাতে বাগান থাকবে। সেই বাগানে একটি বকুল গাছ থাকবে। তার ডালেতে আমি নিজের হাতে একটি দোলনা বানিয়ে দেব। তাতে আমার পারুলের ছেলে দুলবে আর তার সঙ্গে হেসে হেসে আমার অবশিষ্ট দিনগুলিও ফুরিয়ে যাবে।

পরাশর। তোমার স্বপ্ন যাতে সত্য হয় তার জন্যই তোমাকে একটু অপেক্ষা করতে হবে। পারুলের এখন যা শারীরিক অবস্থা তাতে তার মার সম্বন্ধে—কোন—কথা……

পরেশ। তুমি ঠিক বলেছ। আমি অপেক্ষা করব। কিন্তু নাতি হ'লে আর একটি দিনও নয়। (হাসিয়া) আমি আজ আনন্দ করব। ঠাকুরকে ডেকে বলে দি।

বাইতে উদ্যত।

পরাশর। দাঁড়াও। আরও কথা আছে।

পরেশ দাড়াইল।

আমি কালই আবার মাদ্রাজ যাচ্চি।

পরেশ। কালই যাচ্চ?

অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল।

পরাশর। অবাক্ হলে যে?

পরেশ। আজ এলে আবার কালই যাবে?

পরাশর। হ্যাঁ, যেতেই হবে। আমি ঐ গোয়েন্দাটাকে অনেক ভয় দেখিয়ে আজকের মত বিদায় করেছি। কিন্তু আমার মনে হয় সেও শীগ্‌গিরই মাদ্রাজে যাবে। আমি তার আগেই সেখানে গিয়ে তার জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকব।

পরেশ। (বালকের মত আবদার করিয়া) আমি তোমার সঙ্গে যাব এবার।

পরাশর। তুমি?

পরেশ। হ্যাঁ, আমি যাবই। আমি বুঝতে পাচ্চি পারুল একটা বিপদে পড়বে। আমি তোমার সঙ্গে যাব।

পরাশর। আর কিছু বিপদ না এলেও তুমি সঙ্গে থাকাই যে একটা বিপদ।

পরেশ। মাষ্টার মশাই, আমি দূরে দূরে থাকব। আমি অনেক দূরে থাকব। আমি তো তোমার কথা মতই এই দুবছর চলেছি। আমি শুধু দূর থেকে ওকে দেখব। আমাকে তুমি সঙ্গে নাও।

পরাশর। (ঈষৎ হাসিয়া) সেখানে কারুর গলা টিপে বসবে না তো?

পরেশ। (আর্দ্রকণ্ঠে) তোমাকে কি করে বুঝাব পরাশর? সন্তানের অমঙ্গল যে কামনা করে সে যে কত বড় শত্রু তা কি করে বুঝাব তোমাকে? (উত্তেজিতভাবে) শুধু একবার গলা টিপে মারা তার

পক্ষে যথেষ্ট শাস্তি নয় মাষ্টার মশাই। আমার ইচ্ছে হয় যে রক্তবীজের মত সে পুনঃ পুনঃ বেঁচে উঠুক আর আমিও তাকে পুনঃ পুনঃ গলা টিপে হত্যা করি, সে হাজার বার বেঁচে উঠে নিশ্বাস নিক, আমিও হাজার বার গলা টিপে তার নিঃশ্বাস বন্ধ করে দিই।

পরাশর। (পরেশের পিঠে হাত বুলাইয়া) শান্ত হও ভাই। আর মাত্র গোটা কয়েক দিন। আমি আর কিছুদিন পরেই পারুলকে সব কথা জানাব। জমি প্রায় তৈরি ক'রে এনেছি পরেশ। তোমার সম্বন্ধে তার ধারণা খুব উঁচু। আমার মনে হয় সে তোমাকে মনে মনে অত্যন্ত ভালবাসে।

পরেশ। (হাসিবার চেষ্টা করিয়া) হেঁ-হেঁ-হেঁ-হেঁ। তুমি সত্যি কথা বলছ?

পরাশর। সত্যি কথাই বলছি ভাই।

পরেশ। (কাঁদিয়া ফেলিয়া) আমাকে সে সত্যি সত্যি ভালবাসে তাহ'লে?

পরাশর। হাঁ ভাই, খুব ভালবাসে।

পরেশ। তুমি সত্যি কথা বলছ তো?

পরাশর। (হাসিয়া) মিছে কথা কেন বলব? তুমি স্থির হও। তার সঙ্গে দেখা হ'লেই তুমি বুঝতে পারবে।

পরেশ। তুমি আমাকে নিয়ে যাবে তাহ'লে?

পরাশর। কি আর করি? তুমি যখন যাবেই তখন······

পরেশ। (কাঁদিতে কাঁদিতে হাসিয়া) হো-হো-হো-হো। (দরজার কাছে গিয়া) নরেন! নরেন!

পরাশর। নরেন' হোটেলে নেই। তাকে পাঠিয়েছি টিকিট ঘরে আমার জন্য টিকিট কিনতে।

পরেশ। আমারও যে টিকিট কিনতে হবে। এখন উপায়?

পরাশর। অত ভাবচো কেন? টিকিট যথেষ্ট পাওয়া যাবে।

পরেশ। কিন্তু বলা যায় না তো। যদি সব টিকিট বিক্রি হয়ে যায়?

পরাশর। (হাসিয়া) হবে না, হবে না। নরেন এসেই আবার যাবে তোমার টিকিট কিনতে। গাড়ী তো কাল সন্ধ্যেবেলা।

পরেশ। আচ্ছা, তুমি যখন বলছ তখন তাই হবে। কিন্তু—কিন্তু···

কাতরভাবে পরাশরের দিকে তাকাইল

পরাশর। আবার কিন্তু কি?

পরেশ। পারুলের জন্য কিছু উপহার? (পরাশরের দিকে পুনরায় তাকাইল।)

পরাশর। (চিন্তিত হইয়া) অতটা করা কি ভাল হবে এখন?

পরেশ। (চটিয়া) কেন ভাল হবে না? (চারিদিকে হাত ছড়াইয়া) এই সবই তো তার। আমি এই সব করেছি তো তারই জন্য। ওরা তাকে দিনরাত চোখের সামনে দেখছে আর আমি তার বাপ, তাকে একটু উপহার দিতে পারব না? আমি উপহার দিলে তাতে বাধা দেবে কে? আমি তার বাপ। আমাকে আটকাবে কে? কোন্ অধিকারে আমার এই সামান্য আকাঙ্ক্ষা থেকে তারা আমাকে বঞ্চিত করবে?

পরাশর। এই রে! তুমি আবার সুরু করলে?

পরেশ। আমি কি ক'রে চুপ ক'রে থাকি মাষ্টার মশাই? আমার ইচ্ছা করছে চীৎকার ক'রে আমি বুক ফাটিয়ে মরি।

পরাশর। তোমার অদৃষ্ট খারাপ বলেই তোমাকে এই দুঃখ সহ্য করতে হচ্চে। সকলেরই তো আর বউ বেরিয়ে যায় না, অথবা গেলেও তারা মেয়ে চুরি ক'রে নিয়ে যায় না। তোমার যখন গিয়েছে তখন তোমাকে চুপ ক'রেই থাকতে হবে নইলে মেয়েকেও চিরকালের মতই হারাতে হতে পারে।

পরেশ। বেশ, তুমি যখন বলছ তখন কিছু নাই দিলাম। আমি দুর্ভাগা তাই আমাকে সইতে হবে।

পরাশর। (হাসিয়া) আচ্ছা, তুমি বরং কিছু উপহার কিনে নাও। সুযোগ হলে দেওয়া যাবে।

পরেশ। (উল্লাসের সহিত) তা হ'লে নেব?

পরাশর। বলেছি তো নাও, কিন্তু সুযোগ বুঝে দিতে হবে।

পরেশ। তুমি সত্যি বলছ তো?

পরাশর। এতো আপদ কম নয়। বলছি নিতে, তবু বিশ্বাস হচ্চে না?

পরেশ। হেঁ—হেঁ—হেঁ। (দরজার কাছে ছুটিয়া যাইয়া) নরেন! নরেন! ওঃ তাই তো। সে তো টিকিট কিনতে গিয়েছে। এখন উপায়? আচ্ছা, তু-তুমিই বলতো আমি কি নিয়ে যাব?

পরাশর। কেন, কত জিনিষ রয়েছে, এই ধর, শাড়ি, গয়না ইত্যাদি ইত্যাদি।

পরেশ। ঠিক বলেছ তুমি। শাড়ি, গয়না। (উল্লাসের সহিত) আমি হীরের গয়না কিনব, আর কোন গয়না নয়। আমি এমন গয়না দেব যাতে বড় বড় হীরের টুকরা ঝক ঝক্ ক'রে জ্বলবে। দেখি টেলিফোনের বইটা। (টেবিলে আসিয়া তাড়াতাড়ি পাতা উলটাইয়া) কমল—কমলা—কমলাচান্দ—নর্থ-ওয়ান, টু, থ্রি, ফোর। (ছুটিয়া টেলিফোন ধরিয়া) হ্যালো, হ্যালো—নর্থ-ওয়ান টু, থ্রি-ফোর—হাঁ হাঁ, তাড়াতাড়ি কর মেমসাহেব—হ্যালো, হ্যালো,—কমলাচান্দ?—আমি পরেশ বাবু, পারুল হোটেলের মালিক কথা বলছি।—হাঁ, হাঁ, পারুল হোটেল মশাই, পারুল হোটেল। সেণ্ট্রাল এভিনিউতে মস্ত বড় তেতালা বাড়িতে আধুনিক হোটেল।……হাঁ, হাঁ, (গর্ব্বের সহিত) আমিই তার মালিক পরেশ বাবু।…হাঁ, হাঁ। আমার কিছু গয়না চাই—হীরের গয়না, হাঁ,

তাতে বড় বড় হীরের টুকরো থাকবে।—য়্যাঁ ? এ-এ-এ - আচ্ছা, একটু ধরুন। মাষ্টার মশাই, ওরা জিজ্ঞেস করছে কি গয়না চাই—নেকলেস্, ব্রেসলেট্, ব্রোচ, পেণ্ডাণ্ট কত কি নাম বলল, কোনটা আনতে বলব ?

পরাশর। তাইতো, বড় মুস্কিলেই ফেললে আমাকে। কোনটা দেখতে কি রকম হওয়া উচিত আমি তা তো জানিনে।

পরেশ। কি বিপদেই পড়েছি। দেখ তো একবার ঝড়ুকে ডেকে। ও ব্যাটার বুদ্ধি আছে।

পরাশর। (হাসিয়া) তাকেও যে বাইরে পাঠিয়েছি। সে গিয়েছে টেলিগ্রাম করতে।

পরেশ। এখন উপায় ? (ইতস্ততঃ করিয়া) হ্যালো, হ্যালো,—হাঁ শুনুন মশাই, ঐ যে কি সব নাম বল্লেন···হাঁ, আ-আপনি সব রকমই নিয়ে আসুন। হাঁ, নিয়ে আসুন না। গয়না তো পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত সব জায়গাতেই পরা যায়। হাঁ কি বল্লেন ?···কতটাকার কিনব ?··· এই ধরুন, (গর্ব্বের সহিত) দুহাজার, পাঁচহাজার, দশহাজার।···হাঁ এক্ষুনি আসুন। (টেলিফোন রাখিয়া) তুমি কোথাও যেও না দাদা, গয়নাগুলো তোমাকেই পছন্দ করতে হবে।

টিকিট হস্তে নরেনের প্রবেশ।

নরেন। মাষ্টার মশাই, এই নিন আপনার টিকিট।

পরেশ। নরেন, তোমাকে এক্ষুনি আবার যেতে হবে। আমার জন্য একখানা টিকিট কিনতে হবে।

নরেন। (অবাক্ হইয়া) আপনি ? আপনি কোথায় যাবেন ?

পরেশ। আমিও মাষ্টার মশাইয়ের সঙ্গে যাচ্ছি।

নরেন। আপনিও মাদ্রাজ যাচ্ছেন, ব্যাপার কি ?

পরেশ। কিছু না, কিছু না। এই ইয়ে মানে আমার শরীরটা বেশী ভাল নেই তাই মাষ্টার মশাই বল্লেন একবার কয়েকদিনের জন্য বাইরে ঘুরে আসতে—। উনি সঙ্গে থাকবেন, ভালই হ'ল। তা ছাড়া, মাদ্রাজ খুব ভাল সহর। একেবারে সমুদ্রের পারে। কত কিছু দেখবার আছে সেখানে। তাই না মাষ্টার মশাই ?

নরেন। যার সঙ্গে দেখা হচ্চে সেই দেখচি মাদ্রাজ যাচ্চে।

পরাশর। (তীব্রভাবে) আর কে যাচ্চে ?

নরেন। সেই গোয়েন্দাটাও বোধ হয় যাচ্চে।

পরেশ এবং পরাশর চমকাইল।

সেও দেখি টিকিট ঘরে গিয়ে জিজ্ঞেস করছিল মাদ্রাজের গাড়ী ক'টায় ছাড়ে।

পরাশর। (ব্যস্তভাবে) তাকে টিকিট কিনতে দেখলে ?

নরেন। আজ্ঞে না। মনে হ'ল—আমাকে লক্ষ্য করেই স'রে পড়ল।

পরেশ। মাষ্টার মশাই, চল, আমরা আজকেই বেরিয়ে পড়ি।

পরাশর। (নরেনের দিকে ইঙ্গিত করিয়া) অস্থির হ'য়ো না পরেশ। নরেন, মোট কথা তুমি সঠিক জান না যে সেই লোকটা মাদ্রাজ যাচ্ছে।

নরেন। আজ্ঞে না, সঠিক বলতে পারি না।

পরাশর। তুমি তাকে টিকিটও কিনতে দেখনি। শুধু শুনেছ ক'টায় গাড়ী ছাড়ে তাই সে জিজ্ঞেস করছে।

নরেন। আজ্ঞে হাঁ।

পরাশর। ব্যস। বৃথা ভেবে কিছু লাভ নেই পরেশ। আমরা তো কালই যাচ্ছি।

নরেন। কিন্তু ঐ গোয়েন্দাটার সঙ্গে আপনার মাদ্রাজ যাওয়ার কি সম্পর্ক তা তো বুঝতে পারলাম না।

পরেশ। তুমি বুঝতে চেষ্টা ক'রো না। মাসকাবারে মাইনে পাচ্ছ, নিজের কাজ ক'রে যাও। তুমি টাকা নিয়ে যাও। আমার জন্য একখানা টিকিট নিয়ে এস।

বেগে ঝড়ুর প্রবেশ।

ঝড়ু। হুজুর!

পরেশ। তুই কখন এলি?

ঝড়ু। এইতো এলাম হুজুর। এসেই দেখি অনেক মালপত্র বোঝাই করে কয়েকখানা গাড়ী আমাদের দরজায় এসে লাগলো।

পরেশ। কয়েকখানা গাড়ী?

ঝড়ু। আজ্ঞে হ্যাঁ, সেই যে রাজাবাহাদুর যিনি টেলিফোন করেছিলেন উনি এসেছেন। সঙ্গে অনেক লোকজন।

পরেশ। (ব্যস্ত হইয়া) তাইতো। নরেন, ঘর ঠিক আছে তো?

নরেন। আজ্ঞে হাঁ, সব ঠিক আছে।

দুই একজন পাত্রমিত্রসহ রাজাবাহাদুরের প্রবেশ।

পরেশ। এই যে রাজাবাহাদুর, আসুন, আসুন। আপনার ঘর তৈরি রয়েছে। বসুন, বসুন। ওহে নরেন, একটা রসিদ তৈরি কর।

নরেন রসিদ তৈরি করিতে বসিল।

চট্ ক'রে ক'রে ফেল। (হাত কচলাইয়া) মানে, এক হপ্তার টাকাটা এখানে জমা থাকে কিনা, মানে ওটা একটা নিয়ম, যদিও আপনার কথা স্বতন্ত্র—হেঁ-হেঁ-হেঁ-হেঁ। আপনি মহাশয় ব্যক্তি। অবশ্যি আপনি যদি

আগেই চলে যান তাহ'লে হিসাব ক'রে বাকি টাকাটা তক্ষুনি ফিরিয়ে দেওয়া হবে। হেঁ-হেঁ-হেঁ-হেঁ।

রাজাবাহাদুর। (হাসিয়া) ফিরিয়ে দেবেন তো?

পরেশ। আজ্ঞে হাঁ, অবশ্যি ফিরিয়ে দেব।

রাজাবাহাদুর। কি জানি মশাই। আপনি কলকাতার লোক। বিশ্বাস করা শক্ত। (জনৈক অনুচরের প্রতি) কি বলহে সতীশ?

সতীশ। আজ্ঞে যা বলেছেন। বিশ্বাস করা শক্ত বই কি। যা দিন কাল পড়েছে। নিজের স্ত্রীকে বিশ্বাস করাই শক্ত। তার উপর আবার কলকাতার সহর, সেখানে আবার হোটেল। আজ আছে কাল নেই, বলা শক্ত বই কি। (পরাশর হাসিল, পরেশ রুষ্ট।)

রাজাবাহাদুর। (পরেশকে ভাল করিয়া দেখিয়া) কিন্তু আমার মনে হচ্চে একে বিশ্বাস করা যায়।

পরেশ হাসিল।

সতীশ। তা বৈ কি। তা বৈ কি। (পরেশকে লক্ষ্য করিয়া) ওর কথা আলাদা বৈ কি। চেহারা দেখেই মনে হয় উনি সজ্জন ব্যক্তি। তাছাড়া এটা আবার যেমন তেমন জায়গা নয়, একেবারে সেণ্ট্রাল এভিনিউ, লালবাজারের সন্নিকট।

নরেন। (রসিদ হাতে কাছে আসিয়া রাজাবাহাদুরকে) এই নিন একশ পঁচাত্তর টাকার রসিদ।

পরেশ। গরমজলে স্নান করলে সাতদিনে রোজ চার আনা ক'রে আরও একটাকা বারো আনা। হেঁ-হেঁ-হেঁ-হেঁ। সেটা না হয় বাকিই থাক্। হেঁ-হেঁ-হেঁ-হেঁ। আপনি মহাশয় ব্যক্তি। আপনার কথা স্বতন্ত্র। মোটে তো একটাকা বারো আনা। হেঁ-হেঁ-হেঁ-হেঁ।

রাজবাহাদুর। (হাসিয়া) আপনি আমার চেয়েও অতিশয় মহাশয় ব্যক্তি। ওহে সতীশবাবু, একশ' ছিয়াত্তর টাকা বারো আনা একে দিয়ে দাও। হো-হো-হো-হো।

পরেশ। আসুন রাজাবাহাদুর, আপনার ঘর দেখিয়ে দিই। আসুন, আসুন।

রাজাবাহাদুর। চলুন।

পরেশ, ঝড়ু এবং পাত্রমিত্রসহ রাজাবাহাদুরের প্রস্থান।

সতীশ নরেনকে টাকা দিতে লাগিল।

সতীশ। মশাই, এতগুলো টাকা পেলেন (একখানা দশটাকার নোট তুলিয়া ধরিয়া) একখানা দশটাকার নোট বখশিস্? (নরেন অবাক্।) কি বলেন?

পরাশর। হো-হো-হো-হো।

সতীশ জ্বলন্ত অঙ্গারের ন্যায় নোট ফেলিয়া দিল।

সতীশ। আপনি কে মশাই?

পরাশর। কেউ নই। হো-হো-হো-হো। একে কলকাতার সহর তার উপর আবার হোটেল। হো-হো-হো-হো।

কটমট করিয়া তাকাইয়া সতীশের প্রস্থান। নরেনও হাসিতে লাগিল।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—মাদ্রাজে অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন পল্লীতে একটি মোটামুটি বড় রকমের বাড়ির সম্মুখস্থ বাগান। ষ্টেজের পশ্চাৎদিকে দোতলা বাড়ি। বাড়ির সদর দরজা খোলা। নীচের তলায় একটি প্রকাণ্ড জানালা, এখন খোলা আছে। উপরের তলায় দুই একটি জানালাও খোলা। বাগানে একটি সবুজ রং করা লোহার বেঞ্চি। এক পার্শ্বে রাস্তা হইতে বাগানে ঢুকিবার ফটক।

সময়—সন্ধ্যার প্রাক্কাল।

পারুল বাগানে বেঞ্চিতে বসিয়া একটি ছোট উলের জামা বুনিতেছে। উপরের জানালায় সময় সময় মহেন্দ্র এবং চপলাকে দেখা যাইতেছে। নীচের জানালায় যুথিকা এবং দুই চারিজন যুবক যুবতী ক্রীড়া কৌতুকে ব্যস্ত। ঘরের ভিতরে অনেক লোকের কলরব শোনা যাইতেছে। তাহারা চা পার্টির আমোদ প্রমোদে ব্যস্ত। পারুল গান ধরিল। অনাগত শিশুর প্রতীক্ষায় তাহার মন অতিশয় প্রফুল্ল। তাহার গানের সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজন যুবক যুবতী শিস দিয়া এবং গুণ গুণ করিয়া অস্ফুট বাক্যে গানের সুর রক্ষা করিতে লাগিল।

—গান—

এলো কি, এলো কি আজি বসন্ত ?
রঙীন মেঘে আধেক ভাঙা আলো
নয়নে মোর লাগলো আজি ভালো
রঙে রঙে ছাপালো কে দিগন্ত ?

দিকে দিকে তরুশাখে
ফুটলো যে ফুল ঝাঁকে ঝাঁকে অনন্ত।
এতদিন যে ছিল মনে
ফুটলো আজি সঙ্গোপনে একান্ত।
এলো কি ?

জানালাতে কলহাস্য। পারুল চমকিত হইয়া ফিরিয়া সকলকে দেখিয়া হাসিল। জানালাতে কতিপয় যুবক যুবতী মিলিত কণ্ঠে গান ধরিল।

এলো কি, এলো কি আজি বসন্ত
রঙীন মেঘের দখিন হাওয়া লাগি
উঠলো বুঝি মনের কুঁড়ি জাগি,
সৌরভে তার মাতালো কি বনান্ত ?
ডালে ডালে কুসুম দোলে
নাচলো যে মন তালে তালে অশান্ত।
আকাশ ভেঙে তোমার বুকে
ফুটলো শিশু মিলন সুখে নিতান্ত।

(পারুল প্রথমে লজ্জিত হইয়া উচ্ছ্বসিত আনন্দে গাহিল।)

আকাশ ভরি পড়ল ঝরি আনন্দ।
শিউলি বকুল গড়াগড়ি,
চৌদিকে মোর মরি মরি সুগন্ধ।
এই উছল গন্ধ আলো
আমার বুকে বাঁধা প'ল নিরন্ত।

ফুল ফুটিল দিকেদিকে
এলো বুঝি আমার বুকে বসন্ত।
এলো কি? এলো কি?

জানালায় যুবক যুবতীদের হাসির কলরোল, পারুলও সেলাই করিতে করিতে হাসিতে লাগিল। মহেন্দ্র সদর দরজা দিয়া বাহিরে আসিয়া জানালার দিকে তীব্রভাবে তাকাইল। সকলে নীরব হইয়া অদৃশ্য হইল। পারুল ফিরিয়া মহেন্দ্রকে দেখিয়া ঈষৎ লজ্জিত হইয়া সেলাইয়ের দিকে দৃষ্টি সন্নিবেশ করিল। মহেন্দ্র পারুলের পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইয়া তাহার দিকে ঈর্ষ্যার সহিত তাকাইল। তাহার হিংসা হইতেছে কারণ পারুলের স্বভাব স্নিগ্ধ এবং কোমল কিন্তু তাহার কন্যা যুথিকার স্বভাব বিপরীত। যুথিকার চঞ্চলতা তাহার পক্ষে অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছে। কিছু না বলিয়াই মহেন্দ্র এদিক ওদিক পায়চারি করিতে লাগিল এবং পর্য্যায়ক্রমে জানালার দিকে এবং পারুলের দিকে তাকাইয়া ক্ষিপ্ত হইতে লাগিল।

পারুল। (ইতস্ততঃ করিয়া) বাবা!

মহেন্দ্র। (চমকাইয়া) মা!

পারুল। তুমি কিছু ভাব্‌ছ?

মহেন্দ্র। এ-এ-এ কই নাতো।

পারুল। (উঠিয়া কাছে আসিয়া) তুমি নিশ্চয় একটা কিছু ভাবছ। আমাকে বলতেই হবে।

মহেন্দ্র নিরুত্তর, আদর করিয়া

বল বাবা।

মহেন্দ্র। (উচ্ছসিত আবেগে) তোমাকে দেখলে চোখ দুটো জুড়িয়ে যায় মা, কিন্তু

জানালার দিকে অঙ্গুলি নিক্ষেপ করিয়া ঘৃণার সহিত

ওকে?

পারুল। তুমি যূথির কথা বলছ ?

মহেন্দ্র। (চটিয়া) হ্যাঁ, আমি যূথির কথা বলছি। এই সুদূর মাদ্রাজে এসেও কতকগুলি বাঙালী ছোকরা বাড়িটাকে এমন করে তুলেছে যে একমিনিট চুপ ক'রে বসবার উপায় নেই। দিন নেই, রাত নেই, খালি নাচ, গান, পার্টি। আমারি চোখের সামনে কতকগুলি উচ্ছৃঙ্খল যুবকের সঙ্গে সে অবাধ মেলামেশা করছে আর তার স্বামী পড়ে রয়েছে একধারে। আমি দেখতে পাচ্চি এর পরিণাম কি হবে।

পারুল। (সভয়ে) বাবা !

মহেন্দ্র। আর লুকিয়ে লাভ নেই পারুল। আমি জানি যূথিকা উচ্ছৃঙ্খল। যদি জামাইটাও একটা সুস্থ সবল লোক হ'ত·····

পারুল। কেন বাবা নবীন তো ছেলে মন্দ নয়।.

মহেন্দ্র। (বিরক্ত হইয়া) মন্দ নয় ! মন্দ নয় ! কিন্তু বিজয়ের তুলনায় সে কি ? সে একটা আধপাগলা সাহিত্যিক যার একটি পয়সা উপায় করবার ক্ষমতা নেই। তার এমন ক্ষমতা নেই যে সে তার স্ত্রীকে জোর ক'রে একটা কথা বলতে পারে। কিন্তু বিজয় ? সে একটা মানুষের মত মানুষ আর নবীন একটা অল্পবুদ্ধি ক্লীব।

পারুল। (হাসিয়া) বাবা, তুমি আমাকে হিংসা করছ ?

মহেন্দ্র। য়্যাঁ ? না, না, না, না, না। আ-আমি হিংসা করব কেন ? আমি শুধু বলছিলাম······এ-এ-এ···

সন্দেহের সহিত পারুলের দিকে তাকাইয়া হঠাৎ আর কিছু না বলিয়াই গৃহে প্রবেশ করিল। পারুল কিছুক্ষণ তাহার দিকে চাহিয়া থাকিয়া পুনরায় বেঞ্চিতে বসিয়া সেলাইতে মনোযোগ দিল। নবীনের প্রবেশ। সে চিন্তিত। তাহার চুল অবিন্যস্ত। সে চুপ করিয়া পারুলের বেঞ্চিতে বসিয়া রহিল।

পারুল। (মুখ তুলিয়া) তোমাদের হ'ল কি? একটু আগেই বাবা মুখখানি কালো করে ঘুরে গেলেন। এখন আবার তুমি এলে। মুখ দেখে মনে হচ্ছে তুমিও আফ্রিকা থেকে আসছ।

নবীন। আফ্রিকার মরুভূমিও ভাল ছিল পারুল দিদি। মরুভূমিতেও ওয়েসিস্ আছে, জল আছে তাতে, কিন্তু যূথির হৃদয়ে এতটুকু জল কোথাও নেই। যেদিকে তাকানো যায় শুধু—ধূধূ করে বালির পর বালি। আমার চোখ দুটো ঝলসে যায় কিন্তু পিপাসায় আমি গলা শুকিয়ে মরি।

পারুল। (অশ্বস্তির সহিত) তুমি বাইরে কোথাও চাকরির চেষ্টা কর না কেন?

নবীন। (চটিয়া) চাকরির চেষ্টা করব? যূথির কাছে কে এল কে গেল তাই দেখতে দেখতেই তো দিন কেটে যায়।

পারুল। (হাসিয়া) তোমার বুঝি ভয় হয় সে পালিয়ে যাবে?

নবীন। সেটা মোটেই অসম্ভব নয়। পালিয়ে যাওয়াই তার পক্ষে স্বাভাবিক।

পারুল। (চমকাইয়া) স্বাভাবিক! তুমি কি বলছ?

নবীন। (বিব্রত হইয়া) না, না, মানে—আমি বলছিলাম—সে ঠিক আপনার মত নয়।

পারুল। আজ তোমাদের হয়েছে কি? তোমরা সকলেই যূথিকে আমার সঙ্গে তুলনা করছ কেন? এইমাত্র বাবা কত কথা বলে গেলেন, এখন আবার তুমি। বাবার কথা শুনে মনে হ'ল উনি আমাকে হিংসা করছেন। আমার স্বামী আমাকে ভালবাসেন তাতে তোমাদের সকলের এত হিংসা যে কেন হচ্চে তা তো আমি বুঝতে পারছি না। স্বামী স্ত্রীকে ভালবাসবে এবং স্ত্রী স্বামীকে ভালবাসবে এটাই তো স্বাভাবিক।

নবীন। (উত্তেজিত ভাবে) কিন্তু এই বাড়িতে তা স্বাভাবিক নয়। পাপকে অনেক দিন চাপা দিয়ে রাখা হয়েছে কিন্তু আর নয়। সে আজ মাথা নেড়ে জেগে উঠছে।

পারুল। (ভীত হইয়া) তুমি কি বলছ নবীন? কার পাপ কে চাপা দিয়েছে? কার পাপ মাথা নেড়ে উঠছে? কে কি পাপ করেছে এই বাড়িতে?

নবীন। (নিজের কথার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া ভীত হইল।) এ-এ-এ, না, না, আমি ভুল বলেছি মানে, কোনও পাপ নয়···আমি মিছে কথা বলেছি।

পারুল। নবীন, আমার মনে হচ্চে তুমি এখনই মিছে কথা বলছ। তুমি আগে যা বলেছিলে সেই কথাটাই সত্যি।

নবীন। না, না, না। (জোরের সহিত) আমি মিছে কথা বলেছি।

রাস্তার দিক হইতে ডাক্তারি ব্যাগ হাতে লইয়া বিজয়ের প্রবেশ। পারুল এবং নবীনের উত্তেজনা লক্ষ্য করিয়া ত্রস্তভাবে বিজয় পারুলের কাছে আসিল।

বিজয়। কি হয়েছে পারুল?

পারুল। আজ এদের সকলেরই কি হয়েছে তা আমি বুঝতে পারছি না। আমার মনে হচ্চে তুমি আমাকে ভালবাস এটা এদের কাছে অস্বাভাবিক বলে মনে হচ্চে।

বিজয়। (চিন্তিত ভাবে) তুমি কি বলছ? আমি তোমাকে ভালবাসি এটা কি করে অস্বাভাবিক হবে?

পারুল। আমিও তাই বুঝতে পারছি না। কিন্তু একটু আগেই বাবা এসে আবোল তাবোল বকলেন। এখন আবার নবীন এসে বলছে। ওরা সবাই যূথির সঙ্গে আমার তুলনা করছে। আমার মনে হচ্চে ওরা সবাই

আমাকে হিংসা করছে। কেন? স্বামী-স্ত্রীতে ভালবাসা কি অন্যায় না অস্বাভাবিক? নবীন বলছে এই বাড়িতে স্বামী-স্ত্রীতে ভালবাসাটা অস্বাভাবিক।

নবীন। (চীৎকার করিয়া) না, না। আমি মিছে কথা বলেছি। (বিজয় চমকাইয়া নবীনের দিকে তাকাইল।) তুমি বুঝিয়ে বল দাদা। আমার মাথা খারাপ হ'য়ে গিয়েছে। আমি পাগল হয়ে গিয়েছি।

পারুল। কিন্তু তুমি কেন বলছিলে যে অনেকদিনের পাপ আজ মাথা নেড়ে উঠছে?

বিজয় সচকিত

নবীন। আমি তো বলেছি যে মিছে কথা বলেছি। (বাড়ির দিকে অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করিয়া।) ওদের নাচ গানের ধাক্কায় আমার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে। আর একটু বেশী হ'লেই আমি আত্মহত্যা করব।

বিজয় আত্মসংবরণ করিয়া এইরূপ ভাব দেখাইল যেন নবীনের মাথা সত্যি সত্যি খারাপ হইয়া গিয়াছে।

বিজয়। নবীন! তুমি যতই চ্যাঁচাবে ততই তোমার মাথা আরও গরম হবে। পারুল, তুমি ওর হাতটা ধ'রে ওকে শুইয়ে দাও তো এই বেঞ্চিটায়। নবীন সত্যি সত্যি অসুস্থ।

নবীনের সত্যি সত্যি অসুখ করিয়াছে ভাবিয়া পারুলের মন হঠাৎ স্নেহার্দ্র হইল। সে নবীনের হাত ধরিয়া তাহাকে শোয়াইল।

পারুল। তোমার অসুখ করেছে ভাই? আমি না জেনে তোমাকে গালা-গালি করেছি, আমাকে মাপ ক'রো। তুমি শুয়ে পড় এখানে। উনি তোমাকে এক্ষুনি ভাল করে দেবেন।

বিজয়। (গম্ভীর ভাবে নাড়ি ইত্যাদি পরীক্ষা করিয়া) রক্তের চাপ অত্যন্ত

বেশী মনে হচ্চে। নবীন, তোমার উচিত ছিল শুয়ে থাকা। তাই না ক'রে দিন রাত নাচ গানের কাছে থেকে তুমি অন্যায় করেছ। এর জন্য তোমাকে অনেক ভুগতে হ'তে পারে।

পারুল। আমি যূথিকে ডাকব?

নবীন। (লাফাইয়া উঠিয়া) কক্ষনও না। যদি ওকে আপনি ডাকেন তাহ'লে আমি এক্ষুনি এই বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাব।

পারুল। (ব্যস্ত হইয়া) আচ্ছা ভাই ডাকব না। তুমি শুয়ে পড়।

(বিজয় এবং পারুল তাহাকে ধরিয়া শোয়াইল।)

বিজয়। (নবীনের জামার হাতা গুটাইয়া পারুলকে) তুমি ওর হাতটা একটু ধর তো। একটা ইনজেকশন্ দিতে হবে।

নবীন। (চমকাইয়া) ইনজেকশন্! কেন আমার কি হয়েছে?

বিজয়। (তীব্রভাবে) চুপ করে থাক। নইলে তোমার মাথা আরও খারাপ হবে।

নবীন নীরব হইল। বিজয় ব্যাগ খুলিয়া ছুঁচ বাহির করিয়া তাহাতে ঔষধ পুরিল। নবীন চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া তাহা দেখিল।

নবীন। কি অষুধ দিচ্ছ?

বিজয়। তোমার কাছে তা বলছি না আমি। আমাকে তুমি ডাক্তারি শেখাতে এস না।

পারুল নবীনের হাত শক্ত করিয়া ধরিল। বিজয় ইনজেকশন্ দিল। নবীন যন্ত্রণায় মুখ বিকৃত করিল।

পারুল। লেগেছে? এক্ষুনি সেরে যাবে। তুমি চুপ করে শুয়ে থাক।

বিজয়। (ছুঁচ ব্যাগে পুরিয়া পারুলকে) তুমি এবার বাড়ির ভিতরে যাও পারুল। তাড়াতাড়ি ওর বিছানাটা ঠিক করে ফেল।

পারুল। আমি আর একটু থাকি না ওর কাছে ?

বিজয়। না, তুমি এবার ঘরে যাও।

পারুলের হাত ধরিয়া উঠাইয়া।

সন্ধ্যাবেলা তোমার বাইরে থাকা উচিত নয়।

পারুল সঙ্কুচিত হইল।

এস।

পারুল। (নবীনের নিকট হইতে একটু দূরে সরিয়া) স্ত্রী যে কি ক'রে স্বামীকে ভাল না বেসে থাকতে পারে তা আমি বুঝতে পারি না।

বিজয়। (হাসিয়া) তুমি তা বুঝতে পারবে না পারুল।

পারুল। কিন্তু ভাল না বাসলে কি যে দুঃখ হয় আমি তা নিজের চোখে দেখেছি।

বিজয়। কোথায় দেখলে ?

পারুল। তোমার মনে পড়ে কলকাতায় সেই হোটেলের ম্যানেজার বাবুকে ?

বিজয়। (চমকাইয়া) তার কথা কেন ?

পারুল। কি জানি ? যে দিন থেকে······

নিজের দেহের দিকে ইঙ্গিত করিয়া বিজয়ের কাঁধে মাথা রাখিয়া

সেদিন থেকে ঘুরে ঘুরে কেবলই তাঁর কথা মনে হচ্চে। (সজল চোখে) আমি বুঝতে পারছি না তিনি আমার কে। কিন্তু—আ-আমি তাঁর কাছে যেতে চাই।

বিজয়। (হাসিয়া উড়াইবার চেষ্টা করিয়া) এই রকম সময়ে মন অনেক কিছু চায় পারুল। এটা খুব স্বাভাবিক। হ্যাঁ, উনি আর এখন সামান্য ম্যানেজার ন'ন। মাষ্টার-মশাইর কাছে শুনেছ বোধ হয় যে

এখন উনি মস্ত বড় একটা হোটেলের মালিক। অনেক টাকার মালিক উনি হয়েছেন।

পারুল। (হাসিয়া) হাঁ, আমি খুব খুসি হয়েছি। কিন্তু—কিন্তু টাকা তো আর সব কিছু এনে দিতে পারে না।

বিজয়। ও হ্যাঁ, (পকেট হইতে টেলিগ্রাম বাহির করিয়া) তোমাকে বলতে ভুলে গিয়েছিলাম। মাষ্টারমশাই কাল আসছেন।

পারুল। (উৎফুল্ল হইয়া) আবার !

বিজয়। হ্যাঁ, কি একটা কাজ র'য়ে গিয়েছে এখানে। কালকেই এই টেলিগ্রামটি এসেছিল। কাজের ভিড়ে তোমাকে বলতে ভুল হয়ে গিয়েছিল।

পারুল। আর একটু কম কাজ ক'রে আমার কাছে আর একটু বেশী থাক না কেন ?

বিজয়। (হাসিয়া) কাজ না করলে কি চলে ? এখন তো আর শুধু তুমি আর আমি নই। যাও তুমি ঘরে যাও।

কৃতজ্ঞতার সহিত বিজয়ের হাত চাপিয়া পারুলের প্রস্থান। বিজয় ফিরিয়া দাঁড়াইল। ক্রোধে তাহার মুখ বিকৃত হইল। নবীনের কাছে আসিয়া দুই হাতে তাহার ঘাড় ধরিয়া টানিয়া উঠাইয়া বিজয় তাহার দিকে তীব্রভাবে তাকাইল। নবীন ভীত হইল।

নবীন, তোমাকে অনেকবার সাবধান করে দিয়েছি যে পারুলের কাছে তার বাপ মার বৃত্তান্তের কথা তুমি তুলবে না।

নবীন। আমি ইচ্ছে করে তুলিনি। যূথিকার অনাচার দেখে সত্যি সত্যি আমার মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে।

বিজয়। কিন্তু তোমাকে মাথা ঠিক রাখতে হবে। পারুলের শারীরিক

অবস্থার কথা তুমি জান। এই সময়ে হঠাৎ কিছু শুনলে তাকে বাঁচানো শক্ত হবে।

নবীন। আমি ইচ্ছে করে বলিনি বিজয় দা। যূথিকা একটা ছোকরার সঙ্গে দিনরাত ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমার চীৎকার করে বলতে ইচ্ছে করছে সকলকে।

বিজয়। (তাহাকে সজোরে ধরিয়া) কিন্তু তুমি চীৎকার ক'রে বলবে না নবীন। আমি তোমাকে নিষেধ করছি। সহ্য করবার শক্তি যার নেই তার পক্ষে সমস্ত জেনে শুনেও যূথিকাকে বিয়ে করা অন্যায় হয়েছে। কিন্তু বিয়ে যখন করেছ তখন তোমাকে সহ্য করতে হবে, অন্ততঃ ততদিন যতদিন পারুলের শরীর ভাল না হয়। বুঝলে? আর একটা কথা তোমার মুখ দিয়ে বেরুবে কি আমি তোমাকে খুন করব।

নবীন। (চমকাইয়া) খুন করবে?

বিজয়। হ্যাঁ, আমি খুন করব নইলে তোমার বাচালতার জন্য আমি পারুলকে হারাব। তোমাকে আজ একটা অষুধ ইনজেকসন্ দিয়েছি··· কিন্তু তুমি আবার কিছু বলবে তাহ'লে—তাহ'লে···

নবীন। (ভীত হইয়া) আমাকে তুমি কি অষুধ দিয়েছ? আ—আমাকে বিষ দাও নি তো?

বিজয়। না, আজ দিইনি। কিন্তু বিষই আমি দেব তোমাকে যদি তুমি তোমার জিভ্‌টাকে লাগাম টেনে না রাখ।

নবীন। আ—আজ কিছু দাওনি তো?

বিজয়। না, আজ দিয়েছি কুইনিন্। কিন্তু সাবধান! সাবধান!

(নবীনকে ছাড়িল। নবীন কপালের ঘাম মুছিতে লাগিল।)

নবীন। আমি বরং এখান থেকে পালিয়ে চলে যাই।

বিজয়। কাপুরুষ! নিজের বিবাহিতা স্ত্রীকে একটা লম্পটের হাতে ছেড়ে দিয়ে তুমি পালিয়ে যাচ্ছ।

নবীন। কিন্তু আমি নিরুপায়। যে ইচ্ছে ক'রে জেনে শুনে একটা লম্পটের কাছে যাচ্ছে তাকে আমি ঠেকাব কি ক'রে?

বিজয়। কেন নবীন, তোমার হাত দুটো তো রয়েছে। যে তোমার সর্ব্বনাশ করছে তাকে তুমি শাসন করবে!

নবীন। শাসন! হ্যাঁ, তুমি ঠিক বলেছ, আমি ওকে শাসন করব। আমি এক্ষুনি সেই লম্পটটাকে কাণ ধ'রে বের করে দেব। (কিছু দূর যাইয়া ফিরিয়া) কিন্তু বার করব কোত্থেকে? এটা তো আমার বাড়ি নয়।

বিজয়। তাতে হয়েছে কি? তোমার স্ত্রীকে রক্ষা করতে তুমি আইনতঃ এবং ধর্ম্মতঃ বাধ্য।

নবীন। কিন্তু আমি যে তোমার মত নই বিজয়দা। আমি তোমার মত পয়সা উপায় করতে পারি না। আমি যে ঘরজামাই হ'য়ে পড়েছি।

বিজয়। (বিরক্ত হইয়া) অতএব তোমার স্ত্রীকে তুমি পরের হাতেই তুলে দেবে। যাক্ তোমার সঙ্গে তর্ক করা বৃথা। আমার ঢের কাজ রয়েছে।

নবীন। না, না, না। তুমি একটু দাঁড়াও। তুমি বুঝতে পারছ না বিজয় দা। পেটের জন্য শ্বশুরের উপর নির্ভর করা যে কি বিড়ম্বনা তা তুমি বুঝবে না।

বিজয়। তুমি যখন বুঝতেই পারছ তখন নিজের পেটের একটা ব্যবস্থা করলেই তো পার।

নবীন। কিছু কিছু রোজগার তো হচ্ছে কিন্তু যূথির কাছে সেটা নস্যির মত। (বিজয় হাসিল।) তুমি হাসছ কিন্তু তুমি জান না যূথি কি দিয়ে তৈরি। হীরে মুক্তো ছাড়া তার মুখে কথা নেই। আমার ঘরে থেকে ভাল

ভাত খাওয়ার মতন মানুষ সে নয়। তার মনে প্রেম নেই, মায়া নেই, মমতা নেই, ধর্ম্ম নেই, আছে শুধু ভোগ বিলাসের স্বপ্ন। আমি যদি মাসে হাজার দু'হাজার টাকা উপায় করতে পারতাম তা হ'লে সবগুলোকে বাড়ি থেকে বের করে দিতে পারতাম কিন্তু আমার দৌড় মোটে একশ টাকা। তার বেশী টাকার কথা আমি ভাবতেও পারি না।

বিজয়। সুতরাং তোমার উচিত হয়নি যূথিকে বিয়ে করা। বড লোকের মেয়ের যে গরীবের মত থাকার ইচ্ছা হবে না সেটা তোমার জানা উচিত ছিল।

নবীন। আমি তখন বুঝতে পারিনি যে যূথি এ রকম হবে।

বিজয়। তার মানে তুমি তার উপরেই টাকা কড়ির জন্য নির্ভর করেছিলে।

নবীন। (অভিমানের সহিত) হ্যাঁ, আমি ভালবাসি ব'লেই নির্ভর করেছিলাম।

বিজয়। (নবীনের জন্য ব্যথিত হইয়া) কিন্তু যূথিকা যদি সত্যি তোমাকে আর ভাল না বাসে তাহ'লে কি করবে ?

নবীন। আমি ঠিক জানি সে আমাকে আর ভালবাসে না, তাই আমার এখন কি করা উচিত সেই কথা ভেবে ভেবেই আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি। বিজয় দা, তার অবহেলা সহ্য করা যায় কিন্তু তার ব্যভিচার সহ্য করা দুঃসাধ্য।

বিজয়। নবীন, আমার মনে হয় যূথিকা সম্বন্ধে তুমি অনেক কিছু কল্পনা ক'রে মনে কষ্ট পাচ্চ। তুমি যতটা ভাবছ যূথিকা হয় তো ততটা খারাপ নয়।

নবীন। আমি কি ক'রে বিশ্বাস করব ? কাকে বিশ্বাস করব ? রাত্রি বারোটা, একটা, দুটো অবধি যে পরপুরুষের সঙ্গে বাইরে বাইরে ঘোরে তাকে কি ক'রে বিশ্বাস করি ?

বিজয়। তুমি নিজেই ওকে সঙ্গে নিয়ে বেরোও না কেন ?

নবীন। (দুঃখের সহিত হাসিয়া) আমি নিয়ে যাব কোথায়? চার আনা দামের চায়ের দোকানে?

বিজয়। (বিরক্ত হইয়া) শুধু পয়সাই তো আর সব কিছু নয়। একবার চেষ্টা ক'রে দেখা উচিত যাতে সে আবার তোমাকে ভালবাসতে পারে।

নবীন। (দুঃখের সহিত হাসিয়া) চেষ্টা করব! (উত্তেজিত ভাবে) বিজয় দা, আমি প্রাণপণ চেষ্টা করেছি। ভাষায়, ছন্দে, অলঙ্কারে সাজিয়ে তাকে নিবেদন করেছি আমার হৃদয়ের বেদনা; কল্পনাকে মন্থন ক'রে আমি রচনা করেছি নন্দন-কানন। শব্দের ঝঙ্কারে সেই নন্দন-কাননকে আমি মুখরিত করেছি। কিন্তু স্বর্গের দুয়ার যে তার কাছে রুদ্ধ হ'য়ে আছে। তার রক্ত তাকে জোর ক'রে টেনে আনছে নরকে। তার রক্ত তাকে ভুলতে দিচ্ছে না যে তার জন্ম হয়েছিল একটা ছন্দহীন উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যে। একটা কুৎসিত কোলাহলের মধ্যে তার জন্ম হয়েছিল। সেই কোলাহলকে ভেদ ক'রে আমার কণ্ঠের সুর পৌঁছায় না তার কাণে। (হাসিয়া) আমি শুধু গলা শুকিয়ে মরি।

বিজয়। শ্বশুর মশাইকে ব'লে কিছু টাকা নিলে কেমন হয়?

নবীন। না, তা অসম্ভব।

বিজয়। কিছু টাকা থাকলে তুমিও যূথিকাকে সঙ্গে ক'রে বেরোতে পারতে। তার ফল বোধ হয় ভাল হ'ত।

নবীন। কিন্তু তা হয় না। টাকা আমি নিতে পারব না।

বিজয়। তুমি নিজে না হয় নাই চাইলে। আমিই চেয়ে নিচ্ছি।

নবীন। না বিজয় দা। তা হয় না। নিজেকে অনেক ছোট করেছি। তাকে আর ছোট আমি করতে পারি না। কল্পনায় যে বিরাট প্রাসাদ আমি গড়ে তুলেছিলাম তা আজ ভেঙ্গে চুরমার হ'য়ে গিয়েছে। নিজেকে আরও ছোট ক'রে আমিও তার সঙ্গে ভেঙ্গে পড়তে রাজি নই।

বিজয়। তুমি কি করবে ভাবছ ?

নবীন। (উত্তেজিত ভাবে) সেইটেই প্রশ্ন। আমি শুধু অপেক্ষা করছি ? বিজয় দা, আমি এখন শুধু অপেক্ষা করছি। আমার চোখের সামনেই আমার ঘর ভেঙ্গে পড়ছে। কিন্তু আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি। আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি এক প্রান্তে নিঃসহায়ের মত। আমি শুধু নীরবে বুক ফাটিয়ে মরছি কারণ আমি দুর্ব্বল। আমার হাত দুটোতে এমন জোর নেই যে আমি আমার ঘরকে আবার ঠেলে তুলতে পারি, কিন্তু আমি আত্মরক্ষা করতে পারি, আমি নিজেকে বাঁচাতে পারি। শুধু নিষ্ফল আস্ফালন ক'রে জীবনটাকে তিলে তিলে মারতে আমি রাজি নই। আমি আত্মরক্ষা করব। কিন্তু কি করব সেইটেই প্রশ্ন। আমি কি বুকভরে একবার বিরাট একটা নিঃশ্বাস নিয়ে তাদেরই নিঃশ্বাস চিরকালের মত বন্ধ ক'রে দেব—যারা তিলে তিলে আমার নিঃশ্বাস রোধ করেছে ? আমি কি তীব্রভাবে একবার বেঁচে উঠব তাদেরই রক্ত আকণ্ঠ পান ক'রে —যারা আমাকে দিবারাত্র সূচিবিদ্ধ করেছে ? বিজয় দা, আমি কি বজ্রের মত একবার ধ্বক্ ধ্বক্ করে জ্বলে উঠে নিভে যাব ? অথবা ধূমকেতু হ'য়ে বেঁচে থাকব চিরকাল ? সেইটেই প্রশ্ন।

বিজয়। তুমি একটি বদ্ধ পাগল। পরে যা যা করবে বলে ভয় দেখাচ্ছ তার এক আনা কাজ এখন করলে অনেক কাজ হ'ত। যাক্ তুমি এখানে বসে মাথা ঠাণ্ডা কর। আমার ঢের কাজ রয়েছে।

প্রস্থান।

নবীন চঞ্চলভাবে ঘুরিতে লাগিল। জানালাতে দুইটি যুবক তাহার দিকে ইঙ্গিত করিয়া হাসিতে লাগিল। কিছুক্ষণ ঘুরিয়া নবীন হঠাৎ মুষ্টি দৃঢ় করিয়া দাঁড়াইল। তাহার ভাব লক্ষ্য করিয়া যুবক দুইটি বাহিরে আসিল।

নবীন। (স্বগতঃ) নাঃ। আজকেই এর একটা মীমাংসা করতে হবে।

নবীন গৃহে প্রবেশ করিতে উদ্যত এমন সময় যুবকদ্বয় হাত বাড়াইয়া তাহাকে আটকাইল। যুবক দুইটির নাম ক্রমান্বয়ে রতীন এবং অখিল।

রতীন। এই যে দাদা, তোমার কবিতা শুনতে এলাম।

নবীন। (চটিয়া) পথ ছেড়ে দাও বলছি।

রতীন। তুমি চট কেন দাদা? যূথিকা দেবী (অখিলকে চোখ টিপিয়া) এত ব্যস্ত যে আমাদের সঙ্গে কথা বলবার সময় তার নেই। তার উপর তুমিও যদি চটে যাও তবে আমরা কোথায় যাই বলতো?

নবীন। তোমরা চুলোয় গেলেই তো পার। এখানে মরতে এসেছ কেন?

রতীন। আহা-হা তুমি চট কেন? তোমার বাড়ি হ'লে তুমি যে আমাদের আসতে দিতে না সেটা আমরা বুঝি।

নবীন দমিয়া গেল।

কিন্তু এই বাডির ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারিণী শ্রীমতী যূথিকা দেবী আমাদের নিমন্ত্রণ করেছেন। আমরা তোমার কথা শুনব কেন?

নবীন। তোমরা ভুলে যাচ্ছ যে আমি তার স্বামী।

অখিল। (হাসিয়া)। তুমি হাসালে দাদা।

নবীন। (চটিয়া) তোমরা হাসছ কেন?

রতীন। আহা হা। তুমি চট কেন? তুমি হাসির কথা বললে আমরা না হেসে করি কি? তুমি স্বামীত্বের দাবী করছ কিন্তু স্বামী কাকে বলে তা তুমি জান না। যদি দেখতে চাও তো একবার এস আমার বাড়িতে।

নবীন। তোমার বাড়িতে? তার মানে তুমি বিবাহিত?

রতীন। তা নয় তো কি? তুমি কি ভাবছ আমি শুধু বাইরের ভরসায় আছি? অত পয়সা পাব কোথা?

অখিল। দাদার আমার খোলাখুলি কথা। শুনতে একটু খারাপ কিন্তু একেবারে ষোল আনা খাঁটি। আমিও ঐ কথাই বলি। হেঁ-হেঁ-হেঁ-হেঁ।

নবীন। তার মানে, তুমিও বিবাহিত?

অখিল। হ্যাঁ, বিয়ে একটা করেছি বই কি।

নবীন। তবু তোমরা কুৎসিত দৃষ্টি নিয়ে পর-স্ত্রীর পেছনে দিনরাত ঘুরে বেড়াচ্ছ?

রতীন। আহা-হা। তুমি কুৎসিত বলছ কেন?

অখিল। দাদা, শাস্ত্রে আছে, মন কুৎসিত হ'লেই সব কুৎসিত হয় নতুবা কিছুই কুৎসিত নয়। আমরা যে কোনও কাজই কুৎসিত মন নিয়ে করিনা দাদা।

রতীন। হো-হো-হো-হো—।

নবীন। (চীৎকার করিয়া) চুপ কর তুমি, নইলে আমি খুন করব তোমাকে।

রতীন। আহা-হা, তুমি চট কেন?

নবীন। আমার ইচ্ছে করছে তোমাদের গায়ের চামড়া টেনে খুলে ফেলে দিই। বিবাহিত হ'য়েও তোমরা দিনরাত পর-স্ত্রীতে লোভ ক'রে ঘুরে বেড়াচ্ছ। তোমাদের স্ত্রীকে নিয়ে আমি যদি টানাটানি করতাম তাহ'লে কেমন লাগতো তোমাদের?

অখিল। হো-হো-হো-হো। সে ভয় আমাদের নেই দাদা, বুঝলে? বাসন মাজিয়ে আর ছেঁড়া কাপড় পরিয়ে তাকে এমন করেছি যে তোমাকে চোখ ফিরিয়ে নিতে হবে। হেঁ-হেঁ-হেঁ-হেঁ।

নবীন। উঃ ভগবান্! এরা কি মানুষ না জানোয়ার? আমার সুমুখ থেকে চ'লে যাও তোমরা, নইলে আজ খুন খারাবি হবে।

রতীন। (ভীত হইয়া) আহা-হা, তুমি চট কেন? আমরা এলাম দুটো কবিতা শুনব ভেবে, চাই কি দুটো একটা কিনতেও পারতাম ··

নবীন। কবিতা কিনবে! (সন্দেহের সহিত) তার মানে?

রতীন। মানে কিছুই নয়, এই ইয়ে, মানে যূথিকা দেবী বলছিলেন যে তুমি খুব ভাল একটা ব্যবসা ফেঁদেছিলে কলকাতায়, পয়সাও রোজগার করছিলে বেশ, মানে, খামে পুরে প্যারিস্ পিক্‌চার বলেও চালিয়েছ কিছু কিছু, হেঁ-হেঁ-হেঁ-হেঁ।

নবীন বজ্রাহতের মত চাহিয়া রহিল।

অখিল। তোমার পেটেও যে এত বিদ্যে তা তো স্বপ্নেও ভাবিনি হে।

নবীন। (হতাশ ভাবে) আমার স্ত্রী এইসব কথা বলেছে?

রতীন। তাই নিয়েই তো আমরা এত হাসাহাসি করছিলাম।

নবীন। আমার স্ত্রী আমার কবিতার কথা নিয়ে হাসাহাসি করছিল?

রতীন। হাসির কথা নিয়ে হেসেছে তাতে তুমি অমন করছ কেন? তুমি ভারি বেরসিক তো।

নবীন। (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া) আচ্ছা তোমরা ঘরে গিয়ে রসিকতা কর। আমাকে একটু একলা থাকতে দাও। (উভয়ের দিকে পিছন ফিরিল। তাহারা মুচকি হাসিল।)

অখিল। (গলা পরিষ্কার করিয়া) অপূর্ব্ব বাবু যূথিকাদেবীকে আজ যা একটা হীরের নেকলেস দিয়েছে তা যদি দেখতে।

নবীন। (চমকাইয়া) হীরের নেকলেস দিয়েছে?

রতীন। আহা-হা, চট কেন? অপূর্ব্ব বাবু যখন নিজের হাতে সেটি পরিয়ে দিচ্ছিলেন তখন তুমি যদি ওদের দুজনকে একবারটি দেখতে তা'হলে নিশ্চয় একটা কবিতা লিখে ফেলতে।

খিল খিল করিয়া হাসিতে হাসিতে কতিপয় যুবতীর প্রবেশ।

সকলে। ভারি মজা হবে—আমি একটা কবিতা কিনব···আমিও একটা চাইব—সত্যি ভাই, ভারি হাসি পাচ্ছে।

১নং। এই যে নবীন বাবু। আমাকে কিন্তু একটা কবিতা দিতেই হবে।

২নং। (ব্যাগ হইতে পয়সা লইয়া) এই নিন চার আনা। আমাকে আগে দেবেন।

৩নং। আমি পাঁচ আনা দিচ্ছি। আমাকে আগে দিন।

১নং। আমি ছ'আনা দিচ্ছি। আগে আমাকে দিতে হবে।

নবীন দুঃখে অভিভূত হইল। তাহার চোখে জল আসিল। অপূর্ব্বের প্রবেশ। তাহার বেশভূষা পরিপাটি। মুখে স্বার্থপরতা পরিস্ফুট।

অপূর্ব্ব। তোমরা যে যাই চাওনা কেন, আমার কিন্তু একটি প্যারিস পিক্‌চার না হ'লে চলবে না।

যুবকেরা সকলে। হো-হো-হো-হো।

নবীন আর সহ্য করিতে না পারিয়া তীব্রভাবে তাকাইয়া ছুটিয়া গিয়া অপূর্ব্বের জামা সজোরে ধরিয়া তাহাকে ঝাঁকিতে লাগিল।

নবীন। রাসকেল! ভদ্রলোকের মেয়েদের সামনে লজ্জা ক'রে না বলতে? তোমাকে আজ খুন ক'রে ফেলব, তুমি আমার স্ত্রীকে হীরের নেকলেস কেন দিয়েছ?

অপূর্ব্ব। এ-এ-এ-এ আমি···

নবীন। (গলা টিপিতে উদ্যত।) তোমাকে বলতে হবে কেন দিয়েছ। বল—কেন? কেন? কেন?

বেগে যূথিকার প্রবেশ। তাহার গলায় হীরার নেকলেস।

যূথিকা। (চীৎকার করিয়া) নবীন! নবীন!

উপরের জানালায় মহেন্দ্র এবং চপলার প্রবেশ। উভয়েই ত্রস্ত।

নবীন। (অপূর্ব্বকে ছাড়িয়া) এই শূয়ারটা তোমাকে ঐ নেকলেসটা দিয়েছে ?

যূথিকা। হ্যাঁ, দিয়েছে।

নবীন। (মুষ্টি দৃঢ় করিয়া) কেন দিয়েছে ?

যূথিকা। সেই প্রশ্নের জবাব আমি দেব না।

নবীন। দেবে না ?

যূথিকা। না, দেব না। তোমার যা খুশি তুমি তাই করতে পার। কিন্তু তোমাকে একটা প্রশ্নের জবাব আজ দিতে হবে। তুমি অপূর্ব্ব বাবুর সঙ্গে এই রকম বর্ব্বরের মত ব্যবহার করেছ কেন ?

নবীন। একটা লম্পট তোমাকে হীরের নেকলেস দিল, তুমি তাই গ্রহণ করলে, আর বর্ব্বর হ'লেম আমি ?

যূথিকা। তুমি একটু সংযত হ'য়ে কথা বলবে। একটা কাঁচের চুড়ি দেবার ক্ষমতা তোমার নেই। কিন্তু আমারি বাড়িতে দাঁড়িয়ে তুমি আমারই অতিথিকে অপমান করবে এটা অসহ্য।

নবীন। এই লম্পটটার দেওয়া নেকলেস তুমি ব্যবহার করবে আর আমি তাই সহ্য করব ?

যূথিকা। তোমাকে তো বলেছি, তুমি যদি সহ্য করতে না পার তো তোমার যা খুশি তুমি তাই করতে পার, কিন্তু আমারই বাড়িতে দাঁড়িয়ে আমার বন্ধুবান্ধবকে অপমান করার মত দুঃসাহস তোমার যেন আর না হয়।

নবীন। (উত্তেজিত হইল কিন্তু আত্মসংবরণ করিয়া মিনতির সহিত বলিল—) যূথি। তুমি বুঝতে পারছ না তুমি কি বলছ।

যূথিকা। আমি আজকাল সবই বুঝতে পারি নবীন। কিন্তু তুবছর আগে আমি বুঝতে পারি নি।

নবীন। (আবেগের সহিত) না, না, না, তুমি তখনই ঠিক বুঝেছিলে যূথি। ভেবে দেখ, তখন আমরা তুজনে এই পৃথিবীতে স্বর্গ রচনা করেছিলাম। সংসারের সমস্ত কোলাহলের বাইরে আমরা চলে গিয়েছিলাম। ভেবে দেখ যূথি, সংসারের সমস্ত অভাব অভিযোগের কত ঊর্দ্ধে আমরা উঠেছিলাম।

যূথিকা। আমি তখন ছেলে মানুষ ছিলাম তাই তুমি আমাকে ভুল বুঝিয়েছিলে।

নবীন। না, না, সে ভুল নয় যূথি। আমরা তুজনে যা পেয়েছিলাম সেটাই ছিল পরম সত্য। এই হীরে মুক্তো মিথ্যা। মিথ্যা এদের কলরব, মিথ্যা তোমার অপূর্ব্ব।

যূথিকা। (রাগের সহিত) তুমি অপূর্ব্বের সম্বন্ধে আমার সামনে ও রকম কথা বলবে না।

নবীন। (অতিশয় উত্তেজিত ভাবে) তুমি বুঝতে পারছ না যূথি, আমার গলা ফাটিয়ে বলতে ইচ্ছে করছে যে সে মিথ্যা, মিথ্যা, মিথ্যা। সেদিন আমরা তুজনে যা পেয়েছিলাম তাই ছিল পরম সত্য। তুমি আমি তুজনে ভালবেসেছিলাম। তুমি দিয়েছিলে প্রেম আর আমি দিয়েছিলাম, গান, সুর, কবিতা।

যূথিকা। তুমি বুঝি তোমার চার আনা দামের কবিতার কথা বলছ ?

নবীন। (বেত্রাহতের মত।) আঃ—ভগবান্ আমাকে শক্তি দাও। তুমি শক্তি দাও আমাকে।

যূথিকা। (অপূর্ব্বকে) চল, একটা ভবঘুরের প্রলাপ শুনবার মত সময় আমার নেই। (বাহিরে যাইতে উদ্যত)

নবীন। (চীৎকার করিয়া) যূথি !

যূথিকা ফিরিয়া দাঁড়াইল। কাছে আসিয়া

তুমি ওর সঙ্গে বাইরে যাবে না।

যূথিকা। তুমি বাধা দেবে ?

নবীন। হ্যাঁ, আমি বাধা দেব। এই হার তুমি পরবে না।

যূথিকা। (ভ্রূকুটি করিয়া) তুমি তাতেও বাধা দেবে ?

নবীন। হ্যাঁ, আমি বাধা দেব। আমি বাধা দিচ্ছি।

যূথিকার নেকলেস ছিঁড়িয়া মাটিতে ফেলিল।

এবার বুঝেছ ?

রতীন নেকলেস কুড়াইয়া লইল।

যূথিকা। (তীব্রভাবে তাকাইয়া) বর্ব্বর।

কিছুক্ষণ তাকাইয়া নবীনের গালে চপেটাঘাত করিল।

মহেন্দ্র। (জানালা হইতে ক্রুদ্ধভাবে চীৎকার করিয়া) যূথি !

সকলে চমকাইল। মহেন্দ্র এবং চপলা নীচে আসিতে লাগিল। রতীন নেকলেসটি যূথিকার হাতে দিয়া দ্রুত প্রস্থান করিল। সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য যুবক যুবতীর দ্রুত প্রস্থান। যূথিকা অপূর্ব্বকে ইঙ্গিত করিল এবং তাহার সঙ্গে দ্রুত বাহিরে চলিয়া গেল। নবীন দুঃসহ অপমানে ফুপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। ব্যস্তভাবে মহেন্দ্র, চপলা, পারুল এবং বিজয়ের প্রবেশ। মহেন্দ্র ক্রুদ্ধ। চপলা অতিশয় ভীত। পারুল এবং বিজয় উদ্বিগ্ন। চপলা কম্পিত হস্তে নবীনকে ধরিতে গেল কিন্তু নিরস্ত হইল।

চপলা। না, আমি যা কিছু স্পর্শ করব তাই ছাই হ'য়ে যাবে। আমার নিশ্বাস লেগে সব ধ্বংস হ'য়ে যাবে।

মহেন্দ্র। (ত্রাসের সহিত) চপলা! চপলা!

চপলা। তুমি বৃথা চেষ্টা করছ। সব চেষ্টা ব্যর্থ হ'য়ে যাবে। তুমি এখনও দেখতে পাচ্ছ না, কিন্তু আমি সব দেখতে পাচ্ছি।

পারুল। তুমি এই সব কি বলছ মা?

চপলা। (চমকাইয়া) য়্যাঁ? আ-আমি কি বলছি আমি তা নিজেই জানি না মা। শুধু জানি যূথিকা গিয়েছে। তাকে যেতেই হবে। কিন্তু তুমি এখনও রয়েছ। (পারুলকে ধরিয়া) হ্যাঁ, তুমি এখনও রয়েছ। তোমাকে আমি ধ'রে রাখব। তোমাকে কেউ নিতে পারবে না আমার কাছ থেকে।

পারুল। তুমি কি বলছ মা?

বিজয়। (পারুলকে জোরে ধরিয়া টানিয়া) পারুল, তুমি দেখতে পাচ্ছ উনি প্রকৃতিস্থ নন্। তোমার পক্ষে বাইরে থাকাও খারাপ, উত্তেজিত হওয়াও অন্যায়। যূথির ব্যবহারে উনি মর্ম্মাহত হয়েছেন, তাই ওসব বলছেন। যাও, তুমি ঘরে যাও। চল, আমিও যাই। আমি পরে নবীনের সঙ্গে কথা বলব। চল।

পারুল। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না এতগুলো লোকের সামনে যূথি কি ক'রে নবীনকে অপমান করল।

চপলা। (দুঃখের সহিত হাসিয়া) তুমি বুঝতে পারছ না মা। কিন্তু আমি সব জানি।

মহেন্দ্র। চপলা! তুমি কি আমাদের সকলকে পাগল করবে?

চপলা। য়্যাঁ? না, না, না, না, না। তোমরা সবাই ভাল থাকবে শুধু আমি পাগল হয়ে যাব। তু-তুমি ঘরে যাও মা। তুমি তোমার স্বামীকে ভালবাস। (দুঃখের সহিত আদর করিয়া) তুমি আমার লক্ষ্মী। তোমাকে বুকে ধ'রে কত শান্তি আমি পেয়েছি। তুমি পবিত্র। আর সব কিছু শুধু অপবিত্র জঞ্জাল।

পারুল। (সন্দেহের সহিত) এখানে কে অপবিত্র ?

বিজয়। (জোরের সহিত) পারুল! আমি বলছি, যূথির ব্যবহার দেখে উনি মর্ম্মাহত হয়েছেন। তুমি ঘরে চল।

বিজয় পারুলকে জোর করিয়া ঘরে লইয়া গেল। পারুল বারবার ফিরিয়া চপলাকে দেখিল। উভয়ের প্রস্থান।

চপলা। যদি সব কিছু ধুয়ে মুছে ফেলতে পারতেম। যদি পারতেম। কিন্তু উপায় নেই। আমার পাপ আমার রক্তের সঙ্গে মিশে রয়েছে।

মহেন্দ্র। চপলা! (নবীনের দিকে ইঙ্গিত করিয়া) তুমি আমাদের সকলের সর্ব্বনাশ করবে।

চপলা। (উত্তেজিত হইয়া) জানুক সকলে। প্রায়শ্চিত্ত ক'রে আমি মুক্ত হ'য়ে যাই। আর আমি পারিনে।

মহেন্দ্র। (ধমক দিয়া) আঃ চপলা! আমার মনের অবস্থা তুমি বুঝতে চাইছ না।

নবীন মুখ তুলিয়া চাহিল। মহেন্দ্রের ধমকে চপলার চৈতন্য হইল। নবীনকে মুখ তুলিতে দেখিয়া উভয়ে সচকিত।

বাবা, আমি সব দেখেছি এবং মর্ম্মাহত হয়েছি, তুমি আমাকে বিশ্বাস কর।

নবীন। আমি জানতাম যে যূথিকা এরকমই হবে।

মহেন্দ্র। (ভয় এবং সন্দেহের সহিত) তুমি কি জানতে নবীন ?

নবীন। (ইতস্ততঃ করিয়া) কিছু না।

মহেন্দ্র। (সন্দেহের সহিত) কিছু না ? তাহ'লে তুমি একথা বল্‌লে কেন ?

নবীন। আপনি যা ভাবছেন আমি তা ভাবছি না।

মহেন্দ্র। (চমকাইয়া তীব্রভাবে) আমি কি ভাবছি ?

কিছু উত্তর না দিয়া নবীন যাইতে উদ্যত। মহেন্দ্র তাহাকে ধরিল।

নবীন, আমি তোমাকে প্রশ্ন করেছি, তুমি উত্তর দাও।

নবীন তাহার দিকে তীব্রভাবে তাকাইল। ভীত হইয়া মহেন্দ্র তাহাকে ছাড়িয়া দিল। নবীন গৃহে প্রবেশ করিল।

চপলা! ওরা কি জানে? ওরা জানে কি তোমার আমার সম্বন্ধের কথা? যূথিকার কথা?

প্রকৃতিস্থ হইবার চেষ্টা করিয়া

না, তা হ'তে পারে না। ওরা আগে কখনও জানত না। জানলে ওরা বিবাহ করত না। ওরা এখনও জানে না কারণ যদি জানত তাহ'লে ওরা আমাদের পরিত্যাগ করত। নাঃ ওরা জানে না। (পুনরায় ভীত হইয়া) চপলা, পরাশর বাবু আমাদের এখানে একমাস ছিলেন। তোমার কি মনে হয় উনি কিছু বলেছেন?

চপলা। (দুঃখের সহিত হাসিয়া) বলতে হবে না কাউকেই। যূথিকার ব্যবহারই চীৎকার ক'রে ব'লে দিচ্ছে সকলকে।

মহেন্দ্র। (উত্তেজিত ভাবে) আমি তাকে শাসন করব।

চপলা। শাসন করলেও ফল কিছু হবে না। আমরা যেই পথে চলেছিলাম সেও সেই পথই বেছে নিয়েছে।

মহেন্দ্র। কিন্তু আমি সেই পথ রুদ্ধ করব।

চপলা। (উত্তেজিত ভাবে) আমি জানি তোমার সব চেষ্টা ব্যর্থ হ'য়ে যাবে।

মহেন্দ্র। (রাগের সহিত) চপলা, যূথিকার সম্বন্ধে কিছু বললেই তুমি ব্যর্থতার কল্পনা কর। কেন? যূথিকা কি তোমার সন্তান নয়?

চপলা। (সচকিত ভাবে) তুমি এই কথা কেন বলছ?

মহেন্দ্র। (তিক্তভাবে) বলছি এই জন্য যে তুমি দিনরাত শুধু পারুলকে নিয়েই ব্যস্ত। এই মাত্র তুমি সকলের সামনেই বলছিলে যে এই বাড়িতে শুধু পারুলই পবিত্র আর আমরা সব অপবিত্র জঞ্জাল। (দাঁত চাপিয়া)

দিনরাত শুধু পারুল! পারুল! তুমি ভুলে যাচ্ছ যে পারুলকেও আমি নিজের মেয়ের মত লালন পালন করেছি। তুমি জান যে আমি ইচ্ছে করলে পারুলকে রাস্তায় ফেলে দিতে পারতাম।

চপলা। না, তুমি পারতে না কারণ তাহ'লে তুমি আমাকে পেতে না।

মহেন্দ্র। কিন্তু তোমাকে যখন আমি হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়েছিলাম তখন আমি ওকে ফেলে দিতে পারতাম।

চপলা। না, তুমি পারতে না। পারুলকে তোমার প্রয়োজন ছিল তখন। যূথিকাকে সমাজে স্থান দেবার জন্য পারুলকে গ্রহণ করতে তুমি বাধ্য হয়েছিলে।

মহেন্দ্র। (বিচলিত হইল কিন্তু সংযত হইয়া বলিল।) কিন্তু আমি তার সঙ্গে দুর্ব্ব্যবহার করতে পারতাম।

চপলা। না, তুমি পারতে না। আমি তোমাকে বাধ্য করতাম ভাল ব্যবহার করতে।

মহেন্দ্র। তুমি আমাকে বাধ্য করতে ?

চপলা। (অতিশয় উত্তেজিত ভাবে) হ্যাঁ, আমি বাধ্য করতাম তোমাকে। তুমি আমার শুধু একটা দিকই দেখেছ মহেন্দ্র। একজনের বিবাহিতা স্ত্রী হ'য়েও আমি তোমাকে ভালবেসেছিলাম। তোমাকে তখন এত ভালবেসেছিলাম যে সমাজের সকল নিষেধ অগ্রাহ্য ক'রেও তোমার হাত ধ'রে আমি পথে এসে দাঁড়িয়েছিলাম। সমাজের আইন গুলোকে আমি উপেক্ষা ক'রেছিলাম। কিন্তু তুমি ভুলে যাচ্ছ যে পারুল আমার প্রথম সন্তান। তাকে শুধু ভালবাসি না মহেন্দ্র। ভালবাসি বললে আমার প্রেমকে ছোট করা হয়। তাকে শুধু দয়া করি না মহেন্দ্র। দয়া করি বললে আমার মমতাকে ছোট করা হয়। তাকে শুধু স্পর্শ করতে চাই না মহেন্দ্র। স্পর্শ করতে চাই বললে আমার আকাঙ্ক্ষাকে

ছোট করা হয়। তাকে রক্ষা করাকে শুধু কর্ত্তব্য বলে মনে করি না মহেন্দ্র। কর্ত্তব্য বললে আমার ধর্ম্মকে ছোট করা হয়। তাকে রক্ষা করার জন্য শুধু সমাজের বিধান নয় মহেন্দ্র, ভগবানের সকল বিধানগুলোকে আমি ছিন্ন ভিন্ন করব। ইহকাল আমার গিয়েছে, কিন্তু আমার সন্তানকে রক্ষা করতে আমার পরকালের পথও আমি নিজের হাতে রুদ্ধ করব। শুধু একবার নয়, দুবার নয়, শত শত বার, শত শত বার।

মহেন্দ্র। কিন্তু তুমি যখন আমার সঙ্গে গৃহ ত্যাগ করেছিলে তখন তুমি পারুলের ভবিষ্যতের কথা ভুলে গিয়েছিলে।

চপলা। (হৃদয়ে ছুরি বিদ্ধ হইবার মত চীৎকার করিয়া) আঃ, আমি ভুলে গিয়েছিলাম। সেই জন্যই আমি আজ নিজেকে ক্ষমা করতে পারছি না। যদি পারতেম। (কাঁদিয়া) যদি পারতেম একবার।

মহেন্দ্র চঞ্চলভাবে এদিক ওদিক তাকাইতে লাগিল। বাগানের ফটকে অবিনাশের প্রবেশ। তাহার মুখে নিষ্ঠুর হাসি। তাহাকে দেখিয়া মহেন্দ্র চমকাইল।

মহেন্দ্র। কে? কে? কে তুমি?

চপলাও ভীত হইয়া মুখ তুলিয়া চাহিল।

অবিনাশ। ভেতরে আসতে পারি?

মহেন্দ্র। এস।

অবিনাশ কাছে আসিল।

কে তুমি?

অবিনাশ। আপনারা ভয় পাবেন না আমাকে দেখে। আমি আপনাদের একটা উপকার করতে এসেছি—হেঁ-হেঁ-হেঁ-হেঁ।

মহেন্দ্র। উপকার?

অবিনাশ। আজ্ঞে হাঁ। মানে ইচ্ছে করলে আমি অপকারও করতে পারি কিন্তু অপকার না ক'রে উপকার করাটাই আমার স্বভাব। হেঁ-হেঁ-হে অবশ্য যদি···

মহেন্দ্র। (সন্দেহের সহিত) যদি ?

অবিনাশ। আজ্ঞে হাঁ, যদি উপযুক্ত পারিশ্রমিক পাই।

মহেন্দ্র। (চমকাইয়া) তুমি কি চাও ? তোমার বক্তব্য কি ?

অবিনাশ। আহা হা। আপনি ব্যস্ত হবেন না। বক্তব্য এমন বিশেষ কিছু নয়, মানে আমিও কম কথারই মানুষ। যত কম কথায় কাজ হয় ততই আমার পক্ষে শুভ।

মহেন্দ্র। তোমার নাম কি ?

অবিনাশ। আজ্ঞে, আমার নাম অবিনাশ গোয়েন্দা।

চপলা। (চমকাইয়া) গোয়েন্দা !

মহেন্দ্র। গোয়েন্দা—? তোমাকে কে লাগিয়েছে ?

অবিনাশ। এখন কেউ লাগায়নি। কিন্তু অনেকদিন আগে লাগিয়েছিল। হেঁ-হেঁ-হেঁ-হেঁ।

মহেন্দ্র। অনেক দিন আগে ! (সভয়ে) কে লাগিয়েছিল তোমাকে ?

অবিনাশ। (কিছুক্ষণ তাকাইয়া ক্রুর ভাবে হাসিয়া) পরেশ বাবু।

চপলা। (চমকাইয়া চীৎকার করিয়া) য়্যাঁ !

অবিনাশ। হেঁ-হেঁ-হেঁ-হেঁ।

মহেন্দ্র। (ভীত হইয়া) এখন তুমি তার কাছ থেকে এসেছ ?

অবিনাশ। আজ্ঞে না। উনি অত্যন্ত বেরসিক লোক। আমি চাইলাম উপকার করতে, কিন্তু উনি এলেন আমাকে খুন করতে।

চপলা। (তাহার চোখ জ্বলিয়া উঠিল) খুন করতে চেয়েছিলেন ?

অবিনাশ। আজ্ঞে হাঁ।

চপলা। কেন? কেন তোমাকে খুন করতে চেয়েছিল সে?

অবিনাশ। আমি টাকা চেয়েছিলাম।

মহেন্দ্র। সে টাকা দেয় নি তোমাকে?

অবিনাশ। দিয়েছিলেন। কিন্তু মোটে দুশ' টাকা দিয়েছিলেন ব'লে আমি নিই নি।

মহেন্দ্র। তাই তুমি আমার কাছে এসেছ?

অবিনাশ। আজ্ঞে হাঁ। সঙ্গে দু-একজন বন্ধুবান্ধবও নিয়ে এসেছি।

মহেন্দ্র। (ফটকের দিকে তাকাইয়া) তারা কোথায়?

অবিনাশ। আপনি ব্যস্ত হবেন না। তারা ঐ মোড়ের মাথায় বেঙ্গল-বোর্ডিংএ বসে আছে। কিন্তু আমি ফিরে না গেলেই তারা আমার খোঁজে এখানে আসবে। হেঁ-হেঁ হেঁ-হেঁ।

মহেন্দ্র। তার মানে তুমি সন্দেহ করছ যে—আমরা—তোমাকে······

অবিনাশ। (বাধা দিয়া) আজ্ঞে হ্যাঁ, একটু একটু সন্দেহ হচ্চে বই কি, মানে, আমি না থাকলে আপনাদের ধরা পড়বার ভয় তো আর থাকে না, হেঁ-হেঁ-হেঁ-হেঁ।

মহেন্দ্র। (ভীত হইয়া) টাকা না দিলে তুমি কি করবে?

অবিনাশ। (ক্রূরভাবে হাসিয়া) সে কথাও কি খুলে বলতে হবে মহেন্দ্র বাবু? আমার সঙ্গে একজন খবরের কাগজের লোকও আছে। টাকা না দিলে রাস্তায়, ঘাটে আমি হ্যাণ্ডবিল ছড়িয়ে দেব।

চপলা। তুচ্ছ ক'টা টাকার জন্য তুমি আমার মেয়েদের সর্ব্বনাশ করবে?

অবিনাশ। আমিও তো তাই বলি। আপনাদের অনেক টাকা রয়েছে। তুচ্ছ ক'টা টাকার জন্য আপনারা আপনাদের মেয়েদের সর্ব্বনাশ করবেন? হেঁ-হেঁ-হেঁ-হেঁ।

মহেন্দ্র। (অতিশয় ভীত হইয়া) তুমি কত টাকা চাও?

অবিনাশ। আজ্ঞে বেশী নয়, সম্প্রতি পাঁচহাজার এবং মাসে মাসে দুশ'।

মহেন্দ্র। (চমকাইয়া) পাঁচহাজার!

অবিনাশ। আজ্ঞে হাঁ, এখন পাঁচহাজার। পরে মাসে মাসে দুশ'। এখন থেকে পেন্‌সন নেব ভাবছি। হেঁ-হেঁ-হেঁ-হেঁ।

মহেন্দ্র। (চটিয়া) অত টাকা আমি দেব না।

চপলা। (ত্রাসের সহিত) না, না, না। (অবিনাশের প্রতি) টাকা আমরা দেব। আমাদের একটু ভাবতে দাও।

অবিনাশ। কাল সন্ধ্যে পর্য্যন্ত ভাবতে দিতে পারি, তার বেশী নয়।

মহেন্দ্র। না, না, আমি টাকা দেব না।

চপলা। ওগো একটু ভেবে দেখ, নইলে ওদের যে সর্ব্বনাশ হ'য়ে যাবে।

(বিজয়ের প্রবেশ। সঙ্গে অপরিচিত লোক দেখিয়া দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার নিমিত্ত গলায় আওয়াজ করিল। মহেন্দ্র এবং চপলা চমকাইয়া তাহার দিকে চাহিল। অবিনাশের মুখে ক্রূর হাসি।)

বিজয়। আমার একটা কথা ছিল।

মহেন্দ্র। (ত্রস্তভাবে) এখন না বিজয়—। আ—আমরা একটু ব্যস্ত আছি। তুমি ভেতরে যাও। আমরা এক্ষুনি আসছি।

অবিনাশ। ডাক্তার বাবু!

বিজয়। কে আপনি?

মহেন্দ্র। কেউ নয়, কেউ নয়, বাবা। তুমি ঘরে যাও। আমি এক্ষুনি আসছি।

অবিনাশ। আপনার সঙ্গে আমার একটা কথা ছিল ডাক্তারবাবু।

বিজয়। আমার সঙ্গে কথা?

মহেন্দ্র এবং চপলা অতিশয় ভীত হইল।

অবিনাশ। হ্যাঁ, মানে, আমি একটু অসুস্থ। মাদ্রাজে এসেছি বেড়াতে। এখানে সকলেই আপনার খুব সুখ্যাতি করছে। যদি একটু সময় করে আমাকে দেখেন একবার। ডাক্তাররা বলে আমার হার্টটা একটু খারাপ।

বিজয়। বেশ তো। আমি বাড়িতে রোগী দেখি না। আমার চেম্বারে যাবেন, সেখানেই দেখব।

অবিনাশ। বেশ, তাই হবে। আমি কাল কি পরশু যাব আপনার ওখানে।

বিজয়। আচ্ছা নমস্কার!

অবিনাশ। নমস্কার, নমস্কার।

বিজয়ের প্রস্থান।

হেঁ-হেঁ-হেঁ-হেঁ। মহেন্দ্রবাবু! জামাইটি বুঝি জানে না এখনও?

মহেন্দ্র নিরুত্তর।

ছোট জামাইটিও বোধ করি জানে না?

মহেন্দ্র সভয়ে তাহার দিকে তাকাইল।

মেয়ে দুটিও বোধ করি জানে না?

মহেন্দ্র উত্তরোত্তর অতিশয় ভীত হইল।

হেঁ-হেঁ-হেঁ-হেঁ।

মহেন্দ্র। (কপালের ঘাম মুছিয়া) আচ্ছা তুমি যাও। আমি ভেবে দেখি।

অবিনাশ। তাহ'লে নমস্কার। আমি বেঙ্গল বোর্ডিংএ আছি। কাল সন্ধ্যের মধ্যে যেন সুখবর পাই। আচ্ছা চপলা দেবী, নমস্কার।

প্রস্থান।

চপলা। (মহেন্দ্রকে ধরিয়া) তুমি কি করবে?

মহেন্দ্র। আমি ভাবতে পারছি না চপলা। আমার মাথা ঘুরছে। একটু

আগেই যূথিকার দুর্ব্ব্যবহার আবার এখন এই গোয়েন্দা। কিন্তু এতদিন পর কেন? কি কুক্ষনেই আমি কলকাতা গিয়েছিলাম।

চপলা। কিন্তু ওকে টাকা দেওয়ার কথা কি ঠিক করলে?

মহেন্দ্র। টাকা আমি দেব না।

চপলা। না, না, না। টাকা তোমাকে দিতেই হবে। ওর মুখ বন্ধ করতেই হবে।

মহেন্দ্র। তুমি বুঝতে পারছ না চপলা। শুধু পাঁচহাজার নিয়েই সে থামবে না। মাসে মাসে দুশ' টাকা পেয়েও সে থামবে না। যতই টাকা পাবে ততই তার আকাঙ্ক্ষা বেড়ে যাবে। আমাদের সর্ব্বস্ব না নিয়ে সে থামবে না। টাকা দিলেই যে সে কিছু বলবেনা তারও নিশ্চয়তা নেই।

চপলা। ভবিষ্যতের কথা পরে ভেবে দেখো। কিন্তু এখন ওকে টাকা দিতেই হবে।

মহেন্দ্র। না, আমি টাকা দেব না। কেন দেব টাকা? যার জন্য সব কথা গোপন করেছি সেই আজ উচ্ছৃঙ্খল হয়ে যাচ্ছে। তুমিই তো বলেছ যূথিকা চলে যাবে। তাহ'লে আর ভয় কিসের? আমি যূথিকে সব খুলে বলব।

চপলা। না, না, না। এখনও সময় আছে। যূথি এখনও ভাল হ'তে পারে।

মহেন্দ্র। না, সে ভাল হবে না, হ'তে পারে না, কারণ (চপলার দিকে তীব্রভাবে তাকাইয়া) সে অপবিত্র। (যাইতে উদ্যত।)

চপলা। (চীৎকার করিয়া) তুমি দাঁড়াও।

মহেন্দ্র। কেন, কি বলতে চাও তুমি?

চপলা। তুমি শুধু যূথিকাকে ভাবছ, কিন্তু পারুল?

মহেন্দ্র। (নিষ্ঠুর ভাবে হাসিয়া) পারুলের জন্যই তোমার যত উদ্বেগ। কিন্তু আমি কেন তার জন্য ভাবব ? সে আমার কে ?

চপলা। তুমি চীৎকার ক'রে এইসব কথা ব'লো না।

মহেন্দ্র। (তীব্রভাবে, কিন্তু নিম্নস্বরে) কেন চীৎকার করব না চপলা ? আমি কেন পারুলকে রক্ষা করব? তাকে জন্ম দিয়েছিল তোমার স্বামী। তাকে আমি ঘৃণা করি।

চপলা। না, তুমি তাকে হিংসা কর। আমরা তার সর্ব্বস্ব কেড়ে নিতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আজ তারই সব আছে, আমাদেরই সর্ব্বস্ব গিয়েছে। তোমারই চোখের সামনে তার পুণ্যের ফল পারুল আজ জ্বল জ্বল করে জ্বলছে। তোমার তা সহ্য হচ্চে না কারণ যূথিকা দিনরাত তোমার হৃদয়ে তপ্ত লোহা বিদ্ধ ক'রে মনে করিয়ে দিচ্ছে তোমার অপরাধের কথা। তুমি ভুলতে পাচ্ছ না যে যূথিকা অপবিত্র।

মহেন্দ্র। (ক্রুদ্ধ হইয়া) চপলা ! তুমি দিনরাত যূথিকাকে অপবিত্র বলছ। তুমি ভুলে যাচ্ছ যে সেও তোমার সন্তান।

চপলা। আমি ভুলতে পারি না তাকে। আমি ভুলতে পারি না কারণ সে আমার কলঙ্কের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

মহেন্দ্র। কিন্তু তুমি তাকেও গর্ভে ধরেছিলে।

চপলা। হাঁ ধরেছিলাম। অযাচিত ভাবে সে এসেছিল আমাকে মনে করিয়ে দিতে যে আমি মাতৃত্বকে অপমান করেছি। সন্তানের ভবিষ্যৎ আমি ভুলে গিয়েছিলাম। কিন্তু পারুল নিরপরাধ। আমাদের পাপের ফল সে কেন ভোগ করবে ? বল, তাকে কোন্ মুখে আজ বলব যে তাকে তার পিতার কাছ থেকে চুরি ক'রে এনে তাকে আমি পথে টেনে এনেছি ? ভেবে দেখ, পারুল তো তোমাকেই পিতা বলে জানে। কত স্নেহ তোমাকে সে দিয়েছে। আজ সব কিছু তুমি ভুলে যাবে ?

মহেন্দ্র। (বিচলিত হইয়া) কিন্তু এই গোয়েন্দাটার মুখ বন্ধ করা সহজ হবে না।

চপলা। আমি ওর মুখ বন্ধ করব।

মহেন্দ্র। (অবাক্ হইয়া) তুমি ?

চপলা। হ্যাঁ, আমাকেই করতে হবে। তুমি আমাকে কাল পাঁচ হাজার টাকা দেবে। আমি ওর মুখ বন্ধ করব।

মহেন্দ্র। (সন্দেহের সহিত) কি করবে তুমি ?

চপলা। (রহস্যপূর্ণ হাসির সহিত) আমি সব ভেবে রেখেছি মহেন্দ্র, আমি সব ভেবে রেখেছি।

মহেন্দ্র। (ভীত হইয়া) তুমি কি করবে ?

চপলা। তুমি ভয় পেওনা। আমি তার মুখ বন্ধ করব।

(বাড়ির দরজায়—পারুলের প্রবেশ।)

পারুল। (কোমল ভাবে) বাবা! তুমি ভেতরে এস। তোমার ঠাণ্ডা লেগে যাবে।

মহেন্দ্র। (চমকাইয়া) যাচ্ছি মা।

পারুল। না, তুমি এক্ষুনি এস।

(চপলার দিকে তাকাইতে তাকাইতে মহেন্দ্রের প্রস্থান।)

চপলা। (স্বগতঃ) অবিনাশ গোয়েন্দা, তোমার মুখ আমাকে বন্ধ করতেই হবে…হ্যাঁ, যদি প্রয়োজন হয় তো তোমার নিশ্বাস আমি বন্ধ করব।

(চপলা অন্ধের মত হাত বাড়াইয়া বেঞ্চি ধরিয়া তাহাতে বসিয়া ফুপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।)

দ্বিতীয় অঙ্ক

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—বিজয়ের পড়িবার ঘর। ছোট একটি ঘর। একটি টেবিল, একটি চেয়ার। খান দুই আরাম কেদারা। টেবিলের উপর কয়েকখানি বই ইত্যাদি। দেওয়ালে বই-এর আলমারি। একটি সেল্‌ফ এ কতকগুলি ঔষধের শিশি বোতল ইত্যাদি। দুই একটি শিশিতে 'বিষ' লেখা আছে। ঘরের দুই দিকে দুইটি দরজা।

সময়—কয়েক মিনিট পরে।

খুব সন্তর্পণে চপলার প্রবেশ। সে বিষের শিশির দিকে হাত বাড়াইতেই দরজার বাহিরে বিজয় এবং পারুলের গলার শব্দ হইল। শিশি না লইয়াই চপলা তাড়াতাড়ি অন্য দরজা দিয়া বাহিরে গেল। বিজয় এবং পারুলের প্রবেশ। পারুল একটি আরাম কেদারায় বসিয়া চোখ বুজিয়া পড়িয়া রহিল। তাহার মুখ বিষণ্ণ। বিজয় তাহার চেয়ারে বসিয়া উদ্বিগ্ন ভাবে পারুলের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার চুল অবিন্যস্ত। চপলা আস্তে আস্তে দরজা খুলিয়া কাণ পাতিল। শুধু তাহার মুখ দেখা যাইতেছে।

বিজয়। পারুল, দিন কয়েকের জন্য কলকাতায় বেড়াতে যাবে?

পারুল। (খুসি হইয়া উঠিয়া বসিয়া) তুমি যাবে?

বিজয়। হ্যাঁ, ভাবছি আমিও যাব।

পারুল। (আগ্রহের সহিত) আমরা পরেশ বাবুর হোটেলে থাকব।

বিজয়। বেশ তো। উনিও নিশ্চয়ই আমাদের দেখে খুসি হবেন।

পারুল। আমি জানি, উনি খুসি হবেন। তুমি আজই চিঠি লিখে দাও।

বিজয়। মাষ্টার মশাই তো কালই আসছেন। উনি ক'দিন থাকবেন দেখি। তারপর একসঙ্গে যাওয়া যাবে।

পারুল। (উঠিয়া) বেশ, আমি তা'হলে আজ থেকেই কাপড় চোপড় কিছু কিছু গুছিয়ে নিই। কিন্তু···

বিজয়। কি হ'ল পারুল ?

পারুল। আমি ভাবছি আমাদের যাওয়াটা কি ঠিক হবে ? যুথি যে রকম ভাবে চলেছে—ভাবতেও আমার ভয় করে।

বিজয়। কি ভেবে তুমি ভয় পাচ্ছ ?

পারুল। (অনুযোগের সুরে) তুমি কি দেখতে পাচ্ছ না যে যুথি নবীনকে আর ভালবাসে না ?

বিজয়। তা তো দেখতে পাচ্ছি।

পারুল। তবু জিজ্ঞেস করছ কিসের ভয় ?

বিজয়। (হাসিয়া) এতে ভয় পাবার কি হ'ল ? ওরা আগে ভেবেছিল যে ওরা দুজনে দুজনকে ভালবাসে, তাই বিয়ে করেছিল। এখন দেখছে যে ওরা দুজনে দুজনকে আর ভালবাসে না সুতরাং—সুতরাং—(হাসিয়া) বিয়ে ভেঙ্গে যাবে।

পারুল। (অবাক্ হইয়া) বিয়ে ভেঙ্গে যাবে ! তুমি কি বলছ ?

বিজয়। এতে অবাক্ হওয়ার কি আছে পারুল ? ভাল যখন বাসে না তখন বিয়েটা তো বিড়ম্বনা।

পারুল। কিন্তু ভালবাসে না কেন ?

বিজয়। (হাসিয়া) মন আর ভালবাসতে চায় না।

পারুল। তাহ'লে বিয়ে করেছিল কেন ?

বিজয়। অন্যায় করেছিল।

পারুল। তবু তুমি বলবে বিয়ে ভেঙ্গে দিতে ?

বিজয়। 'তবু' নয় পারুল 'অতএব'। অন্যায় করেছিল অতএব তাকে ভাঙতে হবে।

পারুল। (অবাক্ হইয়া) আবার তারা অন্য দুজনকে বিয়ে করবে ?

বিজয়। যদি আবার কাউকে ভালবাসে তো আবার বিয়ে করবে।

পারুল। আবার যখন ভালবাসবে না তখন আবার বিয়ে ভেঙ্গে দেবে ?

বিজয়। আবার যদি ভুল করে তাহ'লে আবার তাকে ভাঙতে হবে বৈ কি।

পারুল। তুমি বলছ যে একটা স্ত্রীলোক একটার পর আর একটা পুরুষকে আত্মদান করবে !

বিজয়। (হাসিয়া) কপাল খারাপ থাকলে তাই করতে হবে বৈ কি।

পারুল। উঃ, তুমি কি ভয়ানক লোক।

বিজয়। (চমকিত হইয়া) আমি কি করলাম ?

পারুল। তুমি ভাবতে পারছ যে একজন লোক পর পর অনেক লোককে স্বামী স্ত্রী ভাবে ভালবাসতে পারে ? (বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে) তুমি এই কথাও ভাবতে পারছ যে আমাকে ছাড়া অন্য স্ত্রীলোককেও তুমি ভালবাসতে পার।

বিজয়। কি সর্ব্বনাশ—; আমি তো ওদের কথা বলছিলাম। তোমার আমার কথা তো বলিনি।

পারুল। কিন্তু তুমি ভাবতে পারছ যে দুদিন চারদিন ক'রে ভালবাসা যায়। আমি কিন্তু ভাবতে পারি না। আমি জানি শুধু একবার এবং শুধু একজনকে ভালবাসা যায়। আমি জানি শুধু একজনকে সর্ব্বস্ব দেওয়া যায় এবং সর্ব্বস্ব দিলে আর কাউকে দেওয়ার কিছু থাকে না। যা থাকে তা ভুক্তাবশিষ্ট আবর্জ্জনা মাত্র। আবর্জ্জনাকে দান করা যায় না। সেটা লোকে ফেলে দেয়, তাকে

যে কুড়িয়ে নেয় সে অস্পৃশ্য, তাকে দান করার অহঙ্কার যে করে সেও পতিত, নীচ, ক্ষুদ্র, সামান্য।

বিজয়। (হাসিয়া) পারুল, তুমি ভুলে যাচ্ছ যে তোমার ভালবাসার মত ভালবাসা পাওয়া সকলের ভাগ্যে জোটে না।

পারুল। কিন্তু তাই ব'লে স্ত্রী স্বামীকে অথবা স্বামী স্ত্রীকে ভাল না বেসে অপরকে ভাল বাসবে এটা আমার ধারণার অতীত।

বিজয়। তুমি অসম্ভব উত্তেজিত হয়েছ পারুল। তুমি একটু ব'স, আমি তোমাকে বুঝিয়ে বলছি।

হাত ধরিয়া বসাইল। বিজয় টেবিলে হেলিয়া দাঁড়াইল।

পারুল। যা বলবার তাড়াতাড়ি বল। আমাকে কাপড় গুছাতে হবে।

বিজয়। রাগটা কমিয়ে একটু স্থির হ'য়ে ব'স। আমি আস্তে আস্তে বলছি। আচ্ছা, তুমি আমাকে খুব ভালবাস?

পারুল। (ঈষৎ হাসিয়া) তোমার তাতে সন্দেহ আছে না কি?

বিজয়। মোটেই নয়, মোটেই নয়। আমি তোমাকে খুব ভালবাসি তাও জান।

পারুল। (হাসিয়া) আজ তোমার কথা শুনে সে বিষয়ে আমার সন্দেহ হচ্চে। দুবছর আগে ভালবেসে ছিলে। সে যে অনেক দিন হ'য়ে গেল।

বিজয়। (বিরক্ত হইয়া) কি বিপদ! আমি কি আমাদের কথা বলেছি?

পারুল। আচ্ছা বেশ। তারপর কি বলতে চাও বল।

বিজয়। বাজে কথা ব'লে তুমি আমার মাথা গুলিয়ে দাও। আমি কেমন সুন্দর ক'রে কথাগুলো গুছিয়ে এনেছিলাম কিন্তু তুমি ফস করে ব'লে বসলে আমি তোমাকে ভালবাসিনা। (রাগ করিয়া) আচ্ছা বেশ, আমি তোমাকে ভালবাসিনা, সুতরাং আর তর্ক ক'রে লাভ নেই।

পারুল। (হাসিয়া) আচ্ছা আমি মেনে নিচ্ছি তুমি আমাকে খুব ভালবাস। তারপর?

বিজয়। (ইতস্ততঃ করিয়া) তারপর মনে কর, এ-এ-এ মনে কর, আমি তোমার স্বামী নই।

পারুল। (হাসিয়া)। আমি আগেই জানতাম তোমার আজকে মাথার ঠিক নেই। কোন রুগীটুগী মেরে ফেল নি তো?

বিজয়। (বিরক্ত হইয়া) তুমি ফের আমার মাথা গুলিয়ে দিচ্ছ।

পারুল। তোমার মাথা গুলিয়েই যে রয়েছে। (উঠিয়া) তুমি আর দাঁড়িয়ে থেকোনা। এই চেয়ারটাতে ব'সে পড।

নিজের চেয়ারটাতে বসাইতে গেল।

বিজয়। তুমি আমার হাত ছাড়। যত সব ইয়ে আর কি। এমন ভাল ক'রে কথাগুলো গুছিয়ে আনছিলাম···

পারুল। তোমার যা বলবার আছে ব'সে বল।

বিজয়। না, আমি বসব না।

পারুল। ভাল হবে না বলছি। আমি তিন গুন্তে গুন্তে যদি না ব'সে পড় তাহ'লে মাথায় বরফ জল ঢেলে দেব। এক-দুই—

বিজয়। এ কি রকম জুলুম বল তো?

পারুল। আমি কোনও কথা শুনতে চাই না। এক-দুই-তিন—

বিজয়। (অনিচ্ছার সহিত বসিয়া) এ তোমার ভারি অন্যায়। তর্কে হেরে গিয়ে এখন বল প্রয়োগ করছ।

পারুল। (ঠাট্টা করিয়া, হাতজোর করিয়া) কিন্তু গায়ের জোর লাগাইনি প্রভু, ভালবাসার জোরেই তোমাকে বসিয়েছি।

পারুল হাসিল। সঙ্গে সঙ্গে বিজয়ও হাসিয়া উঠিল।

এবার বল তোমার বক্তব্যটা কি।

বিজয়। আমি বলছিলাম কি, ধর, তুমি আমাকে এখন যেমন ভালবাস তখনও সেই রকমই ভালবাসতে—কিন্তু-কিন্তু—তুমি আমার স্ত্রী ছিলে না।

পারুল। (চিন্তা করার ভাণ করিয়া) ওঃ আচ্ছা। তুমি বলছ আমি আর একজনের স্ত্রী ছিলাম।

বিজয়। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুমি আর একজনের স্ত্রী ছিলে কিন্তু ভালবাসতে আমাকে।

পারুল। আচ্ছা দাঁড়াও। তোমাদের সেই হোটেলে যে মাতালটা থাকত তার কি নাম ছিল ?

বিজয়। তুমি কার কথা ভাবছ ?

পারুল। সেই যে, যেই লোকটার বউ মরে গিয়েছিল। হ্যাঁ, মনে পড়েছে—তিমির বাবু। হ্যাঁ। মনে কর আমি তিমির বাবুর স্ত্রী ছিলাম।

বিজয়। (চটিয়া) তিমির বাবু কেন ?

পারুল। তুমি চটছ কেন ? একটা স্বামী তো থাকতে হবে। ভাল তো তোমাকেই বাসতাম।

বিজয়। তাই ব'লে সেই মাতালটা তোমার স্বামী হবে !

পারুল। কেন মন্দ কি ? মাতাল স্বামী হ'লেই তো সুবিধে হ'ত। সে মাতাল হ'য়ে প'ড়ে থাকত আর আমি গভীর রাতে তোমার কাছে চ'লে আসতাম।

বিজয়। (চটিয়া) কিন্তু সে যে একটা লম্পট। সে যে তোমার গায়ে হাত দিত।

পারুল। বাঃ রে, সে স্বামী হবে তবু গায়ে হাত দেবে না ?

বিজয়। উঃ, সে তোমার গায়ে হাত দেবে একথা ভাবতেও যে আমার রক্ত গরম হ'য়ে উঠ্‌ছে।

পারুল। বেশ তো, রক্ত গরম হ'য়ে তুমি তাকে খুন ক'রে ফেলতে। তারপর তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হ'য়ে যেত।

বিজয়। বিয়ে আর হ'ত না। কিন্তু সেই লক্ষ্মীছাড়াকে খুন ক'রে আমি ফাঁসি যেতাম।

পারুল। ওমা, আমার কি উপায় হ'ত তবে? (চিন্তা করার ভাণ করিয়া) আমি অবলা নারী, কি আর করতাম। দুদিন পর আবার আর একজনকে ভালবাসতাম।

বিজয়। আবার ভালবাসতে!

পারুল। হ্যাঁ, তুমি যখন মরেই গেলে তখন তো বুঝতেই পারতাম যে ভুল হ'য়েছিল। সুতরাং আবার ভালবাসতাম। কিন্তু এবার আমি ভালবাসতাম যোগেন বাবুকে।

বিজয়। যোগেন বাবু!

পারুল। হ্যাঁ, সেই যে কেরাণী ভদ্রলোক—যার বউ থাকত দেশে। উনি শনিবার শনিবার দেশে যেতেন।

বিজয়। সেই ছাগলটাকে?

পারুল। হ্যাঁ, সুবিধেও হ'ত কারণ ওর বউ দেশে থাকত ব'লে সে কিছুই জানতে পারত না। সোমবার থেকে শুক্রবার পর্য্যন্ত আমাদের অভিসার চলতো।

বিজয়। (চীৎকার করিয়া) বেছে বেছে যত মাতাল আর ছুঁচো ছাড়া কি স্বামী পেলে না?

পারুল। তুমি কি বলতে চাও আমার স্বামী খুব ভাল লোক ছিল?

বিজয়। হ্যাঁ, দুনিয়াতে ভাল লোকের অভাব নেই। তাদের কেউ তোমার স্বামী হ'তে পারত।

পারুল। এই ধর তোমার মতন।

বিজয়। হঁ্যা. ধর আমার মতন।

পারুল। (হাসিয়া) তাহ'লে তো তাকেই ভালবাসতাম, তোমাকে কেন ভালবাসতে যাব ?

বিজয়। (অপ্রস্তুত হইয়া) আচ্ছা, না হয় মেনেই নিলাম যে সে খারাপ লোক ছিল। কিন্তু খারাপ লোক হলেই যে তিমির বাবুর মত একটা ছোটলোক লম্পট লক্ষ্মীছাড়া মাতাল স্বামী হ'তে হবে তার কোনও মানে নেই।

পারুল। কিন্তু তারও তো একজন স্ত্রী ছিল।

বিজয়। তা হয় তো ছিল।

পারুল। (গম্ভীর ভাবে) হয় তো নয়, সত্যি সত্যি ছিল এবং সে হয় তো আমারই মতন ছিল।

বিজয়। (অবাক্ হইয়া) তোমার মতন !

পারুল। হঁ্যা, আমার মতন। এবং সেও হয় তো তোমারই মতন একজনকে ভালবাসত।

বিজয়। তারপর ?

পারুল। তিমির বাবুর স্ত্রী কি করেছিল জান ?

বিজয়। মরে গিয়েছিল।

পারুল। হঁ্যা, গলায় দড়ি দিয়ে মরে গিয়েছিল।

বিজয়। তার মানে—তুমিও— (বিজয় ভীত হইল।)

পারুল। হঁ্যা, আমিও গলায় দড়ি দিতাম।

বিজয়। তবু তুমি আমার কাছে আসতে না ?

পারুল। না।

বিজয়। (উত্তেজিত ভাবে) কেন ? কেন ?

পারুল। (হাসিয়া) তার কারণ একটা ছোটলোক লম্পট মাতালের

উচ্ছিষ্টটাকে তোমাকে দিতে আমি লজ্জায় ঘৃণায় মরে যেতাম এবং সেই লজ্জা থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্য আমি গলায় দড়ি দিতাম।

বেত্রাহতের মত চমকাইয়া দরজার অন্তরাল হইতে
চপলার প্রস্থান। পারুল যাইতে উদ্যত।

বিজয়। পারুল!

পারুল। (দরজার নিকট হইতে হাসিয়া) তুমি চুপ ক'রে বসে তোমার মাথা ঠাণ্ডা কর। আমাকে কাপড় গুছাতে হবে।

প্রস্থান।

বিজয় চিন্তিত ভাবে গালে হাত দিয়া বসিল। পারুল একবার মুখ বাড়াইয়া
তাহাকে দেখিয়া হাসিয়া পুনরায় প্রস্থান করিল এবং একটু পরেই একটি
মাথার বুরুশ এবং চিরুণি হাতে লইয়া আসিল। সে নিঃশব্দে কাছে
আসিয়া বিজয়ের কেশ বিন্যাস করিতে লাগিল।

বিজয়। (আবেগের সহিত পারুলের হাত ধরিবার চেষ্টা করিয়া) পারুল!

পারুল। দাঁড়াও। আগে তোমার মাথাটা ঠিক ক'রে নিই। দেখতেও ঠিক পাগলের মত হয়েছে।

বিজয়। (উঠিয়া দাঁড়াইয়া পারুলের হাত ধরিয়া) পারুল!

নবীনের প্রবেশ। উভয়ের অবস্থা দেখিয়া সে ইতস্তত: করিতে লাগিল।
তাহার মুখ বিষণ্ণ। তাহাকে হঠাৎ লক্ষ্য করিয়া বিজয় পারুলের
হাত ছাড়িয়া সরিয়া দাঁড়াইল।

এই যে নবীন, এস ভাই এস।

নবীন। না, আমি না হয় পরেই আসব। (যাইতে উদ্যত।)

পারুল। (হাসিয়া) না ভাই, আমিই বরং পরে আসব। আমাকে আবার জামাকাপড় গুছাতে হবে।

নবীন। কেন, কোথাও যাচ্ছেন না কি?

পারুল। হ্যাঁ ভাই, তিমির বাবুর কাছে যাচ্ছি।

নবীন। তিমির বাবু!

বিজয় চটিল

পারুল। হ্যাঁ।

হাসিয়া প্রস্থান।

নবীন। পারুলদি কোন তিমির বাবুর কথা বললেন?

বিজয়। (রাগে গড়গড় করিতে করিতে) সে কথা থাক্ ভাই। উনি আমাকে ঠাট্টা করছিলেন। তুমি বস।

নবীন। (বসিয়া) তোমরা সত্যি কোথাও যাচ্ছ নাকি?

বিজয়। ইচ্ছে আছে কলকাতা যাওয়ার, কিন্তু তোমাদের ব্যাপার দেখে যাওয়া হচ্চে না।

নবীন। আমাদের ব্যাপার তো সব শেষ হয়ে গিয়েছে।

বিজয়। (উত্তেজিত ভাবে) আমিও মনে করেছিলাম সব শেষ হ'য়ে গিয়েছে। কিন্তু এখন বুঝতে পারছি সব শেষ হয় নি।

নবীন। তার মানে?

বিজয়। তার মানে এই যে বিয়েটা একটা ছেলেখেলা নয়। আজ ভাল লাগল তাই বিয়ে করলে আবার কাল ভাল লাগল না, অমনি বিয়ে ভেঙ্গে দিয়ে আর একজনের সঙ্গে জুটে গেলে—বিয়েটা অত সস্তা জিনিষ নয়।

নবীন। কিন্তু আমি কি করতে পারি?

বিজয়। যদি আর কিছু না করতে পার তাহ'লে অন্তত গলায় দড়ি দিতে পার।

নবীন। গলায় দড়ি দেব?

বিজয়। হ্যাঁ, আমি হ'লে হয় গলায় দড়ি দিতাম নয় তো ফাঁসি যেতাম।

নবীন। (দাঁড়াইয়া) ফাঁসি!

বিজয়। (ইতস্ততঃ করিয়া) হ্যাঁ।

নবীন হঠাৎ যাইতে উদ্যত। তাহাকে বাধা দিয়া

নবীন!

নবীন। আবার কি বলবে?

বিজয়। (দ্বিধা করিয়া) তুমি কিছু টাকা নেবে?

নবীন। টাকা দিয়ে কি করব? তুমি যা বলছ তা করতে তো টাকার দরকার হয় না।

বিজয়। আমি বলছিলাম—কিছু টাকা নিয়ে তুমি একবার বেড়িয়ে প'ড়ে একটা কাজের চেষ্টা কর। না হয়, একটা কিছু ব্যবসা কর, আমি তোমাকে বেশী ক'রে টাকা দিচ্ছি।

নবীন। না, আমাকে দিয়ে ব্যবসা হবে না। হ'ত, যদি আগের দিন থাকত। (দুঃখের সহিত হাসিয়া) বিজয় দা, যা কেউ কখনও পারেনি আমি তাই করেছিলাম। রাস্তায় রাস্তায় আমি কবিতা খামে পুরে বিক্রী করেছিলাম। মনে পড়ে একদিন আর বিক্রি হয় না দেখে একখানি কবিতা প্যারিস্ পিক্‌চার ব'লে বিক্রি করেছিলাম। নিজেকে ছোট করেছিলাম ব'লে প্রথমে অনেক দুঃখ হয়েছিল কিন্তু পরে আর দুঃখ হয় নি। বরং আমি উল্লাস করেছিলাম। যারা আমার কবিতাকে উপেক্ষা করেছিল তাদেরই মনের কদর্য্যতাকে আমি খামেপুরে তাদের মুখে নিক্ষেপ করেছিলাম। আজও দেখছি সেই মুখ। কিন্তু আজ আর ব্যবসা নয়, আজ এটা আমার জীবন মরণের প্রশ্ন। যে দিকে তাকাই সেই দিকেই দেখি সেই একমুখ, সেই ব্যভিচার, হৃদয়কে নিয়ে

সেই কুৎসিৎ কৌশল। যে দিকে তাকাই সেই দিকেই দেখি এক একটা অপূর্ব্ব চৌধুরী শকুনের মত ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমার প্রেমকে যারা উপেক্ষা করেছে তাদেরই চরিত্রের কদর্য্যতাকে অবলম্বন ক'রে আজ আমি তাদেরই আকাশে ধূমকেতু হ'য়ে থাকব, না কি সেই মুখকে চিরদিনের জন্য নিশ্চিহ্ন করব সেইটেই প্রশ্ন।

মহেন্দ্রের প্রবেশ।

মহেন্দ্র। (ইতস্ততঃ করিয়া নবীনকে) বাবা, আমি মর্ম্মাহত হয়েছি।

নবীন নীরব

আমার বলবার কিছুই নেই, কিন্তু তুমি যদি ভরসা দাও তো একটা কথা বলি।

নবীন নীরব

আমার যা কিছু আছে তা তো তোমরাই পাবে। আমি তোমাকে কিছু টাকা দিচ্ছি, তুমি একবার চেষ্টা ক'রে দেখ।

নবীন। যা গিয়েছে টাকা দিয়ে তাকে ফেরানো যাবে না।

মহেন্দ্র। বাবা, যুথি এখনও ছেলে মানুষ। স্বভাবতঃই সে একটু চঞ্চল। টাকা থাকলে সে যা চায় তুমিও তাকে তাই দিতে পারবে। আমার মনে হয় সে এখনও—এখনও—

নবীন। না তা হবে না। সে আর ফিরবে না।

মহেন্দ্র। বাবা, আমি তোমার কাছে ভিক্ষা চাইছি। তুমি আর একটিবার চেষ্টা কর। যদি একটা কিছু হয় তাহ'লে তার পরিণাম যে কি ভয়ঙ্কর হবে, তা তুমি জান না, কিন্তু আ-আমি জানি।

নবীন। পরিণাম কি হয় আমার তা বেশ জানা আছে। আমাদের বিবাহের যে এই পরিণাম হবে তাও আমি জানতাম।

মহেন্দ্র। (চমকিত হইয়া) তুমি কি জানতে?

নবীন উত্তর না দিয়া নীরবে হাসিল। মহেন্দ্র তাহাকে শক্ত করিয়া ধরিল এবং চীৎকার করিয়া বলিল।

নবীন! তুমি কি জানতে? তুমি কি জানতে তোমাকে তা বলতে হবে।

উদ্বিগ্ন ভাবে পারুলের প্রবেশ

পারুল। বাবা!

মহেন্দ্র। (কর্ণপাত না করিয়া) তুমি একটু আগেই আরও একবার ইঙ্গিত করেছিলে। আজ আমাকে নিঃসংশয় হ'তে হবে। তোমাকে বলতে হবে তুমি কি জানতে।

পারুল। বাবা! তোমরা কি সকলেই পাগল হ'য়ে গেলে? নবীন কি জানে?

বিজয়। (মহেন্দ্র এবং নবীনকে আলাদা করিয়া তীব্রভাবে) নবীন, তুমি বুঝতে পারছ তোমার কথার গুরুত্ব কি? তোমাকে বলতে হবে তুমি কি জানতে।

তাহার মনের ভাব এই যে সত্য কথা বলিলে সে নবীনকে খুন করিবে।

কিন্তু তোমাকে সাবধান ক'রে দিচ্ছি।

পারুলের দিকে একবার তাকাইয়া

মিছে কথা বললে তোমাকে—আমি—

পারুল। তোমরা কি বলছ? বাবা, নবীনকে তুমি কি বলতে বলছ?

মহেন্দ্র। (গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া পলায়ন করিতে উদ্যত।) না, না, কিছু নয়, কিছু নয় মা, ওটা একটা বাজে কথা।

পারুল। বাবা!

মহেন্দ্র দাঁড়াইল।

আমাকে মিছামিছি কেন ফাঁকি দিতে চাইছ? ওটা কক্ষনও বাজে কথা নয়। বাজে কথা নিয়ে তোমরা কখনও এ রকম ভাবে কথা বলতে না।

মহেন্দ্র। তোমার সে কথা শুনে দরকার নেই মা। আ-আমিও আর জানতে চাই না।

যাইতে উদ্যত।

পারুল। বাবা! তুমি দাঁড়াও।

নবীন ভীত হইল।

মহেন্দ্র। (অপরাধীর মত) আমি শুনতে চাই না মা।

বিজয়। কিন্তু আপনাকে শুনতে হবে।

মহেন্দ্র। না, না, বিজয়। তুমি জান না, তুমি বুঝতে পারছ না, আমি শুনতে চাই না বাবা।

বিজয়। আপনি ভয় পাবেন না।

নবীনের দিকে তাকাইয়া।

নবীন এমন কিছু বলবে না যাতে আপনার কিছু ক্ষতি হ'তে পারে।

মহেন্দ্র। না, না, বিজয়! আমি আমার কথা ভাবছি না। আমি ভাবছি·· (ছটফট্ করিয়া) না, না, আমি শুনতে চাই না বাবা।

পারুল। বাবা, আমি বুঝতে পারি না নবীন এমন কি জানতে পারে যাতে তুমি ভয় পেতে পার।

মহেন্দ্র। ভয়! না, না, ভয় কেন পাব? তুমি বুঝতে পারছ না।

বিজয়। (নবীনকে ঝাঁকিয়া) নবীন, তুমি বলবে কি না বল।

নবীন। (দ্বিধা করিয়া) আমি বলছি বিজয়দা। আ-আমি জানতাম যে যুথিকা এ রকম হবে কারণ—কারণ—

বিজয়। কি কারণ?

নবীন। কারণ, প্রথমতঃ সে বড়লোকের মেয়ে কিন্তু আমি গরীব, দ্বিতীয়তঃ —দ্বিতীয়তঃ—সে ঠিক আমাদের মতন সাধারণ ভাবে মানুষ হয় নি।

পারুল। অসাধারণ কি দেখলে তুমি?

নবীন। আপনার কথা বলছি না পারুলদি কিন্তু যূথি ঠিক আমাদের মত নয়—মানে-মানে—

প্রায় কাঁদিয়া মহেন্দ্রর প্রতি।

আপনি ওকে কোনদিন শাসন করেন নি, এতটা প্রশ্রয় দিয়েছেন ব'লেই আমি জানতাম যে যূথি এ রকমই হবে।

মহেন্দ্র এবং বিজয় আশ্বস্ত হইয়া বাঁচিল।

পারুল। এই কথা বলতে তুমি এত ভাবছিলে কেন? তুমি ঠিক কথাই বলেছ। তোমরা যাই কেন মনে না কর, বাবা, আমি বলবই যে নবীন ঠিক কথাই বলেছে। তোমরা যূথিকে কোনও দিনই শাসন করনি। বাড়িতে এসে কতকগুলো অসচ্চরিত্র লোক দিনরাত ওর সঙ্গে অবাধ মেলামেশা করছে তবু তুমি একটা কথা বলনি। এটা যে তোমাদের অন্যায় হয়েছে তা অস্বীকার করবার উপায় নেই।

মহেন্দ্র! তুমি ঠিক বলেছ মা, আমি আজ থেকেই ওকে শাসন করব। আমাকে একবার চেষ্টা করতেই হবে।

প্রস্থান।

পারুল। তুমি কি রকম ছেলে বল তো। সত্যি কথা বলবে তাতে ভয় কি? এই সাধারণ একটা কথা নিয়ে এত হেঁয়ালি ক'রে অনর্থক চ্যাঁচামেচি করলে? তুমি সত্যি কথাইতো বলেছ। যূথি আমার মেয়ে হ'লে তাকে কাণ ধরে আমি শাসন করতাম। আমার মনে হয় প্রয়োজন মত শাসন করা সম্বন্ধে তোমারও একটা কর্ত্তব্য আছে। স্বামী স্ত্রীকে দরকার

হ'লে শাসন করতে পারে এবং স্ত্রীও স্বামীকে দরকার হ'লে শাসন করতে পারে। ভালবাসলেই সেই অধিকার হ'য়ে থাকে। আমার স্বামী যদি আর কারুর সঙ্গে ইয়ার্কি ক'রে বেড়াতো তাহ'লে আমি তাকে অবশ্য শাসন করতাম।

বিজয় হাসিল।

এটা হাসির কথা নয়। তোমাকে ভাল না বাসলে আলাদা কথা ছিল, কিন্তু তোমাকে যতদিন একান্ত আপনার ব'লে মনে মনে জানব ততদিন আমার কাছ থেকে তোমাকে কেউ ছিনিয়ে নিতে পারবে না। সেই তুলনায় বাঘের কাছ থেকে তার বাচ্চা কেড়ে নেওয়া বরং সহজ। (হাসিয়া বিজয়কে) তোমার তো অনেক মেয়ে বন্ধু আছে। আমি কি করি দেখবার ইচ্ছে থাকে তো তাদের কাউকে ব'লে দেখ না একবার চেষ্টা করতে।

প্রস্থান।

বিজয় নবীনের দিকে তীব্রভাবে তাকাইল।

নবীন। (ইতস্ততঃ করিয়া) তুমি বলেছিলে কিছু টাকা দেবে ?

বিজয়। (টেবিলের কাছে আসিয়া ড্রয়ার খুলিয়া) কত টাকা চাও ?

নবীন। বেশী নয়। আজ শ'খানিক দাও।

বিজয় টাকা দিল নবীন যাইতে উদ্যত।

বিজয়। তুমি কি এখন বাইরে যাচ্চ ?

নবীন। হ্যাঁ।

বিজয়। কোথায় যাচ্চ ?

নবীন। (ফিরিয়া দাঁড়াইয়া) জাহান্নমে।

প্রস্থান।

বিজয় কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া এমন ভাবে দুই হাত ছড়াইল যেন বুঝাইতে চাহিল সবই অদৃষ্টের হাত। পারুল যেই দিকে গিয়াছে সেই দিকে সে প্রস্থান করিল। অপর দরজা দিয়া চুপি চুপি চপলার প্রবেশ। সে অতিশয় সন্তর্পণে সেলফের কাছে আসিয়া এদিক ওদিক চাহিয়া একটি বিষের শিশি হাতে লইল। বাহিরে বিজয় এবং পারুলের কথা শুনা গেল। বিষের শিশি লুকাইয়া লইয়া চপলা পলায়ন করিল।

বিজয় এবং পারুলের পুনঃ প্রবেশ।

বিজয়। এরকমভাবে বেশী দিন চললে আমরা সত্যি সত্যি পাগল হ'য়ে যাব। অন্ততঃ কিছুদিনের জন্য আমাদের বাইরে যেতেই হবে।

সেলফের পাশ দিয়া আসিবার সময় তাহাতে পা লাগিয়া বিজয় পড়িয়া যাইবার উপক্রম করিল।

পারুল। আহা! লাগল?

বিজয়। না, লাগেনি।

পারুল। (সেল্‌ফের দিকে তাকাইয়া) দেখ, তোমাকে অনেক দিন আমি বলেছি যে একটা খোলা যায়গায় অতগুলো বিষের শিশি রেখে দেওয়াটা ঠিক নয়। বাড়িতে যে রকম ব্যাপার হচ্চে আমার তো ভয়ই করছে।

বিজয়। তুমি আবার একটুতেই ভয় পাও। (সেল্‌ফের দিকে তাকাইয়া চিন্তিত ভাবে) তাই তো! (কাছে আসিয়া ভাল করিয়া দেখিয়া) আর একটা শিশি গেল কোথায়?

পারুল। (সভয়ে) কি ছিল সেটাতে?

বিজয়। ভয়ানক একটা বিষ। একটু খানি খেলেই যে হার্টফেল করবে।

পারুল। তুমি বল কি? কে নেবে এখান থেকে?

বিজয়। আমি তো ওটাকে ডাক্তারখানায় নিয়ে গেছি বলে মনে হয় না।

পারুল। (অত্যন্ত ভয়ের সহিত) তোমার ঠিক মনে আছে তো ?

বিজয়। (পারুলের ভয় লক্ষ্য করিয়া) কি জানি হয় তো ডাক্তারখানাতেই নিয়ে গিয়েছি। যাক্ তুমি ভয় পেও না। আমি কালই ডাক্তারখানাতে ভাল করে খুঁজে দেখব। এইগুলোও বন্ধ ক'রে দিচ্ছি।

বিষগুলি দেরাজে বন্ধ করিল।

যাক্ তুমি ভেবো না। আমি কালই খুঁজে দেখব।

পারুল। আমি তোমাকে কতবার বলেছি সাবধান হ'তে।

বিজয়। কেন অনর্থক ভয় পাচ্চ ? এই বাড়িতে আত্মহত্যা করবার মতন কেউ নেই। চল, আমরা বরং একটু বেড়িয়ে আসি, চল।

উভয়ের প্রস্থান

তৃতীয় অঙ্ক।

স্থান—মহেন্দ্রের বাড়ির বসিবার ঘর। আধুনিক আসবাব পত্র। একটি বড় সোফার সামনে একটি মাঝারি আকারের গোল চায়ের টেবিল; ইতস্তত: আরও কয়েকটি চায়ের টেবিল। একপাশে দেয়ালের গায়ে লিখিবার টেবিল।

সময়—পরদিন বিকালে।

চপলা চিঠি লিখিতেছে, তাহার মুখ কঠোর। মহেন্দ্রের প্রবেশ।

চপলা। (মুখ তুলিয়া) আমার জন্য সেই পাঁচহাজার টাকা এনেছ?

মহেন্দ্র। এনেছি।

চপলা। দাও।

মহেন্দ্র। (টাকা দিয়া) তুমি কাকে চিঠি লিখছ?

চপলা। (টাকা লইয়া ব্যাগে রাখিতে রাখিতে) সব নম্বরী নোট তো?

মহেন্দ্র। হ্যাঁ। সব নম্বর টুকে রাখা হয়েছে।

চপলা। বেশ, এবার যা যা করবার তা আমিই করব।

মহেন্দ্র। তুমি কাকে চিঠি লিখছ?

চপলা। অবিনাশ গোয়েন্দাকে।

মহেন্দ্র। (বিরক্ত হইয়া) আবার চিঠি লেখা কেন? সে তো অমনি আসতো।

চপলা। তাকে চা খেতে নেমন্তন্ন করছি।

মহেন্দ্র। চা খেতে!, তুমি ঐ রাসকেলটাকে চা খেতে বলছ?

চপলা। (হেঁয়ালির সহিত) খেলেই বা এক পেয়ালা চা। এক পেয়ালা চা খেলেই যদি সে সত্যি সত্যি ঠাণ্ডা হয় তাতে দোষ কি?

মহেন্দ্র। তোমার কথা আমি বুঝতে পারছি না চপলা। তুমি কি যে মতলব করেছ কিছুই বুঝতে পারছি না। ওর মতন একটা ছোটলোককে তুমি কেন যে চা খেতে বলছ !

চপলা। কেন মাথা ঘামাচ্চ ? তুমি বুঝতে পারবে না। আমি সন্তানের মা। সন্তানকে বাঁচাতে হ'লে মাকে অনেক ছোট হ'তে হয়। এতো সামান্য। যাও, তুমি একটা চাকরকে ঠিকানাটা ভাল ক'রে বুঝিয়ে দাও। সে আমার চিঠিটা নিয়ে এক্ষুনি যাবে।

মহেন্দ্র। (চিন্তিত ভাবে যাইতে যাইতে দরজার নিকট হইতে ফিরিয়া আসিয়া) কিন্তু সে অত সহজ পাত্র নয় যে তাকে এক পেয়ালা চা খাইয়ে ভুলিয়ে দেবে।

চপলা। তুমি যাও। আমাকে চিঠিটা শেষ করতে দাও। এক পেয়ালা চাতে অনেক কিছু ভুলিয়ে দেওয়া যেতে পারে। (মহেন্দ্র ভীত হইল। চপলা হাসিল।) যূথি কোথায় ?

মহেন্দ্র। এখনও বাইরে যায়নি বোধ হয়।

চপলা। তুমি বলেছিলে তাকে একটু সমঝে দেবে। সময় খুব বেশী নেই। গড়িমসি করলে কোনও চেষ্টাতেই হয় তো কোনও ফলই হবে না।

মহেন্দ্র। না আমি আজকেই একটা হেস্ত নেস্ত করব।

চপলা। হেস্ত নেস্ত করবার সময় সত্যি এসেছে। তুমি তোমার কাজ কর। আমিও অবিনাশের ব্যাপারটাকে আজই একটা হেস্ত নেস্ত করব।

মহেন্দ্র। (সন্দেহের সহিত) কি করবে তুমি ?

চপলা। বারবার বিরক্ত ক'রো না। যে ক'রেই হোক তার মুখ আমি বন্ধ করব। পারুলকে আমি বাঁচাব। যূথির ভবিষ্যৎ তোমার হাতে। এখনও শাসন করলে ফল পেতে পার।

মহেন্দ্র। তোমার যা কিছু চিন্তা ভাবনা তার সবই দেখছি পারুলের জন্য, যেন যূথি তোমার কেউ নয়।

চপলা। পারুলের জন্য বেশী চিন্তা করি যেহেতু তার কেউ নেই। তার কোনও আশ্রয় নেই।

মহেন্দ্র। আশ্রয় নেই কেন? আমি কি তাকে কখনও অনাদর করেছি? নিজের মেয়ের মতই তাকে প্রতিপালন করেছি।

চপলা। তবু তার কেউ নেই। তুমি তার কেউ নও। আমি তার কাছে অস্পৃশ্য। যদি সব কথা প্রকাশ হ'য়ে পড়ে তাহ'লে বিজয়ও হয়তো তাকে পরিত্যাগ করবে। তার বাপ থেকেও নেই কারণ আমরাই তার কাছ থেকে ওকে লুকিয়ে রেখেছি সুতরাং—

মহেন্দ্র। সুতরাং?

চপলা। সুতরাং যার জন্য তার আজ এই অসহায় অবস্থা হয়েছে তাকেই একটা কিছু করতে হবে। তুমি যাও। একটা চাকরকে অবিনাশ গোয়েন্দার ঠিকানাটা ভাল ক'রে বুঝিয়ে দাও।

বিড়বিড় করিতে করিতে মহেন্দ্রের প্রস্থান। চপলা পুনরায় লিখিতে লাগিল। চিন্তিতভাবে পারুলের প্রবেশ।

পারুল। মা!

চপলা। (তাড়াতাড়ি চিঠি চাপা দিয়া হাসিবার চেষ্টা করিয়া) কি হয়েছে মা?

পারুল। বিজয় এখনও আসেনি?

চপলা। এলে তো তোমার কাছেই আগে যেত মা। আমার মনে হয় পরাশর বাবুকে আনতে ষ্টেশনে গিয়েছে। (উঠিয়া পারুলকে আদর করিয়া) কি হয়েছে?

পারুল। ওর ঘর থেকে একটা জিনিষ হারিয়েছে। সেই থেকে আমার ভারি মন খারাপ হ'য়ে গিয়েছে।

চপলা। (চমকাইয়া) কি হারিয়েছে?

পারুল। এক শিশি বিষ।

চপলা। (প্রায় ধৈর্য্যচ্যুতি হইল) বিষ! কোথায় ছিল বিষ!

পারুল। ওর সেল্‌ফের উপরে ছিল। আমি কতদিন বারণ করেছি ওখানে রাখতে। (চপলার অবস্থা লক্ষ্য করিয়া) তুমি ভয় পাচ্ছ কেন মা?

চপলা। ভয়! কই? না, না, না, না, আমি ভয় পাব কেন?

পারুল। না, তুমি সত্যি ভয় পেয়েছ। তোমার মুখ দেখে আমি বুঝতে পারছি তুমি ভয় পেয়েছ।

চপলা। (ঢোক গিলিয়া) তা হয় তো একটু পেয়েছি মা। বাড়ি থেকে বিষ হারিয়ে গেলে সন্তানের মা একটু ভয় পাবে বৈ কি।

পারুল। তুমি ভয় পেও না মা। উনি হয়তো ডাক্তারখানাতেই ওটাকে নিয়ে গিয়েছেন।

চপলা। (আশ্বস্ত হইয়া) হয় তো তাই করেছে বিজয়।

পারুল। একটা লোক পাঠিয়ে খবর নেব?

চপলা। (ব্যস্তভাবে) না, না, না।. আর একটু পরেই তো সে এসে যাবে। আমরা বেশী ভয় পেলে বিজয়ও তো চিন্তিত হ'য়ে পড়বে। কোথাও হয়তো আছে ঘরেই। ভাল ক'রে একবার খুঁজে দেখ।

পারুল। আচ্ছা, আমি আর একবার খুঁজে দেখি। (যাইতে উদ্যত)

চপলা। (কোমল ভাবে) পারুল!

পারুল। (ফিরিয়া কাছে আসিয়া) আমাকে ডাকলে মা?

চপলা। (আদর করিতে করিতে আড়ষ্টভাবে) তোমার যখন ছেলে হবে তখন তুমি বুঝতে পারবে আমি তোমাকে কত ভালবাসি।

পারুল। (হাসিয়া) এই কথা কেন বলছ মা? তোমার মতন মা আর একটিও নেই।

চপলা। তা আছে বৈ কি পারুল। দোষ ক্রটি নিয়েই আমরা বেঁচে থাকি। আমারও অনেক দোষ, অনেক ক্রটি আছে মা। কিন্তু আমি যখন মরে যাব তখন তোমার নিজের সন্তানের মুখ দেখে তুমি আমার সকল ক্রটি মার্জ্জনা ক'রো।

পারুল। ছি, তুমি মরবার কথা কেন বলছ?

চপলা। মানুষের জীবন, বলা যায় না তো।

পারুল। (হাসিয়া) কিন্তু তোমার কোনও ক্রটিই যে নেই।

চপলা। (অত্যন্ত মর্ম্মবেদনার সহিত) কিন্তু যদি কোনও দিন এমন কোনও ক্রটি তোমার চোখে পড়ে যা—যা তুমি ক্ষমা করতে চাইবে না তাহ'লে আমাকে এই ভেবে ক্ষমা করো যে তোমাকে আমি আমার নিজের জীবনের চাইতেও অনেক বেশী ভালবেসেছিলাম।

পারুল। তোমার কি হয়েছে আজ? তোমার কোনও দোষ থাকতে পারে একথা আমি কল্পনাও করতে পারি না মা। তোমার মতন মা যে সবার হয় না তা তো আমি নিজেই বুঝতে পারছি। তা ছাড়া সহরের সকলেই ব'লে যে তোমার মতন স্ত্রীও তারা বেশী দেখেনি। বাবাও সেই কথা অনেকবার বলেছেন।

চপলা। (কষ্টে আত্মসংযম করিয়া) আচ্ছা, তুমি এখন যাও মা। দেখ তো যূথি কি করছে। আমার একটু কাজ আছে।

পারুল। (হাসিয়া) কিন্তু কথা দাও তুমি আর ওসব অলক্ষণে কথা বলবে না।

চপলা। (চেষ্টা করিয়া হাসিয়া) আচ্ছা আর বলব না।

পারুল। মনে থাকে যেন।

প্রস্থান

চপলা তাড়াতাড়ি চিঠি শেষ করিয়া খামে পুরিয়া বেয়ারাকে ডাকিল কিন্তু কোনও সাড়া না পাইয়া চিঠি হাতে করিয়া বাহিরে গেল। সঙ্গে সঙ্গে মহেন্দ্র এবং যুথিকার প্রবেশ। যুথিকা সুসজ্জিত। উভয়েই উত্তেজিত।

মহেন্দ্র। তুমি আজও বাইরে যাচ্চ ?

যুথিকা। হাঁ বাবা, যাচ্চি, কিন্তু এখন নয়। আমাদের এখানে একটা পার্টি আছে। সন্ধ্যের পর আমরা বাইরে যাব।

মহেন্দ্র। আমার এখানে তোমাদের আর পার্টি করা চলবে না। অত খরচ আমি বইতে পারব না।

যুথিকা। (হাসিয়া) তোমার টাকাগুলো খাবে কে ?

মহেন্দ্র। তুমি হেসো না যুথি। আমি তোমার অনেক ছেলেমানুষী সহ্য করেছি কিন্তু আর নয়। তোমার উচ্ছৃঙ্খলতা মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছে।

যুথিকা। (বিরক্ত হইয়া) উচ্ছৃঙ্খলতা ! ওঃ তুমিও বুঝি নবীনের দলে গিয়েছ ?

মহেন্দ্র। নবীনের দল ব'লে কিছু নেই। যে কোনও ভদ্রলোক নবীনের পক্ষে এবং তোমার বিপক্ষে কথা বলবে। সে তোমার স্বামী।

যুথিকা। অতএব সে আমার মাথা কিনে নিয়েছে।

মহেন্দ্র। মাথা কিনে নেয় নি কিন্তু এমন কোনও অপরাধ সে করেছে বলে আমাদের জানা নেই যার জন্য এ রকম ভাবে তুমি তাকে অপমান করতে পার।

যুথিকা। সে দিনরাত আমার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করে, আমার বন্ধুবান্ধবকে অপমান করে। সে আমার বন্ধু অপূর্ব্বকে লম্পট বলেছে।

মহেন্দ্র। (তীব্রভাবে) সে লম্পট নয় ?

যুথিকা তাহার তীব্র দৃষ্টি সহ্য করিতে না পারিয়া মুখ নামাইল। মহেন্দ্র কোমল হইল।

যূথি ! মা ! তুমি বুঝতে পারছ না। ভেবে দেখ, নবীন তো মন্দ ছেলে নয়। সে পয়সা উপায় করতে পারে না, তাতে ক্ষতি কি? আমার তো যথেষ্ট পয়সা রয়েছে।

যূথিকা। নবীনের সঙ্গে আমার বনবে না। সে যা চায় আমি তা চাই না। আমি যা চাই সে তা দিতে পারে না।

চপলার প্রবেশ।

মহেন্দ্র। (চপলাকে) শুনেছ ওর কথা? (যূথিকাকে) তুমি কি চাও? তুমি বিবাহ করেছ, সংসারী হওয়াই তোমার ধর্ম্ম।

যূথিকা। কিন্তু যাকে আমি ভালবাসি না তাকে নিয়ে সংসার করতে আমি অস্বীকার করি। এতে যদি ধর্ম্ম ক্ষুণ্ণ হয় হবে। পরকাল আমি মানি না। একটা অনির্দ্দিষ্ট ভবিষ্যতের চিন্তায় আমি আমার জীবনটাকে নষ্ট করতে পারি না। সে চায় আমি আমার সমস্ত বন্ধুবান্ধব পরিত্যাগ ক'রে সমস্ত আমোদ প্রমোদ তুচ্ছ ক'রে শুধু তার মুখ চেয়ে বসে থাকি। কেন? সে চায় আমাকে গ্রাস করতে তার স্বামীত্বের অধিকারের বলে। শুধু অধিকার প্রয়োগ করা ছাড়া অন্য কোনও ভাব যদি তার মনের মধ্যে থাকত, যদি আমার জন্য তার এতটুকু ভালবাসা থাকত তাহ'লে সে মানুষ হবার চেষ্টা করত, এই রকম ক'রে শ্বশুর বাড়িতে ঘরজামাই হ'য়ে বসে থাকত না। সে আমাকে কি দিয়েছে?

চপলা। মা, আজ যৌবনের প্রান্তে এসে আমি বুঝেছি যে দেনা পাওনার হিসাব দিয়ে ভালবাসা মাপা যায় না।

যূথিকা। আমি যৌবনের প্রান্তে এখনও আসিনি।

চপলা। কিন্তু আসতে হবে একদিন।

যূথিকা। যে দিন আসব সে দিন চিন্তা করব। আমি এখন চাই বাঁচতে। ভবিষ্যতের চিন্তা আমি করি না, পরকালেরও নয়।

চপলা। পরকাল অনেক দূরের কথা মা। ইহকালের কথাই ভেবে দেখ। স্বামীকে যে পরিত্যাগ করে সেই স্ত্রীলোককে সমাজ কখনও ক্ষমা করে না।

যূথিকা। আমি সমাজের ভয় করি না।

চপলা। বলা অত্যন্ত সহজ। কিন্তু ভয়ের কারণ যখন হবে তখন তোমার বন্ধুবান্ধব কেউ এগিয়ে আসবে না। দিনের আলোতে ভূতের ভয় আমরা করি না কিন্তু যখন অন্ধকার ঘনিয়ে আসে তখন?

যূথিকা। যখন আসবে তখন তোমার কথা শুনব, এখন নয়।

মহেন্দ্র। না তোমাকে এখনই শুনতে হবে। আমাদের যা বক্তব্য আছে তা তোমাকে শুনতে হবে।

যূথিকা। তোমাদের যা বক্তব্য তা আমার বেশ জানা আছে। তোমরা দুজনে বিবাহ ক'রে সুখী হয়েছ, আমি সুখী হইনি। বিবাহের বন্ধনের মধ্যে তোমরা ভালবাসাকে খুঁজে পেয়েছ, কিন্তু আমি খুঁজে পাইনি। তোমরা আমার দুঃখ বুঝবে না। (চপলাকে) যে স্বামীকে ভালবাসি না তার সঙ্গে ঘর করা যে কি দুর্ভাগ্য তা তুমি বুঝবে না মা।

চপলা। আমি সব বুঝি যূথি। আবার স্বামীকে ত্যাগ ক'রে সমাজের বাইরে আসা যে কি দুর্ভাগ্য তাও আমি জানি। আমরা যদি পাথর দিয়ে তৈরী হ'তাম তাহ'লে একপশলা বৃষ্টি হ'লে গায়ের ময়লা মুছে যেত, কিন্তু আমরা তা নই, আমরা রক্তমাংসে তৈরি। প্রত্যেক শিরায় শিরায় যে পাপ বইছে তাকে মুছে ফেলতে আমরা পারি না। শুধু একটিমাত্র উপায় আছে।

মহেন্দ্র। (বাধা দিয়া) চপলা!

চপলা। তুমি বাধা দিও না। আমি ওকে সেই পথ দেখিয়ে দেব। আমি ওর মা। ওর ভবিষ্যৎ কল্পনা করতেও আমার বুক ফেটে যাচ্ছে।

যূথি! আমি তোমাকে মুক্তির পথ দেখিয়ে দেব। সমাজকে উপেক্ষা শুধু সেই করতে পারে যে মহৎ, অর্থাৎ সুখ দুঃখকে যে সমান জ্ঞান করে, কিন্তু যে ক্ষুদ্র সে তা পারে না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য যে নিয়মকে লঙ্ঘন করে, স্বার্থের জন্যই তাকে সেই সমাজের দুয়ারে দয়া ভিক্ষা করতে হয় অথবা, আশ্রয় করতে হয় পাপ, প্রবঞ্চনা, অধর্ম্ম, মিথ্যা। তোমাকেও তাই করতে হবে। লোকের কাছে এবং তোমার নিজের কাছে তোমার পাপকে ঢাকতে ঢাকতেই তোমার দিন কেটে যাবে। তোমার বুক ফেটে গিয়ে খণ্ড খণ্ড হয়ে যাবে, তোমার জীবন শ্মশান হ'য়ে যাবে, নিজের কাছেও তুমি অস্পৃশ্য হ'য়ে থাকবে। কিন্তু আমি তোমাকে পথ দেখিয়ে দেব। পারুল আমার চোখ ফুটিয়ে দিয়েছে।

যূথিকা। (সভয়ে) দিদি কি বলেছে?

চপলা। (স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া) বলেনি কিছু। কিন্তু সে নিজে পবিত্র বলে পবিত্রতার ধর্ম্মকে সে বুঝেছে। তার মতে অপবিত্রতার অপমান সহ্য করার চাইতে আত্মহত্যা করা ভাল।

যূথিকা চমকাইল।

মহেন্দ্র। চপলা! তুমি মা হ'য়ে সন্তানকে এমন কথা বলতে পারলে?

চপলা। হ্যাঁ, আমি ওর মা ব'লেই বলতে পেরেছি। সন্তানের শোকে আমি পুড়ে ছাই হয়ে যাব কিন্তু সে বাঁচবে। মরে গিয়ে সে দুঃসহ যন্ত্রণার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবে। (যাইতে যাইতে) তিলে তিলে মরার চাইতে মরে যাওয়া ভাল, মরে যাওয়া ভাল।

চপলা দরজার কাছে যাইতেই মাতাল অবস্থায় টলিতে টলিতে নবীনের প্রবেশ।

নবীন। হুর রে! হুর রে! তারা সব কোথায়?

চপলা। (তীব্রভাবে) নবীন! ব্যাপার কি?

নবীন। ব্যাপার কিছুই নয়, আমি একটু মদ খেয়েছি। হিক্।

চপলা। মদ খেয়েছ?

নবীন। আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি মদ খেয়েছি। আমি নাচতে জানিনা ব'লে যূথি আমাকে পছন্দ করে না, তাই আমি মদ খেয়েছি। আমি আজ সবার সঙ্গে নাচব। মেয়েগুলো সব কোথায়? হিক্।

মহেন্দ্র। নবীন, তুমি এত অধঃপাতে যেতে পার এটা নিজের চোখে না দেখলে আমার বিশ্বাস হ'ত না।

নবীন। হা-হা-হা-হা। যূথির যে তাই পছন্দ। যত লম্পট ওর কাছে আসে তাদের সবাইকে আমি হার মানিয়ে ছাড়ব। হা-হা-হা-হা। যূথি, এখন আমাকে পছন্দ হয় তো? দেখ, আমি কেমন নাচতে শিখেছি, হা-হা-হা-হা (নৃত্যের ভঙ্গী করিতে যাইয়া হুড়মুড় করিয়া মাটিতে পড়িয়া গিয়া অচৈতন্য হইল।)

যূথিকা। তোমরা বলছ এই অপমানও আমাকে সহ্য করতে হবে?

চপলা। (তীব্রভাবে) হ্যাঁ, তোমাকে সহ্য করতে হবে, এর চাইতে আরও অনেক বেশী তোমাকে সহ্য করতে হবে, য়্যান্ আই ফর য়্যান্ আই, এ টুথ্ ফর এ টুথ্, (যূথিকার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া) এ লাইফ ফর (নবীনকে দেখাইয়া) এ লাইফ, তোমাকে দিতে হবে। একটা জীবন তুমি ধ্বংস করেছ, তোমার নিজের জীবন দিয়ে তার প্রায়শ্চিত্ত তোমাকে করতে হবে।

চপলার প্রস্থান।

যূথিকা কাঁদিতে লাগিল। মহেন্দ্র কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়। পরাশরের প্রবেশ। নবীনকে মাটিতে দেখিয়া সে অবাক্ হইল।

পরাশর। একি?

মহেন্দ্র উত্তর দিতে না পারিয়া ছটফট্ করিতে লাগিল। পরাশর নবীনকে উঠাইল।

নবীন!

নবীন। য়্যা?

পরাশর। একি? তুমি মদ খেয়েছ?

নবীন। হ্যাঁ, আমি খেয়েছি।

নবীন কাঁদিতে লাগিল। পরাশর তাহাকে সান্ত্বনা দিতে লাগিল।

পরাশর। নবীন, সহজে হাল ছেড়ে দেওয়া যৌবনের ধর্ম্ম নয়।

নবীন। আমি তা জানি মাষ্টার মশাই। আঘাতের বিনিময়ে আঘাত করাই যৌবনের ধর্ম্ম। আমি যা পেয়েছি ওর কাছ থেকে তাই ওকে হাজারগুণ ক'রে আমি ফিরিয়ে দেব, আমি প্রত্যেকটি আঘাত ফিরিয়ে দেব।

টলিতে টলিতে প্রস্থান।

যূথিকা। (উমার সহিত) বাবা!

মহেন্দ্র। (চমকাইয়া) কে তোর বাবা? আমি তোর বাবা নই। আমি শুধু জন্মদাতা, কিন্তু তোকে জন্ম দিয়ে আমি ভুল করেছি।

যূথিকা। (ভীত হইয়া) বাবা!

মহেন্দ্র। (চীৎকার করিয়া) বেরিয়ে যা সুমুখ থেকে, আমার সুমুখ থেকে বেরিয়ে যা।

যূথিকার প্রস্থান।

আমার মনে হচ্চে পুরাণো পাপ আবার মাথা নেড়ে উঠছে। সন্তানকে বলি দিয়ে আমাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। কিন্তু কেন? আমি কি অন্যায় করেছিলাম মাষ্টারমশাই? আমি চপলাকে ভালবেসেছিলাম। ভালবাসা কি পাপ?

নেপথ্যে নবীনের বিকট হাস্য। মহেন্দ্র চমকাইল। কিন্তু প্রকৃতিস্থ
হইয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল

আ-আমি স্বীকার করি যে চপলার স্বামীর উপর আমরা অন্যায় করেছিলাম কিন্তু এই কথাও তো সত্যি যে আমরা দুজনে ভালবেসেছিলাম। তা ছাড়া পরেশ চপলাকে কি দিতে পারত? আমি চপলাকে যা দিয়েছি সে ওকে তা দিতে পারত কি?

নেপথ্যে নবীনের বিকট হাস্য। মহেন্দ্র চীৎকার করিয়া উঠিল

আঃ আমি আজই ঐ মাতালটাকে ঘাড় ধ'রে বের করে দেব।

মহেন্দ্র বেগে প্রস্থান করিল। পরাশর চিন্তিত। ব্যস্ততার সহিত
বিজয়ের প্রবেশ।

বিজয়। মাষ্টারমশাই! (পরাশর নিঃশব্দে হাসিল) মাষ্টারমশাই! আমি যে পরেশবাবুকে আর আটকে রাখতে পারছি না। উনি বলছেন যে এখনই উনি পারুলের সঙ্গে দেখা করবেন।

পরাশর। আমিও আর ভাবতে পারছি না বিজয়। জাহাজ যাচ্ছে ডুবে, বন্যার মত জল এসে পড়ছে তার গহ্বরে, আমি হাত দিয়ে আর কত জল ফেলব?

বিজয়। কিন্তু পারুলকে কিছুতেই বলা যেতে পারে না। ওর যা শরীরের অবস্থা তাতে আমি ঠিক জানি যে ওকে বাঁচানো শক্ত হবে।

চপলার প্রবেশ।

চপলা। কাকে বাঁচানো শক্ত হবে বিজয়?

বিজয়। (চমকাইয়া) আজ্ঞে, আমি পারুলের কথা বলছিলাম। ওর যা শারীরিক অবস্থা তাতে কোনও উত্তেজনা……

চপলা। তুমি বুঝি নবীন আর যূথির ঝগড়ার কথা ভাবছ?

বিজয়। (ইতস্ততঃ করিয়া) আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি সেই কথাই ভাবছিলাম।

চপলা। তুমি ওকে নিয়ে একটু বেড়িয়ে এস। তুমি ওকে নিয়ে বরং সমুদ্রের ধারে যেও। যার অন্ত নেই তাকে দেখলে হৃদয় শান্ত হতে পারে। (পরাশর বিজয়কে বাহিরে যাইতে ইঙ্গিত করিল। বিজয় যাইতে উদ্যত) বিজয়! তোমরা বাড়ি ফিরে সোজা শোবার ঘরে চলে যেও। এই ঘরে তোমরা এস না। (হাসিয়া) এখানে তো গোলমাল লেগেই আছে।

বিজয়। বেশ আমরা তাই করব।

যাইতে উদ্যত।

চপলা। শোন।

বিজয় দাঁড়াইল।

যদি এখানে কিছু গোলমাল হয় তাহ'লে পারুলকে তুমি এখানে আসতে দিও না।

বিজয়। (অবাক্ হইয়া) ওঃ

পরাশর তাহাকে ইঙ্গিত করিল।

আচ্ছা তাই করব।

প্রস্থান।

চপলা। (তীব্রভাবে) পরাশর বাবু, বিজয় যদি জানত পারুলের আজ কি বিপদ উপস্থিত তাহলে—তাহলে·····

পরাশর। আপনি কোন্ বিপদের কথা বলছেন ?

চপলা। (চতুর্দ্দিকে চাহিয়া) আপনি বোধ হয় জানেন যে পরেশ একটা গোয়েন্দাকে লাগিয়েছিল আমাকে খুঁজে বের করতে ?

পরাশর। জানি এবং আরও জানি যে সে কাল এই বাড়িতে এসেছিল।

চপলা। (চমকাইয়া) আপনি কি ক'রে জানলেন ?

পরাশর। সে যে মাদ্রাজে আসবে তা বুঝতে পেরেই আমি আবার এখানে এসেছি। বিজয়ের কাছে শুনলাম অবিনাশের মত দেখতে একটা লোক কাল আপনাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল।

চপলা। আপনি আর কি জানেন ?

পরাশর। আর কিছু জানি না। কিন্তু তার চরিত্র দেখে বুঝতে পেরেছি যে সে টাকা চায়।

চপলা। হ্যাঁ, সে এখন পাঁচ হাজার টাকা চায় এবং পরে মাসে মাসে দু'শ।

পরাশর। আপনি কি টাকা দেবেন তাকে ?

চপলা। (গোপনীয় ভাবে) হাঁ দেব। কিন্তু বিজয়কে সে বলেছে যে তার হার্টের ব্যামো আছে। (উন্মত্তের মত) হি-হি-হি-হি।

পরাশর। (ভীত হইয়া) চপলা দেবী !

চপলা। এতগুলো টাকা পেয়ে তার হার্টফেল করাও তো অসম্ভব নয়, হি-হি-হি-হি।

পরাশর। (অস্বস্তির সহিত) চপলা দেবী, আপনার বিশ্রাম প্রয়োজন। আমার মনে হয় আপনার শুয়ে থাকা উচিত।

চপলা। (হঠাৎ গম্ভীর হইয়া) হ্যাঁ, আমি এবার বিশ্রাম করব কিন্তু আমার কাজ এখনও শেষ হয় নি।

(যাইতে উদ্যত)

পরাশর। চপলা দেবী !

চপলা দাঁড়াইল।

আমার একটা কথা আছে।

চপলা। আমার সঙ্গে ?

পরাশর। আজ্ঞে হ্যাঁ, একজন ভদ্রলোক আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়। সে বাইরেই অপেক্ষা করছে।

চপলা। (সভয়ে) কে সে ?

পরাশর। (ইতস্ততঃ করিয়া) পরেশ আমার সঙ্গে এসেছে।

চপলা। (চমকাইয়া) সে এখানে কেন ?

পরাশর। অবিনাশ গোয়েন্দার জন্য পরেশ ভয় পেয়েছে। সে তার মেয়েকে নিয়ে যেতে চায়।

চপলা। না, না, না। পরেশ তাকে বাঁচাতে পারবে না। অবিনাশ গোয়েন্দার মুখ আমি বন্ধ করতে পারি, কিন্তু সে তা পারবে না।

পরাশর। তবু বাপের মন মানতে চাইবে কেন ?

চপলা। আপনি দেখছেন বাপের মন। পরাশর বাবু, আমি নীচ হ'তে পারি, কিন্তু তবু আমি মা. আমার দেহের প্রত্যেকটি রক্ত বিন্দু দিয়ে আমার সন্তানকে আমি ভালবাসি। আমার দেহের রক্ত অপবিত্র হ'তে পারে কিন্তু তার প্রত্যেকটি ফোঁটাকে আমি তার জন্য নিঃশেষ ক'রে ঢেলে দিতে পারি।

পরাশর অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল।

বলুন, আপনি কি তবু পারুলকে নিয়ে যেতে চান ? (পরাশর ইতস্ততঃ করিতে লাগিল) বলুন।

পরাশর। আ-আপনি একবার পরেশের সঙ্গে দেখা করুন ; আমি ওকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

প্রস্থান। পরেশের প্রবেশ। পরেশ চপলার দিকে না তাকাইয়াই কথা বলিতে লাগিল।

পরেশ। আমি পারুলকে নিয়ে যেতে এসেছি।

চপলা। তোমাকে যে চেনাই যায় না। তোমার এত পরিবর্ত্তন হবে তা আমি কল্পনাও করতে পারি নি।

পরেশ। আমার সম্বন্ধে তুমি অনেক কিছুই কল্পনা করতে পার নি। কিন্তু আমি আত্মীয়তা করতে এখানে আসিনি, আমি এসেছি আমার মেয়েকে নিয়ে যেতে।

চপলা। তোমার সঙ্গে অনেকদিন দেখা হয়নি তাই জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করে তুমি কেমন আছ।

পরেশ। তুমি আমার সঙ্গে পরিহাস ক'রো না চপলা। আমার জন্য এতটুকু দরদ থাকলেও তুমি আমাকে পথে বসিয়ে বেরিয়ে যেতে পারতে না।

চপলা। তুমি তো পথে বসে নেই। পথে বেরিয়েছিলাম আমি, পথেই আমি র'য়ে গিয়েছি, আমি মরবও পথেরই ধারে। তুমি জান পারুল তোমার। আমিও জানি সে তোমারই। আমি জানি আমার ইতিহাস সে যেদিন জানবে সেদিন সে আমাকে অভিশাপ করবে, তার সন্তানও আমাকে অভিশাপ করবে। তুমি দয়া ক'রে তাকে আমার কাছে রেখেছ। আমি তো সে দয়ার মর্য্যাদা রেখেছি, তবে কেন নিয়ে যাবে?

পরেশ। আ-আমি আরও কিছুদিন অপেক্ষা করতাম কিন্তু অবিনাশ গোয়েন্দা সব প্রকাশ ক'রে দেবে। আমি চাই তার আগেই পারুলকে আমি নিজ মুখে বলব।

চপলা। কিন্তু পারুল কি এই উত্তেজনা সহ্য করতে পারবে? তুমি বোধকরি জান যে তার ছেলে হবে।

পরেশ। কিন্তু অবিনাশের মুখে শোনার চাইতে আমার মুখে শোনা ভাল।

চপলা। আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি যে অবিনাশ তাকে কিছু বলবে না। পারুলকে কিছু বলবার আগেই আমি তার মুখ বন্ধ করব।

পরেশ। তুমি ওর মুখ বন্ধ করতে পারবে না। আমিও চেষ্টা করেছিলাম। আমি ওকে খুন করতে গিয়েছিলাম কিন্তু---কিন্তু···

চপলা। (মৃদু হাসিয়া) কিন্তু তুমি খুন করতে পারনি। (গম্ভীরভাবে) যদিও উচিত ছিল খুন করা।

পরেশ। (অবাক্ হইয়া চপলার দিকে চাহিয়া) চপলা!

চপলা মৃদু হাসিতে লাগিল।

চপলা! তুমি কি ওকে···

গলা টিপিয়া মারিবার ইঙ্গিত করিল। চপলা হাসিতে লাগিল। পরেশ ভীত হইয়া এদিক্ ওদিক্ চাহিতে লাগিল।

কেউ জানবে না তো?

চপলা। জানলেই বা ক্ষতি কি? আমার ফাঁসি হ'লে তো তুমি খুশিই হও।

পরেশ। না, না, না, আমি কারুর মৃত্যু কামনা করি না। তুমি সুখে থাক। তোমার তো সবই রয়েছে। আমার কিছুই নেই। তুমি আমার মেয়েকে ফিরিয়ে দাও।

চপলা। না, তা হয় না। পারুলকে এখন বলা যেতে পারে না। হঠাৎ এসব কথা শুনলে তাকে বাঁচানো শক্ত হবে।

পরেশ। না, না, না, আমি বড় বড় ডাক্তার নিয়ে আসব। আমি সহরের সব ডাক্তার ডেকে নিয়ে আসব।

চপলা। কোনও ডাক্তারই কিছু করতে পারবে না যতদিন তোমার এই গোয়েন্দাটা বেঁচে থাকবে। কিন্তু সব চাইতে বড় কথা এই যে আমার ইতিহাস শুনলে বিজয় পারুলকে পরিত্যাগ করবে।

পরেশ। না, না, না, বিজয় পারুলকে ভালবাসে।

চপলা। কিন্তু আমার ইতিহাস যে দিন সে জানবে সেদিন তার ভালবাসা বাষ্পের মত বাতাসে মিলিয়ে যাবে।

পরেশ। তা হ'লে উপায় ?

চপলা। (হাসিয়া) উপায় শীগ্‌গিরই হবে। যখন পারুলের ছেলে হবে তখন সেই সন্তানকে বিজয় ফেলতে পারবে কি ? তোমার নিজের মনকেই জিজ্ঞাসা কর।

পরেশ। তুমি ঠিক বলেছ চপলা। সন্তানকে বন্য জন্তুও ফেলে দিতে পারে না।

চপলা। সুতরাং এই কটা দিন এই গোয়েন্দাটাকে যেমন করেই হোক আটকাতে হবে।

পরেশ। আমি ওকে গলা টিপে খুন করে ফেলব।

চপলা। (হাসিয়া) তুমি ফাঁসি গেলে পারুলের আর রইল কে ?

পরেশ। কেন তোমরাই তো রয়েছ। (উচ্ছ্বাসের সহিত) তাকে চুরি করে নিয়ে গিয়েছিলে, সে তোমাদেরই থাক্, আমি আমার জীবন দিয়ে তার কণ্টক গুলোকে সরিয়ে দিই।

চপলা। না, তা হয় না। ফাঁসি যেতে হ'লে আমিই যাব। (দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) জীবনে আমার আর স্পৃহা নেই।

পরেশ। কেন ?

চপলা। (উত্তেজিত ভাবে) তুমি কি দেখতে পাচ্ছ না যে আমি দিনরাত অসহ্য নরকযন্ত্রণা ভোগ করছি ? নিজের সন্তানের কাছে আমি আত্ম-গোপন করছি। যতই আমি তাকে ঢাকছি ততই আমার ছিন্নবস্ত্র ভেদ করে সে বেরিয়ে আসছে। প্রতি মুহূর্ত্তে আমি ভয়ে মরছি যে পারুল আমার ইতিহাস জেনে ফেলবে। সমাজকে আমি তুচ্ছ জ্ঞান করি কিন্তু যাকে প্রাণের চেয়েও বেশী ভালবাসি তার ঘৃণা আমার কাছে মৃত্যুর চেয়েও কঠোর বিভীষিকা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। আমি আর সহ্য করতে পারছি না। (চিন্তা করিয়া) ওঃ আমি ভুলে গিয়েছিলাম।

তোমার কাছে এসব কথা বলা আমার অন্যায় হয়েছে। আমি ভুলে গিয়েছিলাম যে তোমার ধর্ম্মপত্নী হ'য়েও আমি তোমাকে ত্যাগ ক'রে বেরিয়ে এসেছিলাম। আ-আমি কুলটা। আমি তোমাকে আঘাত করেছিলাম, তুমি আঘাত পেয়েছিলে, সুতরাং আমার দুঃখে তোমার পক্ষে খুশি হওয়াই স্বাভাবিক।

পরেশ। তোমার দুঃখের কথা শুনতে আমি এখানে আসিনি।

চপলা। তবু তোমাকে শুনতে হবে। তোমাকে আজ শুনতে হবে আমি কেন তোমাকে ছেড়ে এসেছিলাম।

পরেশ। আমি শুনতে চাই না।

চপলা। তুমি শুনতে না চাইলেও তোমাকে শুনতে হবে। তুমি আজ বড় একটা হোটেলের মালিক হয়েছ, হাজার হাজার টাকা তুমি উপায় করছ। (হাসিয়া) তোমার চেহারাতেও আজ জৌলস এসেছে। (পরেশ অপ্রস্তুত হইল।) কেন? তুমি যা কোনও দিন ছিলে না আজ কেন তা হয়েছে? কেন? কেন?

পরেশ। আমি তোমার পরিহাস শুনতে এখানে আসিনি। আমি এসেছি আমার মেয়েকে নিয়ে যেতে।

চপলা। (তীব্রভাবে) আমি জানি তুমি মেয়েকে নিয়ে যেতে এসেছ। তুমি তাকে যা দিতে পারতে না আমি তাকে তাই দিয়েছি, তুমি রেখেছিলে অনাহারে কিন্তু আমি তাকে মহিমান্বিত করেছি—শিক্ষায়, দীক্ষায়, সৌন্দর্য্যে। তুমি দিয়েছিলে মৃত্যু, আমি দিয়েছি প্রাণ। তাই আমার কাছ থেকে তাকে ছিনিয়ে নিতে তুমি আজ ভদ্রলোক সেজে এসেছ। আমার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করবার জন্য এই দুই বৎসর প্রাণপণ চেষ্টা ক'রে তুমি অর্থ উপার্জ্জন করেছ, তুমি আজ মানুষ হয়েছ। কিন্তু আমি যখন তোমার কাছে ছিলাম তখন আমার জন্য তুমি কিছু করনি।

পরেশ। তুমি কি পারুলকে হিংসা কর?

চপলা। না, আমি হিংসা করি না তাকে। কিন্তু আমার সন্তানকে তুমি এত ভালবাস দেখে আমার আজ (ইতস্ততঃ করিয়া) অভিমান হচ্চে। তুমি তো ভালবাসতে জান, তবে কেন আমাকে উপেক্ষা করেছিলে? আমাকে তুমি অনাহারে রেখেছিলে। তোমার উপেক্ষা সহ্য করতে না পেরে আমি বাইরে এসেছিলাম। তাই আজ পথের ধূলোতে আমাকে মরতে হবে। আমার হৃদয়ের রক্ত আমি তার জন্য ঢেলে দিতে পারি তবু আমার সন্তান আমাকে অভিশাপ করবে কারণ সমাজের চোখে সে পবিত্র, আমি অপবিত্র। যার দেহের প্রত্যেকটি রক্তবিন্দুকে আমার হৃদয় আলিঙ্গন করতে চায় সে আমাকে স্পর্শ করতেও কুণ্ঠিত হবে, কারণ আমি কুলটা। তুমি তো প্রেমিক ছিলে না কোনও দিন। তুমি ছিলে পাথরের মত নির্জীব। তুমি তোমার স্ত্রীকে এবং সন্তানকে উপেক্ষা করেছিলে। তবে কেন এক যুগ পরে বেঁচে উঠলে তুমি? একটি আঙুলও যে কখনও তোলেনি সে কেন আজ খুন ক'রে ফাঁসি যেতে চায়? কেন এত প্রেম? এক যুগ পরে কেন? পরিহাস আমি করিনি। পরিহাস করেছ তুমি, পরিহাস করেছেন ভগবান।

পরেশ। (বিচলিত হইয়া) চপলা, তুমি পারুলকে এত ভালবাস?

চপলা। (মৃদু হাসিয়া) ভালবাসি? দারিদ্র্যের হাত থেকে তাকে বাঁচাবার জন্য একবার নরকে এসেছি। (উত্তেজিত ভাবে) যদি প্রয়োজন হয় আরও নিবিড় নরকে প্রবেশ করব একবার নয়, দুইবার নয়, তিনবার নয়, শত শত বার, শত শত বার।

পরেশ। (বিচলিত হইয়া) আ-আমি চলে যাচ্ছি। তুমিই ওকে নাও। অবিনাশ যা খুশি বলুক। তুমি সব কথা অস্বীকার ক'রো। আমিও অস্বীকার করব যে তুমি কখনও আমার স্ত্রী ছিলে। পারুল যে আমার

মেয়ে, এই কথাও আমি অস্বীকার করব, আমি চেষ্টা করব তাকে ভুলে যেতে, সে তোমার কাছেই থাক্।

চপলা। তুমি কেন আমাকে এত দয়া করছ ?

পরেশ। (অশ্রু ভারাক্রান্ত হইয়া) তোমার এই প্রশ্নের জবাব আমি দিতে পারব না।

চপলা। (মৃদু হাসিয়া) তুমি আমাকে ভালবাস ?

পরেশ। (বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে) না আমি কাউকে ভাল বাসি না।

পরেশ কাঁদিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পর চোখ মুছিয়া সে চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল।

চপলা। শোন,

পরেশ দাঁড়াইল।

তুমি পারুলের সঙ্গে দেখা ক'রে যেও। আমার মনে হয় তার মন তাকে বলেছে তুমি তার কে।

পরেশ। (ভাঙ্গিয়া পড়িয়া) কেন বৃথা দেখব তাকে ? সে সুখে থাক্। আমি তাকে আর দেখতে চাই না।

পরেশ দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিল। চপলা আত্মবিস্মৃত হইয়া পরেশকে ধরিতে গেল কিন্তু কাছে যাইয়া নিরস্ত হইল।

চপলা। তবু তুমি দেখা ক'রে যেও। আমাকে একটা দুঃস্বপ্ন ভেবে ভুলে যেও, কিন্তু পারুল স্বপ্ন নয়, সে সত্যি। যদি পার আমাকে ক্ষমা ক'রো এই ভেবে যে তোমার সন্তানকে আমি সর্ব্বস্ব দান করেছি।

চোখ মুছিতে মুছিতে পরেশের প্রস্থান। চপলা কিছুক্ষণ দরজায় মাথা রাখিয়া চুপ করিয়া রহিল। পরে মাথা তুলিয়া ঈষৎ হাসিয়া স্বগতঃ বলিল—

তুমি পারুলকে ভুলতে পারবে না। তুমি যে আজ ভালবাসতে শিখেছ।

মৃদু হাসিতে হাসিতে উন্মত্তের মত হাসিয়া

তুমি ভালবাসতে জানতে না ব'লে আমি বেরিয়ে এসেছিলাম, কিন্তু আজ তুমি এসেছ ভালবাসা নিয়ে। ভালবাসার জন্য আজ তুমি নিজেকে বিলিয়ে দিতে এসেছ কিন্তু আমি রয়েছি ধূলোতে। আমি অপবিত্র তাই আমাকেই ভুলতে হবে। আমাকেই যেতে হবে। আমি অশুচি। তাই যাবার আগে আমার সন্তানের পথ থেকে এই আবর্জ্জনাকে আমি নিজ হাতে সরিয়ে দেব।

জনৈক ভৃত্যের প্রবেশ।

ভৃত্য। হুজুর।

চপলা। কি চাই?

ভৃত্য। অবিনাশ বাবু এসেছেন। দেখা করতে চান।

চপলা। কে এসেছে? অবিনাশ?

ভৃত্য। হুজুর।

চপলা। (উন্মত্তের মত হাসিয়া) হা-হা-হা-হা। অবিনাশ এসেছে?

ভৃত্য। (ভীত হইয়া) হুজুর।

চপলা। তাকে নিয়ে আয় এখানে। তাকে আমি নিজের হাতে চা তৈরি ক'রে খাওয়াব। হা-হা-হা-হা।

ভৃত্য। হুজুর, তাকে এখানে নিয়ে আসব?

চপলা। (প্রকৃতিস্থ হইয়া) হাঁ এখানেই নিয়ে আসবি। তাকে আমি চা খেতে নেমন্তন্ন করেছি। তাড়াতাড়ি চায়ের বন্দোবস্ত কর।

ভৃত্য। হুজুর।

প্রস্থান।

চপলা। (স্বগতঃ) অবিনাশ গোয়েন্দা! তুমি আর মাত্র একটিবার চা খাবে।

আমার অন্তরাল হইতে বিষের শিশি খুলিয়া উল্লাসের সহিত নিরীক্ষণ করিয়া

আর মাত্র একটি বার।

বিষের শিশি পুনরায় আমার অন্তরালে রাখিল।

তুমি এখনও বুঝতে পারনি যে অপবিত্র হ'লেও আমার রক্ত মাংসকে আমি এখনও ভুলিনি, তুমি এখনও বুঝতে পারনি যে যার সর্ব্বনাশ তুমি করতে চাইছ তাকে দেখে এখনও আমার বুকের রক্ত স্তন ব'য়ে ক্ষীর হ'য়ে ঝরে যেতে চায়। তুমি আমার বধ্য। তুমি অসুর। তোমাকে সংহার করাই আমার ধর্ম্ম।

অবিনাশের প্রবেশ।

অবিনাশ। নমস্কার চপলা দেবী। আমি এসেছি।

চপলা। ওঃ তুমি এসেছ? ভালই হয়েছে। তুমি ব'স, অবিনাশ বাবু। আমি চা আনাচ্ছি।

অবিনাশ। আবার চা খাওয়া কেন? সব মিটমাট হ'য়ে গেলে প্রত্যেক মাসেই তো আসতে হবে। তখন কত চা খেতে পারব, হেঁ-হেঁ-হেঁ-হেঁ।

চপলা। তুমি ব'স।

অবিনাশ বড় সোফার উপর বসিল।

আজ তোমার সঙ্গে প্রথম আত্মীয়তা হ'ল, তাই একটু মিষ্টি মুখ করতেই হবে।

অবিনাশ। (অবাক্ হইয়া) আত্মীয়তা!

চপলা। (হাসিয়া) আত্মীয়তা বৈ কি। আমি সারাদিন ভেবেছি। ভেবে দেখলাম যে তুমি সত্যি আমাদের উপকার করেছ। দেনা পাওনার

কথা ভুলে যাও, তুমি ইচ্ছে করলে আমাদের অনেক অনিষ্ট করতে পারতে।

অবিনাশ। হেঁ-হেঁ-হেঁ-হেঁ। তা পারতাম বৈ কি। (হঠাৎ সন্দেহ করিয়া) আপনি কি ভুলতে বললেন ?

চপলা। দেনা-পাওনার কথা ভুলতে বলছিলাম।

অবিনাশ। মানে, আপনি বলছেন টাকা দেবেন না ?

চপলা। (হাসিয়া) টাকা দেব বৈ কি। আমি বলছিলাম টাকার চাইতে তোমার আত্মীয়তা অনেক বড়।

অবিনাশ। হেঁ-হেঁ-হেঁ-হেঁ। আমি বুঝতে পারিনি। আপনি ঠিক কথাই বলেছেন। আত্মীয়তা টাকার চাইতে অনেক বড় বৈ কি। কিন্তু টাকাটা আজকে পাব তো ?

চপলা। (টেবিল হইতে ব্যাগ আনিয়া টাকা খুলিয়া দেখাইয়া) সব প্রস্তুত। কিন্তু একটা কথা আছে। তোমার সঙ্গে যারা আছে তারা কিছু বলবে না তো ?

অবিনাশ। আপনি ক্ষেপেছেন ? আমি কি অতই বোকা যে তাদের কাছে সব কথা ব'লে আমার অংশীদার করব ? তারা এই বিষয়ে কিছুই জানে না। তাদের বলেছি আপনাদের সঙ্গে আমার একটা ঝগড়া আছে। মারধোর হ'তে পারে এই ভয়ে তাদের বলেছি যে আমি যদি সময়মত না ফিরি তাহ'লে তারা যেন আমায় খোঁজ করে এখানে। আপনারা বুদ্ধিমান তাই টাকা দিয়ে মিটিয়ে দিচ্ছেন কিন্তু আমাকে সাবধান হ'তেই হবে। ডুবা মারতেও পারতেন। হেঁ-হেঁ-হেঁ-হেঁ। গোয়েন্দাগিরি আমার পেশা। হেঁ-হেঁ-হেঁ-হেঁ।

থালাতে চায়ের পাত্র, পেয়ালা ইত্যাদি লইয়া ভৃত্যের প্রবেশ।

চপলা। আমার কাছে নিয়ে আয়।

ভৃত্য একটি ছোট টেবিলে থালা রাখিয়া চপলার কাছে লইয়া আসিল এবং সব ঠিক আছে কিনা দেখিয়া প্রস্থান করিল।

আমার একটা অনুরোধ তোমাকে রাখতে হবে।

অবিনাশ। নিশ্চয়ই রাখব, নিশ্চয়ই রাখব। আপনি বলুন।

চপলা। মাসে দু'শ বড্ড বেশী হয়। ওটাকে কিছু কমাতে হবে।

অবিনাশ। (পরোক্ষে ক্রূরভাবে হাসিয়া) তা আপনার যেমন অভিরুচি। হেঁ-হেঁ-হেঁ-হেঁ। আপনি যা দেবেন আমি তাই নেব।

চপলা। আর একটা কথা। তুমি যখনই এখানে আসবে আত্মীয়ের মতই আসবে। টাকাকড়ির ব্যাপার যেন কেউ জানতে না পারে।

অবিনাশ। হেঁ-হেঁ-হেঁ-হেঁ। সে আর বলতে। আপনি অতিশয় গোপনে আমাকে দেবেন, আমিও অতিশয় গোপনে তাকে পকেটে তুলব। গোয়েন্দাগিরি আমার পেশা। আমি চোরকেও চুরি করা শেখাতে পারি। হেঁ-হেঁ-হেঁ-হেঁ।

চপলা। আমি একবার দেখে আসি কেউ এদিকে আসছে কিনা।

অবিনাশ। আপনি বসুন। আমি বরং দরজাটা বন্ধ ক'রে দিই।

চপলা। না, না, না। তাতে কেউ সন্দেহ করতে পারে।

অবিনাশ। হ্যাঁ, তাও তো বটে। দরজা বন্ধ দেখলে অনেক রকম সন্দেহ করতে পারে বৈ কি।

চপলা। তুমি ব'স। আমি দেখে আসছি।

দরজার কাছে যাইয়া ভাল করিয়া দেখিয়া স্বস্থানে আসিল।

না কেউ নেই। আমি চা ঢালছি।

পেয়ালাতে চা ঢালিল এবং দুধ চিনি দিল। কিন্তু পেয়ালা তাহার সামনেই রহিল। ব্যাগ হইতে নোটগুলি খুলিয়া অবিনাশের কাছে গিয়া তাহার হাতে দিল।

টাকাগুলি গুণে নাও।

অবিনাশ। (টাকা পাইয়া আত্মহারা হইয়া) না, না, আর গুণে কি হবে ? দেখতেই পাচ্ছি কত টাকা।

চপলা। তবু গুণে নাও। আমি গুণিনি।

অবিনাশ। তা যখন বলছেন, তখন গুণেই নিচ্ছি, হেঁ-হেঁ-হেঁ-হেঁ।

অবিনাশ জিভে আঙুল ভিজাইয়া নোট গুণিতে লাগিল। এক, দুই, তিন...... অন্য দিকে তার ভ্রূক্ষেপ নাই। চপলা স্বস্থানে আসিয়া অবিনাশের তন্ময়তা লক্ষ্য করিয়া জামার অন্তরাল হইতে বিষ-বাহির করিয়া বেশ কিছুটা চায়ের পেয়ালাতে ঢালিয়া বিষের শিশি জামার অন্তরালে রাখিল এবং চামচ দিয়া চা নাড়িয়া পেয়ালা অবিনাশের সম্মুখে টেবিলে রাখিল। অবিনাশ তখনও গুণিতেছে।

চপলা। (অস্থিরভাবে) তুমি তাড়াতাড়ি গুণে নাও। কেউ এসে পড়বে।

অবিনাশ। এই হ'য়ে গেল। আর দু-চার খানা।

চপলা। কে যেন আসছে এদিকে।

অবিনাশ। (চমকাইয়া) য়্যাঁ ? (তাড়াতাড়ি গণনা শেষ করিয়া) উনপঞ্চাশ-পঞ্চাশ। ঠিক আছে, পঞ্চাশ একশোতে পাঁচহাজার।

পরাশর। (নেপথ্যে) ওরা সব কোথায় ?

চপলা। (চীৎকার করিয়া) পরাশর বাবু আসছেন।

অবিনাশ চমকাইল। কম্পিত হস্তে নোটগুলি পকেটে রাখিয়া সে ছোঁ মারিয়া চায়ের পেয়ালা তুলিয়া এক চুমুক খাইল। পরাশরের প্রবেশ। অবিনাশের হাত কাঁপিতে লাগিল। চপলা সন্ত্রস্ত হইল। পরাশর উভয়কে ভাল করিয়া দেখিল।

পরাশর। (অবিনাশকে) তুমি এখানে ?

চপলা। (কম্পিতস্বরে) আমরা একটা পরামর্শ করছিলাম। আ-আপনি একটু চা খাবেন ?

পরাশর। আচ্ছা দিন। ওর সঙ্গে আমারও একট পরামর্শ আছে।

চপলা চা ঢালিতে লাগিল। পরাশর অবিনাশের পাশে বসিল। অবিনাশ ভয়ে জড়সড় হইয়া সোফার প্রান্তে সরিয়া বসিল। পরাশর তাহার দিকে তীব্রভাবে তাকাইল।

আমি তোমাকে নিষেধ করেছিলাম এখানে আসতে।

অবিনাশ। আজ্ঞে হ্যাঁ, আ-আমি এখনই চলে যাচ্ছি। (উঠিতে উদ্যত)

চপলা। (ত্রস্তভাবে) তোমার চা প'ড়ে রইল যে। তুমি চা খেয়ে যাও।

অবিনাশ। আমি আজ যাই ! আ-আর একদিন এসে চা খাব।

পরাশর। (তীব্রভাবে) তুমি আর কখনও এখানে আসবে না। তোমাকে আগেই আমি সাবধান ক'রে দিয়েছিলাম। আর একবার সাবধান ক'রে দিচ্ছি। তুমি আর কখনও এ বাড়িতে আসবে তা'হলে······

অবিনাশ। আমি যাচ্ছি, এক্ষুনি যাচ্ছি, আর কক্ষণও আমি আসব না।

চপলা পরাশরের জন্য এক পেয়ালা চা আনিয়া টেবিলে রাখিল। অবিনাশ উঠিতে উদ্যত।

চপলা। (মিনতির সহিত) পরাশর বাবু ! অবিনাশ আমার অতিথি। আমি ওকে চা খেতে নেমন্তন্ন করেছি।

অবিনাশ। হ্যাঁ, উনি আমাকে নেমন্তন্ন করেছিলেন। তাই আমি এসেছি।

পরাশর। (অবিনাশের পেয়ালা তুলিয়া) তা'হলে তাড়াতাড়ি চা খেয়ে চ'লে যাও।

অবিনাশ ইতস্ততঃ করিতে লাগিল।

ধর।

অবিনাশ কম্পিতহস্তে পেয়ালা ধরিল এবং একচুমুকে নিঃশেষে পান করিল। পেয়ালা টেবিলে রাখিয়াই সে বুকে হাত দিয়া অসহ্য বেদনায় চীৎকার করিয়া উঠিল।

অবিনাশ। আঃ!

পরাশর! (ভীত হইয়া) ব্যাপার কি?

অবিনাশ। আঃ! কে আছ, আমাকে বাঁচাও।

চপলা সন্ত্রস্ত।

পরাশর। 'কি বলছ তুমি? তোমার কি হয়েছে?

অবিনাশ। আঃ! কে আছ আমাকে বাঁচাও।

বিজয়ের বেগে প্রবেশ।

বিজয়। ব্যাপার কি? কি হয়েছে?

অবিনাশ। ডাক্তার বাবু! আমাকে বাঁচান। এই পরাশর বাবু আমাকে বিষ খাইয়েছে।

পরাশর। অবিনাশ! তুমি মিছে কথা বলছ।

অবিনাশ। (তাহার কথা আড়ষ্ট হইয়া আসিল) আমি সত্যি কথাই বলছি ডাক্তার বাবু। পরাশর বাবু আমাকে কলকাতায় ভয় দেখিয়েছিল যে আমি এখানে এলে আমাকে বিষ খাইয়ে মারবে। আজ নিজের হাতে সে আমাকে চায়ের পেয়ালা দিয়েছে। আমি তাই খেয়েছি। আঃ! আঃ! আঃ!

অবিনাশ জ্ঞান হারাইল। বিজয় নাড়ী পরীক্ষা করিয়া দেখিল অবিনাশ মৃতপ্রায়। ভয়ে ভয়ে সে পরাশরের দিকে তাকাইল। পরাশর মুখ ফিরাইয়া বিস্মিতভাবে চপলার দিকে তাকাইল। চপলা অতিশয় চঞ্চলিতভাবে হাত কচলাইতেছে। হঠাৎ বিজয় কি মনে করিয়া অবিনাশের চোখ মুখ হাত পা ইত্যাদি ভাল করিয়া দেখিতে লাগিল। দেখা শেষ হইলে সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া মাতালের মত টলিতে লাগিল।

বিজয়। একে সত্যি সত্যি বিষ খাওয়ান হয়েছে। এই বিষের কোনও অষুধ নেই। কিন্তু এই বিষ যে আমার ঘর থেকে চুরি হয়েছে। আপনি আসার আগেই চুরি হয়েছে।

চপলা। (উন্মত্তের মত হাসিতে লাগিল।) হা-হা-হা-হা

বিজয় চমকাইয়া মন্ত্রমুগ্ধের মত চপলার দিকে তাকাইল। পরাশর বিপদ গুণিল। বাহিরে কোলাহল—"অবিনাশ বাবু কোথায়? তাকে আমরা দেখতে চাই। আমরা আর দেরী করব না ইত্যাদি।"

পরাশর তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করিয়া বিজয়ের দুই কাঁধে হাত দিল।

পরাশর। বিজয়! এখন চিন্তা করবার অবসর নেই। অবিনাশ তোমাকে বলেছিল যে তার হার্টের ব্যারাম আছে।

বিজয়। কিন্তু এ যে মরে যাচ্ছে বিষ খেয়ে।

পরাশর। না, সে বিষ খেয়ে মরে যাচ্ছে না। সে মরে যাচ্ছে হার্টফেল ক'রে।

বিজয়। (অবাক্ হইয়া) মাষ্টারমশাই!

পরাশর। আঃ বিজয়! তুমি জান না অবিনাশ কে?

বিজয়। কে এই অবিনাশ?

পরাশর। সে একটা গোয়েন্দা। তুমি জানতে বহুদিন আগে পরেশ একটা গোয়েন্দাকে লাগিয়েছিল এদের খুঁজে বের করতে। এতদিনে সে মহেন্দ্রকে খুঁজে পেয়েছিল।

চপলা চমকাইয়া বিজয়ের দিকে চাহিল।

সে এখন ভয় দেখিয়ে টাকা আদায় করতে এসেছিল। টাকা না দিলে সে পারুলকে সব ব'লে দিত।

চপলা। (অতি বিস্ময়ের সহিত, বিজয়কে) তুমি জানতে পরেশ বাবু আমার কে?

বিজয়। (অসহ্য বেদনার সহিত) হ্যাঁ।

চপলা। তবু তুমি পারুলকে বিবাহ করেছিলে ?

বিজয়। হ্যাঁ।

চপলা। সব জেনেও তুমি পারুলকে ভালবেসেছিলে ?

বিজয়। হ্যাঁ।

চপলা। তবে কেন আমি বিষ দিলাম ওকে ?

ছুটিয়া অবিনাশের কাছে গিয়া তাহাকে সজোরে ঝাঁকিয়া

অবিনাশ! তুমি বেঁচে ওঠ। তোমাকে আমি আমার সর্ব্বস্ব বিলিয়ে দেব। তুমি বেঁচে ওঠ। অবিনাশ! অবিনাশ!

অবিনাশ চোখ মেলিয়া বিকটভাবে হাসিল।

অবিনাশ, তোমাকে আমি লাখ টাকা দেব। তুমি বেঁচে উঠে আমাকে বাঁচতে দাও, আমার সর্ব্বস্ব তোমাকে বিলিয়ে দেব। তুমি বেঁচে ওঠ। বেঁচে ওঠ।

অবিনাশ। (যেন দুই হাতে টাকা আঁকড়াইয়া ধরিতেছে এই ভাব দেখাইয়া চীৎকার করিল।) আঃ!

অবিনাশ প্রাণত্যাগ করিল।

চপলা। (যেন পৃথিবী তাহার পদতল হইতে সরিয়া গেল এইরূপ ভাবিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল।) আঃ-আঃ-আঃ

কিছুক্ষণ কাঁদিয়া বিজয়কে ধরিয়া তীব্রভাবে

তুমি সব জানতে তবু আমি কেন বিষ দিলাম ওকে ?

বিজয়। (কাঁদিয়া) আমি জানি না।

চপলা। কেউ জানে না, শুধু আমি জানি। হা-হা-হা-হা। (কাঁদিয়া) যে ভালবাসতে জানত না সে-ও আজ ভালবাসতে শিখেছে। যাকে

হত্যা করার প্রয়োজন ছিল না তাকেও আমি বিষ দিয়ে মেরেছি। তোমরা কেউ জান না কিন্তু আমি জানি। (চপলা উচ্চস্বরে কাঁদিতে লাগিল)।

পরাশর। (তীব্রভাবে) চপলা দেবী! অবিনাশের খোঁজ করতে কয়েকজন লোক এসেছে। পারুলের শরীরের অবস্থা মনে ক'রে আপনাকে স্থির হ'তে হবে।

চপলা। হ্যাঁ, পারুলকে বাঁচাতেই হবে। আমি যাই। (উন্মত্ত ভাবে) আমি ওকে বেশ ক'রে লুকিয়ে রাখব।

যাইতে উদ্যত। পরাশর ছুটিয়া তাহার পথরোধ করিল।

পরাশর। না, আপনাকে এখানে চুপ ক'রে বসে থাকতে হবে। আপনাকে মনে রাখতে হবে যে পারুলের জীবন বিপন্ন।

চপলা। হ্যাঁ, আমি মনে রাখব, আমি নিশ্চয়ই মনে রাখব।

পরাশর। আপনি এখানে বসুন।

চপলা চুপ করিয়া বসিল। তাহার চোখে মুখে উন্মাদের লক্ষণ।

বিজয়! আমি দরজা খুলে দিচ্ছি। তুমিও মনে রেখ পারুলের জীবন বিপন্ন। (উভয়ের দিকে ভাল করিয়া চাহিয়া পরাশর দরজা খুলিয়া দিল) ওরে, তোরা কে আছিস্? শীগ্গির এদিকে আয় তো।

ভৃত্যের প্রবেশ

ভৃত্য। হুজুর, বাইরে দুটো লোক চেঁচামেচি করছে। বলছে অবিনাশ বাবুর সঙ্গে তারা এখনই দেখা করবে।

পরাশর। অবিনাশ বাবু অসুস্থ। নিয়ে আয় ওদের।

ভৃত্য যাইতে উদ্যত।

শোন্। ডাক্তার বাবুর ব্যাগটা আগে নিয়ে আয়।

ভৃত্য। আচ্ছা হুজুর।

পরাশর চায়ের পেয়ালা সরাইয়া থালাতে রাখিল। ব্যাগ লইয়া ভৃত্যের প্রবেশ। পরাশর ব্যাগ লইল। ভৃত্যের প্রস্থান।

পরাশর। বিজয় একটা ইন্‌জেক্‌সন্ দাও।

বিজয় চমকাইল।

দাও বলছি।

স্বপ্নাবিষ্টের মত বিজয় ইন্‌জেক্‌সন্ প্রস্তুত করিল। অবিনাশের বন্ধু দুইজন লোকের প্রবেশ। তাহারা এদিক ওদিক চাহিতে চাহিতে অবিনাশকে দেখিল।

১নং। একি? অবিনাশ বাবুর কি হয়েছে?

বিজয়। (গম্ভীর ভাবে) আস্তে কথা বলুন। আপনারা বোধ হয় জানেন ওর হার্ট খারাপ ছিল।

১নং। (২ নম্বরের দিকে চাহিয়া) হার্ট খারাপ?

দুই নম্বর কোনও জবাব না দিয়া মুখ বিকৃত করিল যেন তাহার বিশ্বাস হয় না।

বিজয়। আপনারা একটু দাঁড়ান। একটা ইনজেক্‌সন্ দিয়ে নিই।

ইনজেক্‌সন্ দিয়া নাড়ী ধরিয়া মাথা নাড়িল।

না, কোন ফল হ'ল না।

১নং। তার মানে—(হাত দিয়া অবিনাশকে দেখাইয়া) মরে গিয়েছে?

বিজয়। হ্যাঁ। হার্ট ফেল্ করেছে।

২নং। হার্ট ফেল্ করেছে? হার্ট কি অমনি ফেল করে?

বিজয়। হ্যাঁ করে, যদি হার্ট খারাপ থাকে। কোনও সাময়িক উত্তেজনাতে ওরকম হ'তে পারে।

১নং। এমন কি উত্তেজনা হ'তে পারে? আমরা জানতাম এই বাড়িতে

কার সঙ্গে ওর ঝগড়া ছিল। হাতাহাতি হ'তে পারে এমন ভয় তার ছিল। সেই জন্যই সময় মত ফিরে না গেলে আমাদের আসতে বলেছিল।

বিজয়। কিন্তু হাতাহাতির কোনও চিহ্ন নেই গায়ে আপনারা নিজেরাই দেখুন।

১নং এবং ২নং দৃষ্টি বিনিময় করিল এবং ১নং অবিনাশের গায়ে হাত দিল। পকেটে হাত পড়িতেই সে চমকাইল এবং টাকার নোটগুলি টানিয়া বাহির করিল। ১নং এবং ২নং চক্ষু বিস্ফারিত করিল কারণ তাহারা কখনও একসঙ্গে এতটাকা দেখে নাই। চপলার চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল। সে উল্লসিত হইল। বিজয় অবাক্। পরাশর মৃদু হাসিতে লাগিল।

২নং। কত টাকা?

১নং। হাজার পাঁচেক হবে।

২নং। পাঁচ হাজার! (কপালের ঘাম মুছিয়া) এত টাকা সে কোথায় পেলে?

পরাশর। (মৃদু হাসিয়া) আমরা তা জানি না। আমরা ওর ঠিকানাও জানি না। আপনারা ওর বন্ধু। ওর আত্মীয় স্বজন কে কোথায় আছে আমরা তাও জানি না। আপনারাই জানেন। সুতরাং এই টাকা আপনারা নিতে পারেন। অবশ্য তাহ'লে শেষ কাজগুলো আপনাদের করতে হবে। যদি করেন ভাল। আমরা লোকজন দিচ্ছি, আপনারা শ্মশানে নিয়ে যান। নতুবা, টাকাগুলো দিন আমরাই ব্যবস্থা করব। (পরাশর হাত পাতিল)

১নং। (হাত সরাইয়া) না, না, না, না। আপনি একটু অপেক্ষা করুন। আমরা একটু পরামর্শ ক'রে নিই।

১নং এবং ২নং ষ্টেজের একপ্রান্তে আসিল।

১নং। ওর ঠিকানা তো কেউ জানে না দেখছি।

২নং। সে রকমই তো মনে হয়।

১নং। তাহ'লে ভাগাভাগি করলে কেমন হয়?

২নং। (এদিক ওদিক চাহিয়া) মন্দ কি?

১নং। তা হ'লে এস। (পরাশরের কাছে আসিয়া) দেখুন, আমরা ভেবে দেখলাম আমরাই যখন ওর একমাত্র বন্ধু এখানে তখন শেষ কাজটা আমরা না করলে ভাল দেখায় না। হেঁ—হেঁ—হেঁ—হেঁ। তাহ'লে আপনি লোকজন ডাকুন। আমরা এগুলোর ভার নিলাম। ওর আত্মীয় স্বজনদের দিয়ে দেব।

চপলা। হা—হা—হা—হা।

১নং। (চমকাইয়া) উনি হাসছেন কেন?

পরাশর। ও কিছু নয়। চোখের সামনে একটা লোক মরে গেল তাই খুব উত্তেজিত হয়েছেন।

মহেন্দ্রের প্রবেশ।

মহেন্দ্র। ব্যাপার কি?

পরাশর। অবিনাশ হার্টফেল ক'রে মরেছে।

চপলা। হা—হা—হা—হা।

মহেন্দ্র। (চমকাইয়া) চপলা!

সে অবাক্ হইয়া চপলার দিকে চাহিয়া রহিল।

পরাশর। চপলা দেবী খুব উত্তেজিত হয়েছেন। আপনি ওকে সান্ত্বনা দিন।

মহেন্দ্র। (কাছে আসিয়া, হাত বাড়াইয়া) চপলা!

চপলা। (চীৎকার করিয়া) তুমি আমাকে ছুঁয়োনা, ছুঁয়োনা বলছি।

চীৎকার শুনিয়া ভৃত্যের প্রবেশ।

মহেন্দ্র। (পুনরায় হাত বাড়াইয়া) চপলা!

চপলা। (চীৎকার করিয়া) আঃ, আমাকে ছুঁয়োনা, তুমি অপবিত্র।

পরাশর। (মহেন্দ্রকে ধরিয়া) মহেন্দ্রবাবু, আপনি এদিকে আসুন। ঘরের মধ্যে মড়া প'ড়ে থাকা ঠিক নয়। আসুন ধরুন। (ভৃত্যকে) তুই ধর তো। (১নং এবং ২নং কে) আপনারাও ধরুন।

১নং। (ধরিয়া বিজয়ের প্রতি) আপনি একটা সার্টিফিকেট্ লিখে দিন।

পরাশর। তার জন্য ভাববেন না। আগে একে বাইরে নিয়ে চলুন।

পরাশর, মহেন্দ্র, ভৃত্য এবং আগন্তুকদ্বয় অবিনাশের মৃতদেহ বাহিরে লইয়া গেল। পরাশরের পুনঃ প্রবেশ। লিখিবার টেবিল হইতে কাগজ লইয়া সে বিজয়ের কাছে ধরিল।

পরাশর। লেখ।

চেয়ারে বসিয়া বিজয় কম্পিত হস্তে লিখিল। পরাশর কাগজ লইয়া পড়িয়া মৃদু হাসিল।

তুমি ব'স। আমি আসছি।

পরাশরের প্রস্থান।

বিজয় দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

চপলা। (চীৎকার করিয়া) কিছুই এখনও শেষ হয় নি। ভালবাসলেই তোমাকে কাঁদতে হবে। এই তো মোটে সুরু হ'ল। আরও কত কাঁদতে হবে তোমাকে। তোমরা কিছুই জান না, কিন্তু আমি সব জানি। হা-হা-হা-হা।

ভয় বিহ্বলভাবে পরেশের প্রবেশ। পরেশ বিজয়কে লক্ষ্য করিল না।

পরেশ। চপলা! তুমি কি সত্যি সত্যি······

চপলা। এই যে, তুমিও এসে পড়েছ। তুমি কেন এলে?

রেশ। (আর্দ্র-চোখে) তুমি কেন এ কাজ করলে চপলা ? আমি তো বলেছিলাম সব অস্বীকার করব।

পলা। হা-হা-হা-হা। যে কখনও ভালবাসতে জানত না আজ এক যুগ পরে সে এসেছে আমাকে ভালবাসতে। কিন্তু আমি ঝুলছি ফাঁসি কাষ্ঠে, হা-হা-হা-হা।

বিজয় উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল।

রেশ। (চমকাইয়া) কে ?

পলা। হা-হা-হা-হা। তুমি জান, বিজয় জানত যে পারুল তোমারই মেয়ে। তবু তাকে বিয়ে করেছিল ভালবেসে। সে জানত আমি কুলটা তবু পারুলকে সে ঘৃণা করে নি। কিন্তু আমি সেই কথা বিজয়ের কাছে লুকোবার জন্য বিষ দিয়েছি ঐ গোয়েন্দাটাকে। হা-হা-হা-হা। প্রয়োজন ছিল না, তবু নিজের হাতে আমি আমার গলায় ফাঁসি পরিয়ে দিয়েছি। হা-হা-হা-হা।

হাসিতে হাসিতে অধীরভাবে চপলা কাঁদিতে লাগিল। চোখ মুছিতে মুছিতে বিজয়ের প্রস্থান। পরেশ চপলার কাছে আসিয়া তাহাকে ধরিতে উদ্যত হইল কিন্তু নিরস্ত হইয়া চপলার কাছে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। পরাশরের প্রবেশ। সে প্রথমে অবাক্ হইল। পরে মৃদু হাসিয়া দুই হাত ছড়াইয়া বলিল—

পরাশর। সংসার! হোটেল! (বেদনার সহিত) এখানে কেউ কারুর নয়। কিন্তু……(পরেশ এবং চপলার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া) এই মর্ম্ম বেদনায় চোখ ভেসে যায়, আমার—বুক ভেঙ্গে যায়।

পরেশ এবং চপলা উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল।

যবনিকা।